জুলাই ২০২২ ▪ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৯

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

পদ্মা সেতু ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অনুঘটক

যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

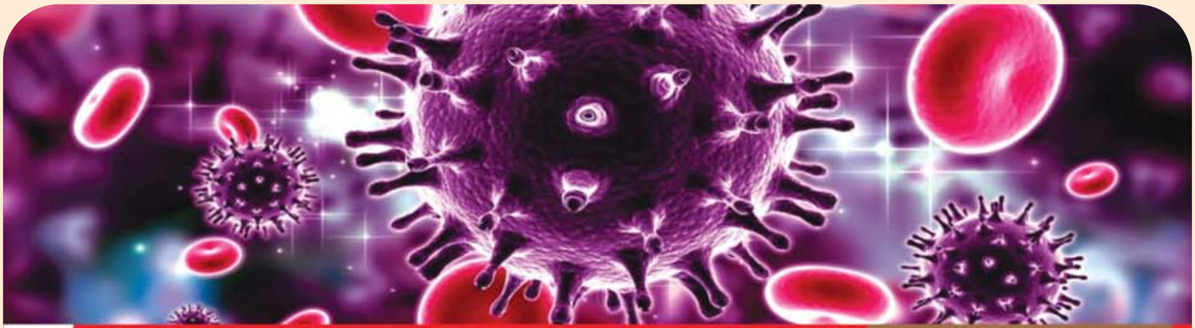

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জুলাই ২০২২ ❑ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ৯ই জুন জাতীয় সংসদে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাজেট উপস্থানের জন্য অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ প্রমত্তা পদ্মার বুকে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন করেন। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি পদ্মা নদীতে সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২০০১ সালের মাঝামাঝি খরস্রোতা পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের সমীক্ষার কাজ শেষ করে জাপান। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তী মেয়াদে সরকার পরিবর্তিত হওয়ায় সেতু নির্মাণের বিষয়ে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বারের মতো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে পদ্মা সেতু নির্মাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় নিয়ে আসেন। কিন্তু কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় মিথ্যা ভিত্তিহীন দুর্নীতির অভিযোগ তোলে বিশ্বব্যাংক। এ অজুহাতে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য অংশীদারগণও পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন থেকে সরে যায়। তখন দৃঢ়চেতা শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা করেন। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের সক্ষমতা, আত্মমর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক। এর ফলে সড়ক ও রেলপথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে রাজধানী ঢাকার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সেতু জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বছরে এক দশমিক দুই তিন শতাংশ হারে অবদান রাখবে এবং দশমিক আট চার শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসন হবে। এ সংখ্যায় পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ হুবহু তুলে ধরা হলো। এছাড়া পদ্মা সেতু নিয়ে রয়েছে বিশিষ্টজনদের নিবন্ধ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ৯ই জুন ২০২২ জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এই বাজেট পেশ করেন। এবারের বাজেটের শিরোনাম– 'কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন'। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের চতুর্থ বাজেট এটি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতির অস্থির পরিস্থিতি, কোভিড-১৯ মহামারি থেকে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে মন্থরগতি এবং মূল্যস্ফীতির মতো চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে এ বাজেট পেশ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ।

মুসলমানদের বৃহত্তম দুটি ধর্মীয় উৎসবের একটি হলো পবিত্র ঈদুল আজহা। ইসলামের অন্যতম বিধান হলো কোরবানি। প্রকৃতপক্ষে ঈদুল আজহা মানুষকে ত্যাগের শিক্ষা দান করে। ঈদুল আজহা উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ, কবিতা ও ছড়া।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ। বিভিন্ন বিষয়ের নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, প্রতিবেদন ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগতো রয়েছেই। আশা করি, এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ

পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

পদ্মা সেতু ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অনুঘটক ৮
ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

পদ্মা সেতুর কিছু বৈশিষ্ট্য ১০
ড. আইনুন নিশাত

যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে ১১
প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বাস্তবতার আলোকে প্রণীত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ১৩
এম এ খালেক

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ ১৮
প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল

স্বপ্নের সেতু ২০
ফরিদুর রেজা সাগর

কোরবানি: ফজিলত ও আমল ২২
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

সামাজিক স্থায়ী সুরক্ষায় সর্বজনীন পেনশন ২৫
প্রণব মজুমদার

পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন: মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশে ফেরার দিন ২৭
খান চমন-ই-এলাহি

***আগুনের পরশমণি*: মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য চলচ্চিত্র** ২৯
বিনয় দত্ত

বঙ্গবন্ধুর স্বায়ত্তশাসন দাবি থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৩১
মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

বর্ষা বর্ণনা ৩৩
ইমরুল কায়েস

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন ৩৫
সুস্মিতা চৌধুরী

ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ৩৭
শারমিন ইসলাম

বাঘ সংরক্ষণে সরকারের কার্যক্রম ৩৯
প্রশান্ত দে

গল্প

স্বজন ৪১
ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

কবিতাগুচ্ছ ৪৫-৪৮
ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস, খোরশেদ আলম নয়ন, মো. রুহুল আমিন, গোবিন্দ প্রসাদ মণ্ডল, রুস্তম আলী, আতিক রহমান, মিজানুর রহমান মিথুন, মো. মোস্তাফিজুর রহমান, গোবিন্দলাল সরকার, সুজিত হালদার, ফায়েজা খানম, জোয়ার্দার হাফিজ, কাজী মারুফ, অর্ণব আশিক, লিলি হক, নুরুল ইসলাম বাবুল, মিতা চক্রবর্তী

ছড়াগুচ্ছ ৪৯
বশিরুজ্জামান বশির, এইচ এস সরোয়ারদী, এস এম মুকুল, আব্দুল আওয়াল রনী, মিজানুর রহমান, সামছুল আলম টুকু

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫০
প্রধানমন্ত্রী ৫১
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫১
আন্তর্জাতিক ৫২
উন্নয়ন ৫৩
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৩
শিল্প-বাণিজ্য ৫৪
শিক্ষা ৫৪
বিনিয়োগ ৫৫
নারী ৫৬
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৬
কৃষি ৫৭
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
নিরাপদ সড়ক ৫৮
বিদ্যুৎ ৫৯
যোগাযোগ ৫৯
কর্মসংস্থান ৬০
সংস্কৃতি ৬০
চলচ্চিত্র ৬১
মাদক প্রতিরোধ ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬২
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
প্রতিবন্ধী ৬৩
ক্রীড়া ৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি:
চলে গেলেন অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদ ৬৪

হাইলাইটস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে 'পদ্মা সেতু' উদ্‌বোধন শেষে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন– পিআইডি

পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ মাওয়া প্রান্তে উদ্‌বোধনী ফলক ও ম্যুরাল-১ উন্মোচনের মাধ্যমে পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী মাওয়া প্রান্তে আয়োজিত সুধী সমাবেশে ভাষণ দেন। বক্তব্য প্রদানের পর স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনির শিট, উদ্‌বোধনী খাম ও বিশেষ সিলমোহর উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী। টোল প্লাজায় টোল পরিশোধের পর শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তের উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি। পরে জাজিরা পয়েন্টে পৌঁছে সেতু ও ম্যুরাল-২ উদ্‌বোধনী ফলক উন্মোচন করেন। এরপর মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার কাঁঠালবাড়িতে জনসভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। দেশীয়-আন্তর্জাতিক কূটচাল ছিন্ন করে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো স্থাপনা পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের সক্ষমতা ও মর্যাদার প্রতীক। উন্নয়নেরও প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাওয়া প্রান্তে সুধী সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে পদ্মা সেতুর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ নানান দিক তুলে ধরেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি দেখুন পৃ. ৪

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ৯ই জুন ২০২২ জাতীয় সংসদে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট পেশ করেন। বাজেটের আকার ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। এবারের বাজেটের শিরোনাম– 'কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন'। এবারের জাতীয় বাজেট নিয়ে 'বাস্তবতার আলোকে প্রণীত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট', '২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ' ও 'সামাজিক স্থায়ী সুরক্ষায় সর্বজনীন পেনশন' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃ. ১৩, ১৮ ও ২৫

কোরবানি: ফজিলত ও আমল

মুসলমানদের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা। প্রকৃতপক্ষে ঈদুল আজহা মানুষকে ত্যাগের শিক্ষা দান করে। কাল পরিক্রমায় প্রতিবছর পবিত্র হজের পরে ঈদুল আজহা ফিরে আসে, যার প্রধান আকর্ষণ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কোরবানি। ঈদুল আজহার দুটি ওয়াজিবের মধ্যে অন্যতম হলো পশু কোরবানি করা। ঈদুল আজহা উপলক্ষে জিলহজ মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট কিছু হালাল পশু জবাই বা কোরবানি করা হয়। এ বিষয়ে 'কোরবানি : ফজিলত ও আমল' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃ. ২২

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে 'পদ্মা সেতু'র উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত উপস্থিত সুধীজনদের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান– পিআইডি

পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

মাওয়া, মুন্সিগঞ্জ, ২৫শে জুন ২০২২

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
সামরিক ও বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ,
কূটনীতিকবৃন্দ,
আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ,
বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ,
সেতু পাড়ের প্রিয় এলাকাবাসী,
সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল।

ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলার মানুষের গর্বের 'পদ্মা সেতু'র শুভ উদ্‌বোধন হতে যাচ্ছে। এই আনন্দঘন মুহূর্তে উপস্থিত সুধীবৃন্দ, দেশবাসী, বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশের সকল নাগরিককে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার ছোটোবোন শেখ রেহানা এবং আমাদের ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনিদের প্রতি রইল ভালোবাসা ও দোয়া।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম।

আমি স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই– মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা শহিদ লে. শেখ জামাল, ১০ বছরের শেখ রাসেল, দুই ভ্রাতৃবধূ সুলতানা কামাল এবং রোজী জামাল, আমার চাচা শেখ আবু নাসের, ফুফাতো ভাই শেখ ফজলুল হক মনি, ফুফা আব্দুর রব সেরনিয়াবাতসহ সেই রাতের সকল শহিদকে।

পদ্মা সেতু নির্মাণকাজের সঙ্গে জড়িত অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীসহ যাঁরা মারা গেছেন আমি তাঁদের রুহের মাগফেরাত এবং আত্মার শান্তি কামনা করছি। পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

এই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা পর্যায়ে চক্রান্তকারীদের মিথ্যা ষড়যন্ত্রের কারণে আমার পরিবারের সদস্য ছোটোবোন শেখ রেহানা, তাঁর পুত্র রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক, আমার দুই সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, আমার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, সাবেক যোগাযোগ সচিব মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়াসহ কয়েকজন সহকর্মী চরম মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন। আমি তাঁদের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি।

এই সেতু নির্মাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ, পরামর্শক, ঠিকাদার, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, শ্রমিক, নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ধন্যবাদ জানাই পদ্মা সেতুর দুই প্রান্তের অধিবাসীদের যাঁদের জমিজমা ও বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁদের এই ত্যাগ ও সহযোগিতা জাতি চিরদিন স্মরণ রাখবে।

সুধীবৃন্দ,

কোটি কোটি দেশবাসীর সঙ্গে আমিও আজ আনন্দিত, গর্বিত এবং উদ্বেলিত। অনেক বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে আর ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে প্রমত্তা পদ্মার বুকে আজ বহুকাঙ্ক্ষিত সেতু দাঁড়িয়ে গেছে। এই সেতু শুধু ইট-সিমেন্ট-স্টিল-লোহার কংক্রিটের একটি অবকাঠামো নয়, এ সেতু আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব, আমাদের সক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক। এ সেতু বাংলাদেশের জনগণের। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ, আমাদের সৃজনশীলতা, আমাদের সাহসিকতা, সহনশীলতা আর জেদ (Perseverance)।

ষড়যন্ত্রের ফলে আমাদের সেতু নির্মাণ খানিকটা বিলম্বিত হয়েছে, কিন্তু আমরা হতোদ্যম হইনি। শেষ পর্যন্ত অন্ধকার ভেদ করে আমরা আলোর মুখ দেখেছি। পদ্মার বুকে জ্বলে উঠেছে লাল,

নীল, সবুজ, সোনালি আলোর ঝলকানি। ৪১টি স্প্যান যেন স্পর্ধিত বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, বাঙালিকে কেউ 'দাবায়ে রাখতে' পারবে না, পারেনি। আমরা বিজয়ী হয়েছি।

তারুণ্যের কবি, দ্রোহের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাষায় তাই বলতে চাই:

সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়ঃ
জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

বাঙালি জাতি কখনও মাথা নোয়ায় না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মাথা নোয়াননি, তিনি আমাদের মাথা নোয়াতে শেখাননি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি জীবনের জয়গান গেয়েছেন। তাঁরই নেতৃত্বে ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে এনেছি। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

সম্মানিত সুধী,

স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধু অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং কার্যকর যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭২ সালে যমুনা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে জাপান সফরকালে যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য তিনি জাপান সরকারের সহায়তা চান।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হয় এবং ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন আমি ওই সেতুর উদ্‌বোধন করি।

১৯৯৭ সালে জাপান সফরকালে আমি পদ্মা নদী এবং রূপসা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সহযোগিতা চাই। জাপান সরকার দুটি নদীর উপরই সেতু নির্মাণে রাজি হয়। আমার অনুরোধে ওই মেয়াদেই রূপসা নদীর উপর সেতু নির্মাণকাজ শুরু হয়। যেহেতু পদ্মা অনেক খরস্রোতা, বিশাল নদী, তাই পদ্মা নদীর সমীক্ষার প্রয়োজন হয়। ২০০১ সালের মাঝামাঝি পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সমীক্ষার কাজ শেষ করে জাপান। স্থান নির্বাচন করে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে আমি মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি।

কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে আমরা সরকারে আসতে পারিনি। ক্ষমতায় এসে বিএনপি-জামাত জোট সরকার মাওয়া প্রান্তে সেতু নির্মাণে অনীহা দেখায়। তারা জাপান সরকারকে পুনরায় মানিকগঞ্জের আরিচায় পদ্মা সেতুর জন্য সমীক্ষা করতে বলে। দ্বিতীয়বার সমীক্ষার পর জাপান বর্তমান মাওয়া-জাজিরা প্রান্তকেই বাছাই করে পদ্মা সেতু নির্মাণের রিপোর্ট পেশ করে। বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০১-২০০৬ মেয়াদে এই সেতু নির্মাণের বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

২০০৯ সালে আবার সরকার পরিচালনার দায়িত্বে এসে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় নিয়ে আসি। সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার ২২ দিনের মাথায় সেতুর নকশা তৈরির জন্য পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়।

অনেক আলাপ-আলোচনার পর বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা এই সেতু নির্মাণে অর্থায়ন করতে সম্মত হয়। কিন্তু কতিপয় ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় ভিত্তিহীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশ্বব্যাংক এ প্রকল্পে অর্থায়ন থেকে সরে যায়। পরবর্তীকালে অন্যান্য অংশীদারগণও বিশ্বব্যাংকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

তারপর পানি অনেক ঘোলা করা হয়েছে। তথাকথিত নাগরিক সমাজের এক শ্রেণির প্রতিনিধি, কতিপয় মিডিয়া, স্বঘোষিত অর্থনীতিবিদগণ সরকারের তীব্র সমালোচনায় মেতে ওঠেন। অনেকটা চিলে কান নিয়ে গেছে– প্রবাদ বাক্যের মতো অবস্থা।

কেউ ন্যূনতম অনুসন্ধান পর্যন্ত করলেন না যে, যে প্রকল্প একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে তাতে কীভাবে দুর্নীতি হতে পারে? দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্ত করে জানাল যে, কোনো দুর্নীতি হয়নি। কিন্তু তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করলেন না।

কিন্তু কানাডার আদালতে যখন পদ্মা সেতুতে কোনো দুর্নীতি হয়নি বলে রায় দিলো, তখন সবাই চুপ হয়ে গেলেন। কারও মুখে কোনো কথা নেই। তাদের কারণে আমাদের কয়েকজন সহকর্মী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে 'পদ্মা সেতু' উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে ‘পদ্মা সেতু’ উদ্‌বোধন শেষে দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন– পিআইডি

যে মানসিক নির্যাতনের শিকার হলেন তা নিয়ে সামান্য দুঃখ পর্যন্ত প্রকাশ করলেন না।

কিন্তু আমি জানতাম, পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির কোনো ষড়যন্ত্র হয়নি। আর এ কারণেই এই সেতু নির্মাণে আমার জেদ চাপে। সকলেই যখন হতাশ, তখন আমি নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেই। শুধু তাই নয়, এ সেতু নির্মাণে বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেই।

এই ঘোষণার পর আপনারা দেখেছেন, কিছু কিছু মানুষ কীভাবে নানা নৈরাশ্যবাদী এবং হতাশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলেছেন। নিজেদের টাকায় এই সেতু তৈরি করলে বাংলাদেশের অর্থনীতি, অগ্রগতি স্থবির হয়ে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তারা।

আজকে পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি ধসে পড়েনি। বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের কাছে আমরা প্রমাণ করেছি, ‘আমরাও পারি।’ পদ্মা সেতু তাই আত্মমর্যাদা ও বাঙালির সক্ষমতা প্রমাণের সেতু শুধু নয়, পুরো জাতিকে অপমান করার প্রতিশোধও। বাংলাদেশের জনগণই আমার সাহসের ঠিকানা। আমি তাদের স্যালুট জানাই।

প্রিয় সুধী,

পদ্মা আর দশটা সাধারণ নদীর মতো নয়। ভরা বর্ষায় পদ্মা নদীর পানির প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে চার থেকে সাড়ে চার ঘন মিটার। আমাজনের পর পদ্মা বিশ্বের সবচেয়ে স্রোতস্বিনী এবং অননুমেয় (Unpredictable) নদী। প্রযুক্তি এবং কারিগরি নানা বিষয় বিবেচনায় নিলে এর বাস্তবায়ন ছিল সত্যিই একটা দুরূহ চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণকাজের গুণগত মানে কোনো আপোশ করা হয়নি। এই সেতু নির্মিত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ দিয়ে। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে পুরো নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে। পদ্মা সেতুর পাইল বা মাটির গভীরে বসানো ভিত্তি এখন পর্যন্ত বিশ্বে গভীরতম। সর্বোচ্চ ১২২ মিটার গভীর পর্যন্ত এই সেতুর পাইল বসানো হয়েছে। ভূমিকম্প প্রতিরোধ বিবেচনায় ব্যবহৃত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। এ রকম আরও বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে এই সেতুর নির্মাণ পদ্ধতি বিশ্বজুড়ে প্রকৌশলবিদ্যার পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে– এটা নিশ্চিত।

এ বিশাল কর্মযজ্ঞ থেকে বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন আমাদের দেশের প্রকৌশলীরা। ভবিষ্যতে নিজেরাই এ ধরনের জটিল সেতু বা অবকাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হবো আমরা।

সেতু নির্মাণ যেমন, তেমনি আঁকাবাঁকা, খরস্রোতা উন্মত্ত পদ্মা নদীকে শাসনে রাখাটাও একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জও সফলভাবে মোকাবিলা করে নদীর দুই পাড়কে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেতুর উভয় দিকে রয়েছে উন্নত ব্যবস্থাপনাসমৃদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন সার্ভিস এরিয়া।

মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে, যা মূল সেতুকে জাতীয় সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করেছে। সেতুর ৪১টির মধ্যে ৩৭টি স্প্যানের নীচ দিয়ে নৌযান চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেতু নির্মাণকাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে পদ্মা নদীর উভয় পাড়ের তিন জেলা– মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরে এ পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার ৫৯০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। ভূমিহীনসহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত সহায়তা, ভিটা উন্নয়ন সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রদান করা হয়েছে কর্মমুখী ও আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ।

প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। জীববৈচিত্র্যের ইতিহাস ও নমুনা সংরক্ষণের জন্য জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হবে। উদ্ভিদকুল ও প্রাণিকুল সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকাকে ইতোমধ্যে আমরা 'পদ্মা সেতু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছি।

বিশ্বের সেরা প্রযুক্তিতে নির্মিত এ দৃষ্টিনন্দন দ্বিতল পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে স্টিল ও কংক্রিট স্ট্রাকচারে। বহুমুখী এই সেতুর উপরের ডেক দিয়ে যানবাহন এবং নীচের ডেক দিয়ে চলাচল করবে ট্রেন। সেতু চালু হওয়ার পর সড়ক ও রেলপথে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার সঙ্গে রাজধানীর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এর ফলে এ অঞ্চলের মানুষের একদিকে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি লাঘব হবে, অন্যদিকে অর্থনীতি হবে বেগবান। তাদের ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটবে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে। আশা করা হচ্ছে, এ সেতু জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ১ দশমিক দুই-তিন শতাংশ হারে অবদান রাখবে এবং প্রতিবছর দশমিক আট-চার শতাংশ হারে দারিদ্র্য নিরসন হবে।

এ সেতুকে ঘিরে গড়ে উঠবে নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্ক। ফলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে এবং দেশের শিল্পায়নে গতি ত্বরান্বিত হবে। পদ্মা সেতু এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে সংযোগের একটা বড়ো লিংক। তাই আঞ্চলিক বাণিজ্যে এই সেতুর ভূমিকা অপরিসীম। তাছাড়া পদ্মার দুই পাড়ে পর্যটন শিল্পেরও ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

এ বছরের শেষ নাগাদ চালু হবে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল এবং ঢাকায় মেট্রোরেল। ২০২৩ সালের প্রথমার্ধে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদন শুরু হবে। ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সেটিও ২০২৩ নাগাদ চালু হবে।

সুধীবৃন্দ,

আজকের এই আনন্দের দিনে কারও প্রতি ঘৃণা নয়, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়। শুধু দেশবাসীর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আপনারা পাশে ছিলেন বলেই আমি সাহস পেয়েছি এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে। আর পরপার থেকে আমাকে সাহস জুগিয়েছেন এবং আশীর্বাদ করেছেন আমার পিতা, বাঙালি জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা রেণু। আজ আমি শুধু প্রার্থনা করব, ষড়যন্ত্রকারীদের যেন শুভবুদ্ধির উদয় হয়। সাধারণ জনগণের ভাগ্য নিয়ে যেন তারা আর কোনোদিন ছিনিমিনি না খেলতে পারে।

বাবা-মা, আত্মীয়পরিজন হারিয়ে আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম বাংলার মানুষের জন্য কিছু করার প্রত্যাশায়। জাতির পিতার আরাধ্য সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই আমি কাজ করে যাচ্ছি। আজকে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হয়েছে। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫৯৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ইত্যাদি নানা সূচকে বাংলাদেশ 'উন্নয়নের মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০৩০-২০৩১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নসহ উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভূত হবে, ইনশাল্লাহ।

আসুন, পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধনের এই ঐতিহাসিক দিনে যে যার অবস্থান থেকে দেশ এবং দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করার শপথ নেই।

বাঙালি বীরের জাতি। বাঙালির ইতিহাসের প্রতিটি বাঁক রঞ্জিত হয়েছে ত্যাগ-তিতিক্ষা আর রক্ত ধারায়। কিন্তু বাঙালি আবার সদর্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

যতবারই হত্যা করো, জন্মাবো আবার
দারুণ সূর্য হবো, লিখবো নতুন ইতিহাস।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধনে ১০০ টাকার স্মারক নোট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে পদ্মা সেতুর ছবি মুদ্রিত স্মারক নোটটি পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০ টাকা মূল্যমানের স্মারক নোট মুদ্রণ করেছে। ২৫শে জুন পদ্মা পাড়ে বাঙালির স্বপ্নপূরণের উৎসব মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় সুধী সমাবেশে এই স্মারক নোটটি উন্মুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির স্বাক্ষরিত ১৪৬ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের এবং ৬৩ মিলিমিটার প্রস্থের এ স্মারক নোটের সামনের দিকে বামপাশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে পদ্মা সেতুর ছবি মুদ্রিত রয়েছে। নোটের উপরিভাগে সামান্য ডানে নোটের শিরোনাম 'জাতির গৌরবের প্রতীক পদ্মা সেতু' লেখা রয়েছে। এছাড়া, নোটের ওপরের দিকে ডান কোণে স্মারক নোটের মূল্যমান ইংরেজিতে '১০০', নিচে ডানকোণে মূল্যমান বাংলায় '৳১০০' এবং উপরিভাগে মাঝখানে 'একশত টাকা' লেখা রয়েছে। নোটের পেছনভাগে পদ্মা সেতুর পৃথক একটি ছবি ছাপা হয়েছে।

প্রতিবেদন: রিতু রাণী

পদ্মা সেতু ত্বরান্বিত অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অনুঘটক

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পদ্মা সেতু নির্মাণ এগিয়ে চলে। অবশেষে তা বাস্তবে রূপ লাভ করে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ বাঙালি জাতির গৌরবের এই সেতু উদ্‌বোধন করেন। যারা নিজস্ব অর্থায়নে এই সেতু বাস্তবায়ন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন এবং কেউ কেউ তা অসম্ভব বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তারা এখন এই সেতু দিয়ে পদ্মা নদী পার হতে পারবেন।

পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির বানোয়াট অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংক এই সেতু নির্মাণে অর্থায়ন করবে না বলে জানায় এবং সম্ভাব্য অন্যান্য অর্থায়নকারী সংস্থা যথা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা ও ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক বিশ্বব্যাংককে অনুসরণ করে। এর পরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রত্যয়ের সঙ্গে ২০১২ সালে ঘোষণা দেন যে, বাংলাদেশ নিজ অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করবে। ঐ সময়ে বাংলাদেশে বার্ষিক মাথাপিছু আয় ছিল ১০৪৪ মার্কিন ডলার এবং মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল ১৩৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ (বর্তমানে তা ৪১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। সেই অবস্থায় নিজ অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দিতে পারেন কেবল একজন আত্মপ্রত্যয়ী বলিষ্ঠ দূরদর্শী নেতৃত্বের অধিকারী কোনো ব্যক্তি। শেখ হাসিনার উত্তরাধিকার এসেছে ‘সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না’ সেই বজ্রকণ্ঠ ঘোষণাদানকারী মুক্তিকামী বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে। তাই তিনি অবলীলায় বলে দিলেন– নিজের টাকায় আমরা নিজেরাই নিজেদের মতো করে পদ্মা সেতু তৈরি করব। বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়ে সেই পথেই বাংলাদেশ হাঁটলো এবং উচ্চমানসম্পন্ন একটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করে দেখালো মুক্তিযুদ্ধজয়ী বাঙালি জাতি পদ্মা সেতুর মতো বিশাল ও জটিল লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আন্তর্জাতিক সব মহলই এখন বাংলাদেশের এই অর্জনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ঘোষণা দিয়েছিলেন যে নিজেদের অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হবে তখন সারা বিশ্বে একটি বার্তা চলে যায় যে, বাংলাদেশ এগিয়ে চলবে নিজের শক্তিতেই, কেউ এদেশকে আর হেলাফেলা করতে পারবে না। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মর্যাদার অধিকারী প্রত্যয়ী এই দেশের সঙ্গে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আচরণ করতে হবে। দেশের মানুষের মধ্যেও নিজেদের শক্তির প্রতি আরও অধিক আস্থা জাগ্রত হয়। আজ পদ্মা সেতু বাস্তব সত্য– তাই বাঙালি এখন উচ্চকিত এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল বাংলাদেশের প্রতি সমীহ-ভাবাপন্ন।

এছাড়া বিশ্বব্যাংকের দুর্নীতির অভিযোগ প্রথমে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং পরে কানাডার একটি কোর্ট অমূলক ও ভিত্তিহীন বলে ঘোষণা দেয়। দুদকের রায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সাফাই বলে মত-প্রকাশ করারও ঔদ্ধত্য দেখানো হয়। তবে কানাডার কোর্টের রায়ের পর আর বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে উচ্চবাচ্যও করা হয়নি। বিশ্বব্যাংকের মতো এক বিশ্ব মোড়লের বিরুদ্ধে এই বিজয় বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক উঁচু মর্যাদার আসনে উন্নীত করে। এ যে বাঙালির এক অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল বিজয়।

পদ্মা নদীর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, খরস্রোতা, বহমানতা, নানা পাখির আনাগোনা, মাছের প্রাচুর্য, পদ্মায় চালানো নৌকার মাঝি, পদ্মার ঢেউ, পদ্মাপাড়ের হাট-বাজার ইত্যাদি নিয়ে অনেক কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক তাদের লেখকসত্তা ও কল্পনার আলোকে অনেক কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখেছেন এবং সম্ভবত এখনও লিখছেন এবং আগামীতেও লিখতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার নাম ‘পদ্মায়’। পদ্মা নদীতে তিনি ঘরই বেঁধেছিলেন বলা যায়। এই কবিতায় তিনি নদীটির নানান দিক নিয়ে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেছেন। এর প্রথম লাইনটিই হচ্ছে– ‘আমার নৌকা বাঁধা ছিল পদ্মা নদীর পাড়ে’। আবার কাজী নজরুল ইসলাম ‘পদ্মার ঢেউ রে– /মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যা, যারে ...’ গানে পদ্মার ঢেউয়ের কাছে ‘বঁধূয়ার’ সঙ্গে প্রেম-বিরহের কথা এবং বঁধূয়া কেন চলে গেল সেই নালিশ জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল এবং অন্যরা যেমন সুনিপুণভাবে সাহিত্য ও কাব্যের মধ্যে পদ্মা নিয়ে নানা বঞ্চনা সৃষ্টি করেছেন তেমনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর জনকল্যাণে নিবেদিত রাজনৈতিক সত্তা অনুসরণে পদ্মা নদীর আর্থসামাজিক সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করেছেন, যা দেশের সকল অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নের পথ ব্যাপকভাবে প্রশস্ত করেছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণে অন্যান্য বাধাবিপত্তি ছাড়াও এই নদীটির অত্যন্ত খরস্রোত এবং অনেক গভীরে শক্ত মাটি না থাকাসহ বিভিন্ন কারণে এই নদীর ওপর সেতু তৈরি করা কারিগরি দিক থেকে ছিল অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। তাই পরিকল্পনা ও নকশার বিভিন্ন দিক নিয়ে সময়ে সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তন-পরিমার্জন করতে হয়েছে। সেজন্য সময় বেশি লেগেছে এবং ব্যয়ও বেশি হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সুচারুরূপে সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। এদিক থেকেও অর্জনের খাতায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হয়েছে। বিদেশি প্রকৌশলীদের সঙ্গে বাংলাদেশি প্রকৌশলী ও কারিগররা একযোগে কাজ করেছেন। দেশীয় বিশেষজ্ঞরা কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছেন। এ সকল অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে অনুরূপ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে নিশ্চয়ই।

পদ্মা নদী সহজ যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি বড়ো প্রতিবন্ধক হিসেবে দেশকে প্রায় দুভাগে ভাগ করে রেখেছিল। ফেরি দিয়ে পার হওয়া শুধু সময় সাপেক্ষ নয়, খরচও বেশি হয়। একজন ট্রাক-চালকের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, কোনো কোনো সময় ফেরি ব্যবহার করে একবার নদীটি পার হতে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকাও খরচ হয়। একটি ট্রাকের ফেরিভাড়া ১,৮০০ টাকা, কিন্তু উঠা-নামা নিশ্চিত করার জন্য আরও ২০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে হয়। এসেই সরাসরি ফেরি পেয়ে গেলে এই খরচে ট্রাক পার করা যায়। কিন্তু এ রকমটি খুব কমই ঘটে থাকে। সাধারণত দীর্ঘ লাইন থাকে এবং দুই/তিন দিন বা তারও বেশি সময় লেগে যায় ফেরি পর্যন্ত পৌঁছাতে। দু'দিন লাগলেও ড্রাইভার ও সহকারী দুজনের খাওয়ার জন্য কমপক্ষে ১,৫০০ (দিনে জনপ্রতি ৩৭৫ টাকা হিসেবে) টাকার মতো লাগে। আবার বামদিকের লাইনে থাকলে কিছু সময় বাঁচানোর জন্য ডানদিকের লাইনে আসতে কমপক্ষে ১,৫০০ টাকা লাগে। তাছাড়া ঝড়বৃষ্টির জন্য ফেরি বন্ধ থাকলে আরও বেশি সময় লাগে, খরচ বেশি হয়।

পচনশীল দ্রব্য পচে যেতে পারে যখন ফেরি পার হতে কয়েকদিন লাগে। এছাড়া সময়মতো পণ্য পৌঁছাতে না পারলে গ্রাহক অসন্তুষ্ট হন, কেননা সেক্ষেত্রে তার ক্ষতি হতে পারে। তার মতে পদ্মা সেতু এই পরিস্থিতি থেকে তার মতো ট্রাক-ড্রাইভার এবং অন্যান্যদেরকে উদ্ধার করেছে। সেতু দিয়ে পার হতে ট্রাক ভাড়া ২,৮০০ টাকা তার মতে খুবই সহনশীল অর্থাৎ ফেরি দিয়ে পার হওয়ার তুলনায় সময় ও অর্থ ব্যয় দুদিক থেকেই তারা অনেক স্বস্তির জায়গায় থাকবেন। এছাড়াও ফেরি ব্যবহার করে একটি ট্রিপ দিতে যেখানে কয়েকদিন লেগে যায় সেখানে ঐ একই সময়ে একাধিক ট্রিপ দেওয়া যাবে এবং ফলে সংশ্লিষ্টদের আয় বাড়বে।

পদ্মা সেতুর মাধ্যমে সারা দেশ সহজতর যোগাযোগ নেটওয়ার্কে যুক্ত হলো। অবশ্যই দেশের বিভিন্ন স্থানে যেখানে যেখানে স্থানীয় রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ছোটো ছোটো সেতু নেই সেগুলো তৈরি করতে হবে। অথবা অবকাঠামোগুলো থাকলেও যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হলে সেগুলো পুনর্বাসন করতে হবে। এসকল ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পও রয়েছে। যেখানে পরিকল্পনা আছে সেখানে প্রকল্প গ্রহণ করে সেগুলো এবং ইতোমধ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহ কার্যকরভাবে সময়মতো বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাহলে পদ্মা সেতু থেকে উপকার অনেক বাড়বে এবং সকল অঞ্চল এবং সর্বত্র সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে।

বাংলাদেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় সেতুটির ব্যবহার খুবই উঁচু মাত্রার হবে। যার লক্ষণ আমরা ইতোমধ্যে দেখছি। ফলে সেতুটির নির্মাণ খরচ নির্ধারিত সময়ে উঠে আসবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

পদ্মা সেতুর উভয় দিকে অনেক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যেই গড়ে উঠছে। পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্প সম্প্রসারণের এক উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এগুলো এবং সম্ভাব্য অন্যান্য সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যাতে পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠে এবং দখলদাররা যাতে তাদের লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে না পারে সেই লক্ষ্যে যথাযথ নীতি, আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সুব্যবস্থা থাকাও জরুরি। যাদের প্রয়োজন রয়েছে তাদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া, অর্থায়ন করা এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান যাতে কার্যকরভাবে করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। ধরে নেওয়া যায়, এগুলোর অধিকাংশই শুরু হবে অতিক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র আকারে। এক্ষেত্রে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সরকারি সহযোগিতা পেলে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সেবা দক্ষতার সঙ্গে প্রদান করতে পারে। উপযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এছাড়া, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি যথেষ্ট উন্নত। তবে ঢাকা ও অধিকতর উন্নত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কৃষিপণ্য, বিশেষ করে পচনশীল পণ্য পরিবহণে অর্থাৎ বাজারজাতকরণে দুর্গতি থাকায় ঐ অঞ্চলের কৃষি গতিশীল হয়নি। পদ্মা সেতু সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে। ফলে ঐ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির আরও সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আবার এদিক থেকে প্রয়োজনীয় মালামাল ওদিকে সহজে নেওয়া যাবে। পদ্মা সেতুর জন্য তাই উভয় অঞ্চলসহ দেশের সর্বত্র ব্যাবসাবাণিজ্য এবং উৎপাদন-পরিবহণ সহজতর হবে। এছাড়া মোংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহজে পৌঁছা যাবে, যা রপ্তানি ও প্রয়োজনীয় আমদানির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তদুপরি, জরুরিভাবে উন্নততর চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের এমন কোনো রোগীকে দ্রুত ঢাকার কোনো উপযুক্ত হাসপাতালে নিয়ে আসা পদ্মা সেতুর জন্য এখন সম্ভব। তাই পদ্মা সেতু দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থসামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রাক্কলন করা হয়েছে যে, পদ্মা সেতুর ফলে জাতীয় উৎপাদন ১ দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। আমার বিবেচনায় এই সেতু দেশব্যাপী অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, পণ্য পরিবহণ ও ব্যাবসাবাণিজ্যের যে সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং একইসঙ্গে পরিবহণে উন্নতির মাধ্যমে রপ্তানি ও প্রয়োজনীয় আমদানি সম্প্রসারিত হওয়ার যে সুযোগ যেভাবে তৈরি করেছে, তা যথাযথভাবে কাজে লাগালে জাতীয় উৎপাদন কয়েক বছরের মধ্যে শুধু এই সেতুর কারণে দুই থেকে তিন শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে পদ্মা সেতু থেকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে সব সময় সেতুটির দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি।

সবশেষে, একটি কথা বলতে চাই যে, বিগত ঈদুল আজহার সময় দেখা গিয়েছে পদ্মা সেতু দিয়ে প্রচুর যানবাহন আসায় সেতু পার হওয়ার পর ঢাকা পৌঁছাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় লেগেছে এবং ঢাকার ভেতরেও যানজট বেড়েছে। আগামীতে পদ্মা সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল অনেক বাড়বে, যার ফলে এই যানজট সংকট বাড়তে থাকবে যদি না এই সমস্যা নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি সরকারের পরিকল্পনায় নিশ্চয়ই আছে। তবে এ বিষয়ে আশু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ : চেয়ারম্যান, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, একুশে পদক ও দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে 'পদ্মা সেতু' উদ্‌বোধনের পর নিজ হাতে সেতুর টোল প্রদান করেন– পিআইডি

পদ্মা সেতুর কিছু বৈশিষ্ট্য

ড. আইনুন নিশাত

বেশ কিছুদিন হলো পদ্মা সেতু যানবাহনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। সেতুর উপর দিয়ে রেললাইন বসানোর কাজ শুরু হবে। সেতুটি দোতলা, উপরের তলায় কংক্রিটের ফ্লোর। গাড়ি চলার জন্য চারটি লেন। নীচের তলায় রেললাইন বসবে। স্টিলের ট্রাসের উপর কংক্রিটের স্লিপার। সেতুটিতে ইতোমধ্যে গ্যাসের জন্য পাইপলাইন বসানো হয়েছে এবং ফাইবার অপটিক্সের ক্যাবলও বসেছে। বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য সেতুর দুই কিলোমিটার ভাটিতে পৃথক সঞ্চালন লাইন বসানো হয়েছে। এখানে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন হচ্ছে ৪০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন। এই লাইনটি সেতুর উপর দিয়ে নিতে গেলে ডিজাইনের কাজটি জটিল হতো। যমুনা সেতুর উপর দিয়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন আছে। তবে তার ক্ষমতা হচ্ছে ২৩০ কেভিএ। সেতুর রেলের অংশটি সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় লাগবে। ঢাকা থেকে মাওয়া পর্যন্ত একেবারে নতুন লাইন বসাতে হবে। পদ্মা সেতুর নদীশাসনের কাজটিও সমাপ্ত হয়নি। এই কাজ করতে আরও বছরখানেক সময় লাগতে পারে।

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে একটি ছোটো দেশ। কিন্তু পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান এবং বড়ো আকৃতির নদী এটিকে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে রেখেছিল। নদীগুলো হলো– গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা আর মেঘনা। বাংলাদেশ এই নদীগুলোর উপর দিয়ে সেতু বানিয়ে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে সিরাজগঞ্জ বরাবর, বা যমুনা সেতু নির্মাণের ফলে উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ দেশের কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া এবং রাজশাহী ও পাবনার সাথে ঢাকার যোগাযোগ এখন অত্যন্ত সহজ। এই সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার আগে ট্রেনে করে ঢাকা আসতে পুরো একটি দিন খরচ করতে হতো। এখন চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ বাংলাদেশের সাথে ঢাকার যোগাযোগ নৌপথে। সড়কে যোগাযোগ ছিল, কিন্তু পদ্মা পাড়ি দিতে হতো ফেরির মাধ্যমে। পদ্মা সেতু হয়ে যাওয়ার পর এখন তিন-চার ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। অর্থাৎ বৃহত্তর খুলনা, যশোর, কিংবা বরিশাল, পটুয়াখালী ও ফরিদপুর এখন ঢাকার কাছে চলে এসেছে। মেঘনার উপর ভৈরব সেতু নির্মিত হয়েছে। গঙ্গার উপর কুষ্টিয়ার কাছে লালন শাহ সেতু। এটাও দেশের ভেতর যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরাট ভূমিকা রাখছে।

যে চারটি সেতুর কথা বললাম– এরমধ্যে গঙ্গার উপর নির্মিত লালন শাহ সেতু অপেক্ষাকৃত কম দৈর্ঘ্যের। যমুনা সেতু নির্মাণ অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল। ১০০ বছরের বেশি সময় আগে গঙ্গা নদীর উপর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নির্মাণ করে ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়াররা প্রমাণ করে যে, এ ধরনের প্রমত্তা নদীর উপর সেতু বানানো যায়। পরবর্তীতে যমুনা সেতু নির্মাণের সময় নদী ব্যবস্থাপনায় হার্ডিঞ্জ ব্রিজের প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়।

এবারে পদ্মা সেতুর বিষয়ে কিছু কথা বলি। এই নদীর উপর সেতু বানানোর কথা প্রযুক্তিগতভাবে চিন্তা করাটাও কষ্টকর ছিল অনেকগুলো কারণে। প্রথম কারণ হচ্ছে এর গভীরতা। স্বাভাবিক অবস্থায় শুকনা মৌসুমে এর গভীরতা ১০০ ফুটের কাছাকাছি। বর্ষার সময় তা বেড়ে ১৭০-১৮০ ফিট হতে পারে। অর্থাৎ সেতুটির জন্য যে ফাউন্ডেশন ডিজাইন করতে হবে তা পানির মধ্যে দণ্ডায়মান থাকবে যতক্ষণ না তাকে মাটিতে প্রবিষ্ট করানো যেতে পারে। পদ্মা সেতুর ফাউন্ডেশন তৈরি করা হয়েছে পাইল বা লোহার খুঁটির মাধ্যমে। একেকটি পাইল প্রায় সাড়ে তিনশ ফুটের বেশি লম্বা। তিন মিটার বা প্রায় দশ ফুট ব্যাসের পাইলগুলো বিশেষভাবে নির্মিত হাতুড়ির মাধ্যমে পিটিয়ে মাটিতে ঢুকানো হয়েছে। মোট ৪২টি পয়েন্টে কয়েকটি পাইল একত্রে বসিয়ে একেকটি সাপোর্ট স্থাপন করা হয়েছে। কোনো জায়গায় ছয়টি পাইল, আর কোনো জায়গায় সাতটি পাইল বসিয়ে এই কাজটি করা হয়েছে। এই কাজটি ছিল অত্যন্ত জটিল। কারণ পাইলগুলো খাড়াভাবে বসানো হয়নি। ভূমিকম্পের শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে এগুলো কিছুটা কৌণিকভাবে বসানো হয়েছিল।

সেতুটি নির্মাণে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল নদীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। অর্থাৎ যাতে নদীটি সবসময় সেতুকে অতিক্রম না করতে পারে। এর জন্যে মাওয়া প্রান্তে দেড় কিলোমিটার এবং মাদারীপুরের দিকে প্রায় সাড়ে এগারো কিলোমিটার দীর্ঘ বিশেষ স্থাপনার মাধ্যমে নদীটির গতিপথ সীমিত রাখা হয়েছে।

সেতু নির্মাণে পরিবেশের বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সেতু নির্মাণের সময় ইলিশ মাছের চলাচল যাতে ব্যাহত না হয়, সেজন্যে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে শব্দের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। নদীতে কোনো ধরনের বর্জ্য ফেলা হয়নি। প্রচুর পরিমাণ ড্রেজিং করা হয়েছে। সেখানকার মাটিগুলোকে চরের উপর জমা করা হয়েছে।

সেতুটির পুরোপুরি নির্মাণকাজ বছরখানেকের মধ্যে শেষ হবে। কিন্তু এটিকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে, বিশেষ করে নদীশাসনের বিষয়টি। প্রমত্তা পদ্মা, যাকে অনেকে কীর্তিনাশা বলেই ডাকে, সেটি তার বিশাল শক্তি নিয়ে নদীশাসনকে চ্যালেঞ্জ করতেই পারে। এজন্যে প্রতি বর্ষার পরে নদীশাসনের কাজটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

সেতুটির অবকাঠামো নির্মাণে মূল চ্যালেঞ্জিং কাজ হয়েছে নদীর পানির মধ্যে এবং তলদেশে মাটির নীচে। নদীশাসনের মূল কাজ হয়েছে পানির নিচে। এই কাজগুলো দৃশ্যমান নয়। ভবিষ্যতে যারা গাড়ি কিংবা ট্রেনে নদী ক্রস করবেন, তারা কোনোদিনই অনুধাবন করতে পারবেন না কী চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে সেতুটি নির্মিত হয়েছে। দৃশ্যমান পদ্মা সেতু। কিন্তু সেতুটি নির্মাণে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ছাড়া অন্যরা জানবেনও না।

ড. আইনুন নিশাত: প্রফেসর এমেরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে জুন ২০২২ মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার কাঁঠালবাড়িতে 'পদ্মা সেতু' উদ্‌বোধন উপলক্ষে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান– পিআইডি

যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাঙালির সততা, স্বচ্ছতা ও সক্ষমতার প্রতীক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহসী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই সক্ষমতার যাত্রা শুরু হয় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনস্রোতে। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন– 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছুড়ে দেওয়া সেই চ্যালেঞ্জের বাস্তব রূপ আজকের পদ্মা সেতু। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের মানুষ আজ সবিস্ময়ে দেখছে পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন– বঙ্গবন্ধু তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন জয়ের গল্প।

২৫শে জুন ২০২২ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্মা সেতু জনগণের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে উদ্‌বোধন করেন, তখন সারা দেশের মানুষ আনন্দে ও উল্লাসে উদ্বেলিত ও উদ্দীপিত। পদ্মা সেতু নির্মাণের আদ্যোপান্ত যারা জানেন, এই সেতুর উদ্‌বোধনী দিনে তারা প্রত্যেকেই ছিলেন গভীর আবেগে আক্রান্ত, কারণ বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার অদম্য আত্মবিশ্বাস ও অপ্রতিরোধ্য সাহসিকতার ফলেই আজ পদ্মা সেতু স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপায়িত। তাই এ নিবন্ধের শিরোনাম হিসেবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১১২ বছর পূর্বে রচিত 'যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে' পঙ্‌ক্তিই দেশবাসীর মনোভাবের যথাযথ প্রতিফলন বলে মনে হয়।

১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতায় এসে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাপান সফরকালে তিনি পদ্মা সেতু ও রূপসা সেতুর রূপরেখা তুলে ধরেন। রূপসা সেতু ইতোমধ্যেই জাপানের সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে। পর্বতসম বাধাবিপত্তি মোকাবিলার পর পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন দেখল বিশ্ববাসী। পদ্মা সেতুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বজ্রবাণী প্রতিধ্বনিত হলো আবারও– 'দাবায়ে রাখতে পারবা না'। বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে বাঙালির লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের এ দৃশ্য অত্যন্ত গর্বের, অহংকারের।

পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের এ পর্যায়ে জাপানের রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে ঘোষণা এসেছে, আগামীতে দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্প বাস্তবায়নে জাপান হবে সহায়ক-সহযাত্রী। একটা কথা স্মরণ করতে চাই– যে সময় পদ্মা সেতু থেকে দাতাগোষ্ঠী মুখ ফিরিয়ে নেয়, সেসময় জাইকার স্থানীয় প্রতিনিধি বলেছিলেন, 'লিড প্রতিষ্ঠান হিসেবে পদ্মা সেতু থেকে বিশ্বব্যাংক মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন করা জাইকার পক্ষে সমীচীন নয়, তবে আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি এখানে দুর্নীতির কোনো ঘটনা ঘটেনি।' অর্থাৎ সেদিনের জাইকার প্রতিনিধি এবং এখন জাপান রাষ্ট্রদূতের আজকের কথার অদ্ভুত মিল পাওয়া যাচ্ছে; বিশ্বব্যাংক আনীত দুর্নীতির অভিযোগ নিছক কল্পকাহিনি। এই সেতুর সফল বাস্তবায়ন সামনের দিনগুলোতে দেশে বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণের সম্ভাবনার বিষয়ে আমাদের আশাবাদী করে তুলেছে। একটা বিষয় ভুলে গেলে চলবে না, পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন বন্ধ হয়ে গেলে যখন দেশীয় অর্থায়নে সেতু নির্মাণের কথা ওঠে তখন দেশি-বিদেশি অর্থনীতিবিদ-গবেষক তার বিপক্ষে বহু যুক্তি দিয়েছিলেন। তবে আজ আমরা দেখছি, তাদের কণ্ঠেও ঝরছে প্রশংসার বাণী। বলতেই হয়, হাজারো প্রতিকূলতাকে মাড়িয়ে পদ্মা সেতুর আজকের বাস্তবতার পুরো কৃতিত্ব এই বাংলার মানুষের, আর একজন 'সাহসী শেখ হাসিনার'। অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণীকে পাশ কাটিয়ে দৃঢ় এবং একক সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যান রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা যার ফলাফল আজকের পদ্মা সেতু। এখানেই একজন নেতার প্রজ্ঞার পরিচয়, এখানেই বিজ্ঞ নেতৃত্বের বিরল দৃষ্টান্ত। ভিশনারি লিডারশিপ বা নেতৃত্বের দূরদর্শিতা এখানেই।

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, অর্থের ফ্রেমে এর গুরুত্ব পরিমাপ করা যাবে না। কাজেই পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে বৃহৎ পরিসরে যুক্ত হবে এই বাংলা। এই সেতুকে ঘিরে বাড়ছে অর্থনীতির হিসাবনিকাশও। চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাবে, এই অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে জাতীয় প্রবৃদ্ধি। একটা বিষয় আমরা ভুলে যাচ্ছি– বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন করলে তা ফেরত দিতে হতো। কেননা বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন কোনো দয়া বা অনুদান নয়। বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন না করে পিছিয়ে যাওয়ায় নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে সেতু। এতে বরং আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস। বিশ্বব্যাংকের এই পিছিয়ে যাওয়ার ফলে একটা বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ সক্ষম ও পারঙ্গম।

পদ্মা সেতু সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার এই মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধুর বলে যাওয়া কথা স্মরণ করতে চাই। ১৯৭৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর এক অনুষ্ঠানে দীর্ঘ ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। এই দেশের কিছু মানুষ বিদেশের লোককে আমন্ত্রণ করে এই দেশে নিয়ে আসে অপতৎপরতা চালাতে, বিদেশে বসে ষড়যন্ত্র চলে’। বঙ্গবন্ধুর

‘পদ্মা সেতু’ উদ্‌বোধনের পর উল্লসিত জনতার ঢল

সেই কথার বাস্তব চিত্র দেখেছি আমরা পদ্মা সেতুর বেলায়। পদ্মা সেতুকে ঘিরে বিদেশে ষড়যন্ত্র চলেছে। এদেশের একটা গোষ্ঠী দেশ-বিদেশে অপপ্রচার চালিয়ে পদ্মা সেতুর বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে। মানতে হবে, একটা সময় পদ্মা সেতুর স্বপ্ন বিবর্ণ হতে শুরু করে, আশা-স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয় অর্থায়নের ক্ষেত্রে। শুধু একজন ব্যক্তিই সেসময় পদ্মা সেতুর স্বপ্নকে উঁচিয়ে ধরে রাখেন। তিনি এ দেশের জনগণের আস্থাভাজন নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদ্মা সেতু তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল। এই সেতু বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন– ‘আমরা পারি– আমরাই পারি’। এই সক্ষমতা বাংলাদেশকে এনে দিয়েছে মর্যাদার আসন, যা আগামীর বিশ্বে দেশকে, দেশের মানুষকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। একটা বিষয় ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতি ছিল নিরস্ত্র-নিরন্ন। সেই জাতি ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করে ৩০ লাখ তাজা প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছে লাল-সবুজের পতাকা।

স্বাধীনতার ৫১ বছরে এসেও আমরা দেখলাম সেই একই চিত্ররূপ। অর্থের প্রশ্নে আমরা নিঃসঙ্গ হয়েও দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে পদ্মা সেতুর মতো বিশাল স্থাপনা গড়তে সক্ষম হলাম পদ্মার মতো প্রমত্তা নদীর বুকে। এই সাফল্য অর্জন যুদ্ধজয়ের সমান। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিটি ভাষণে অনুপ্রাণিত করে গেছেন আপামর বাঙালিকে। সে ভাষণ থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের জনগণ নিজস্ব অর্থ নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, বাস্তব রূপ দিয়েছে পদ্মা সেতুকে। এই মনোবল, নিজস্ব শক্তিমত্তার প্রতি এই আস্থা বিশ্ব জয়ের চেয়ে কম নয়। বাঙালির স্বপ্ন পূরণের এই ক্ষণে সগর্বে বলতে চাই, ভাগ্যবান বাঙালি জাতি পেয়েছিল একজন মানবিক বঙ্গবন্ধুকে, পেয়েছে একজন মানবিক শেখ হাসিনাকে।

মনে রাখতে হবে, পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু ছুটে যান সাধারণ মানুষের কাছে। সেসময় তিনি পরিবার-পরিজনের কাছে ছুটে যাননি। পাকিস্তানের কারাগারে অনিশ্চয়তার বন্দিজীবন কাটিয়ে দেশে ফিরেই তিনি ছুটে গেছেন স্বজনের কাছে, জনতার ভুবনে, বাঙালির মিছিলে। এ কারণেই ইতিহাসের পাতায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে অমর হয়ে আছেন তিনি। আজ ২০২২ সালের বাংলাদেশেও আমরা দেখছি একই দৃশ্য– বাঙালি পেয়েছে এক মহান নেতা, মানবিক প্রধানমন্ত্রী। বিপদে-সংকটে মানুষের দোরগোড়ায় ছুটে যাওয়া এমন দেশনেতা কজন আছে এই বিশ্বে? জনগণের হৃদস্পন্দন অনুভব করেন শেখ হাসিনা। দুর্যোগের আঁচ পেলেই সংকটাপন্ন জনতাকে বুকে টেনে নেন সংবেদনশীল শেখ হাসিনা। শত ব্যস্ততার মাঝেও সাম্প্রতিক বন্যাকবলিত সিলেট এলাকায় তাঁর ছুটে যাওয়া সময়োচিত ও নির্দেশনা প্রদান এরই প্রমাণ।

১৫ই আগস্টকে বাঙালি জাতি ভুলে যায়নি। একুশে আগস্টকেও ভোলা যায় না। আমরা বার বার ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হচ্ছি। তবে দিন শেষে মুখ থুবড়ে পড়েছে সব অপচেষ্টা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার অপচেষ্টা ধূলিসাৎ হয়েছে। ২১শে আগস্টের আঁধার কেটেও ফুটেছে আলোর ঝলকানি। আজকের বাংলায় বাঙালির আলোর মিছিলে পতাকা হাতে সম্মুখসারির নেতৃত্বে আছেন একজন আলোর দিশারি। ‘যতক্ষণ শেখ হাসিনার হাতে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ’– বাঙালির এই আত্মবিশ্বাসের প্রতিদান দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এরই বাস্তব রূপ পদ্মা সেতু। এই সেতু বিশ্বকে দেখিয়েছে চমক, বাঙালিকে করেছে আত্মপ্রত্যয়ী। এই অর্জন অনন্য। এই অর্জন অসামান্য। অনন্য অর্জনের এই মিছিলে শামিল হয়ে কবিগুরুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলতে চাই– ‘কে ডাকে রে পেছন হতে/ কে করে রে মানা/ভয়ের কথা কে বলে আজ–/ভয় আছে সব জানা।’

প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক: সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই জুন জাতীয় সংসদ ভবনের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটপূর্ব মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠক শেষে প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাক্ষর করেন– পিআইডি

বাস্তবতার আলোকে প্রণীত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

এম এ খালেক

জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলোচনায় বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই ৩০শে জুন জাতীয় সংসদে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার বাজেট অনুমোদিত হয়েছে। ১লা জুলাই থেকে এই বাজেট কার্যকর বা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এবাবের বাজেটের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে– 'কোভিডের আঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন'। বাজেটে আয় দেখানো হয়েছে ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা এবং ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ৯ই জুন জাতীয় সংসদে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন। এটি বাংলাদেশের ৫১তম পূর্ণাঙ্গ জাতীয় বাজেট এবং অর্থমন্ত্রী হিসেবে আ হ ম মুস্তফা কামাল কর্তৃক প্রণীত ও উপস্থাপিত চতুর্থ বাজেট। ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ একইসঙ্গে ১৯৭১-১৯৭২ এবং ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ১৫ জন অর্থমন্ত্রী অথবা উপদেষ্টা বিভিন্ন সময় বাজেট প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রীগণ সর্বাধিক ২৪ বার বাজেট প্রণয়ন করেছেন। বিএনপির আমলে ১৭টি এবং জাতীয় পার্টির আমলে মোট নয়টি বাজেট প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীনতার পর দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। সেই সময় বাংলাদেশের প্রথম বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা। বাজেটের আকার দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এবং অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ১২টি করে বাজেট প্রণয়ন করেছেন। আবুল মাল আব্দুল মুহিত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে ধারাবাহিকভাবে ১০টি বাজেট প্রণয়ন করেছেন। আর কোনো অর্থমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে ১০টি বাজেট প্রণয়ন করতে পারেননি। বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করলে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। দেশ উন্নয়নের পথে ধাবিত হতে থাকে। কিন্তু ২০০১ সালে রাষ্ট্র ক্ষমতার অস্বাভাবিক পরিবর্তন সাধিত হলে সেই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ছেদ পড়ে। দেশ আবারও পিছিয়ে যেতে থাকে। এমনকি ২০০৬ সালে স্বাভাবিকভাবে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হলে এক পর্যায়ে সেনানিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে বিরাজনীতিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু দেশের মানুষ তাদের সেই ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়। আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য করে। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। সরকার গঠন করার পরই বর্তমান সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে শুরু হয় উন্নয়নের মহাযজ্ঞ। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ২০১৭ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে কার্যকর উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জনের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে বড়ো রেকর্ড। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে বাংলাদেশ সক্ষমতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পদ্মা সেতু হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থিক সক্ষমতা এবং মর্যাদার প্রতীক।

বিশ্ব অর্থনীতিতে নানা সমস্যা-সংকট সৃষ্টি হলেও বাংলাদেশ সেসব সমস্যাকে দক্ষতার সঙ্গে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অনেক দেশই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ বিস্ময়করভাবে এখনও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে

এ কারণেই যে, বাংলাদেশ নিকট অতীতে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করেছে তা টেকসই এবং স্থিতিশীল। বিশ্ব অর্থনীতি এখন দুটি ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমত, আড়াই বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাণঘাতী অতিমারি করোনার ভয়াবহতা মোকাবিলা করে চলেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল-গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের মতো রপ্তানিমুখী দেশের জন্য এই পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগের। তবে আশার কথা এই যে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তার অবস্থান ক্রমশ শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছে। গত অর্থবছরে (২০২১-২০২২) বাংলাদেশের রপ্তানি আয় প্রথমবারের মতো ৫০ বিলিয়ন (৫ হাজার কোটি) মার্কিন ডলার অতিক্রম করে গেছে।

স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বিরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত হয়েছে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে যেসব বাজেট প্রণীত হয়েছে তার কোনোটিই সম্ভবত এত কঠিন ও জটিল অবস্থার মধ্যে প্রণয়ন করতে হয়নি। জাতীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাটাই সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বাজেট প্রণয়ন করা খুবই কঠিন একটি কাজ। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল যে বাজেট প্রণয়ন করেছেন, তাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। কারণ তিনি একটি সময়োপযোগী বাজেট জাতিকে উপহার দিয়েছেন। বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টি। বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে যাদের মূল্যস্ফীতি ইতোমধ্যেই ৭০/৭৫ শতাংশ অতিক্রম করে গেছে। সেই অবস্থায় বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার এখনও ৭ শতাংশের নিচে আছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য মূল্যস্ফীতির হার ৫ দশমিক ৬ শতাংশে সীমিত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী ব্যয় সংকোচন এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানোর মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা বলেছেন। অর্থমন্ত্রী নিজেও মূল্যস্ফীতিকে এ মুহূর্তে অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জ্বালানি খাতের মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এই খাতে ভরতুকি বৃদ্ধি, নির্ধারিত সময়ে বৈদেশিক অর্থ ব্যবহার ও নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ করা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা, রাজস্ব আয় বাড়ানো এবং স্থানীয় মুদ্রা টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখাটাই এ মুহূর্তে দেশের অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় বাজারে মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ করা। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয়টি পণ্যের দাম বাড়বে। এই পণ্যগুলো হচ্ছে– জ্বালানি তেল, এলএনজি, গম, রাসায়নিক সার, পাম অয়েল, সয়াবিন তেল, কয়লা, ভুট্টা ও চাল। এই নয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য আমদানির জন্য ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ব্যয় হিসেবে অন্তত ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হবে। এ মুহূর্তে মূল্যস্ফীতি শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্যই সমস্যা সৃষ্টি করছে না, বিশ্বব্যাপীই মূল্যস্ফীতি অসহনীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবার কারণে আমাদের আমদানি ব্যয় সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। গত অর্থবছরে আমদানি ব্যয় বেড়েছে ৪৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ। তার আগের বছর এটা বেড়েছিল ১৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ। রপ্তানি আয় প্রবৃদ্ধি ঘটেছে গত বছর ৩৫ দশমিক ১৪ শতাংশ। আগের বছর এই খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৫ দশমিক ১০ শতাংশ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিকূলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২৩০ কোটি মার্কিন ডলার। আগের বছর যা ছিল ১ হাজার ২৩৬ কোটি মার্কিন ডলার। চলতি হিসাবে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪০৭ কোটি মার্কিন ডলার, যা আগের বছর ছিল ৫৫ কোটি মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য বিশ্ববাজারের অস্থিতিশীল অবস্থাই দায়ী। অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার এখনও ৭ শতাংশে আটকে রাখা সম্ভব হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের এমন অনেক দেশ আছে যাদের মূল্যস্ফীতির হার ৯০ শতাংশের কাছাকাছি চলে গেছে। এমনকি উন্নত দেশ যাদের আমরা আদর্শ মানি তাদের ক্ষেত্রেও মূল্যস্ফীতি মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং জোগান বাড়ানোর ব্যবস্থা করা। আমদানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। সরকার সেই বিষয়টি উপলব্ধি করেই আমদানি বাণিজ্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কিছুটা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছে। আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা ১২টি থেকে ২৬টিতে উন্নীত

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ৯ই জুন জাতীয় সংসদে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন– পিআইডি

জাতীয় বাজেট ২০২২-২০২৩

বাজেট	৫২তম (অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটসহ)
বাজেট ঘোষণা	৯ই জুন ২০২২
বাজেট ঘোষক	অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল
বাজেট পাস	৩০শে জুন ২০২২
বাজেট কার্যকর	১লা জুলাই ২০২২ থেকে
মোট বাজেট	৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.২%)
সামগ্রিক আয় (রাজস্ব ও অনুদানসহ)	৪,৩৬,২৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৮%; বাজেটের ৬৪.৩%)
রাজস্ব আয়	৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৮%; বাজেটের ৬৩.৮%)
বৈদেশিক অনুদান	৩,২৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৭%; বাজেটের ০.৫%)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৬%; বাজেটের ৩৬.৩%)
মোট ব্যয়	৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.২%) ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে পরিচালন ব্যয় (আবর্তক ও মূলধন ব্যয়), খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম (নিট) এবং উন্নয়ন ব্যয়
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	২,৪১,৭৯৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৪%; বাজেটের ৩৫.৭%)
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	২,৪৫,০৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৫%; বাজেটের ৩৬.২%)
অর্থসংস্থান	২,৪১,৭৯৩ কোটি টাকা
বৈদেশিক ঋণ (নিট)	৯৫,৪৫৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.২%; বাজেটের ১৪.১%)
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১,৪৬,৩৩৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.৩%; বাজেটের ২১.৬%)
মোট জিডিপি	৪৪,৪৯,৯৫৯ কোটি টাকা
অনুমিত বিষয়	জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৭.৫%
মূল্যস্ফীতি	৫.৬%

করা হয়েছে। এছাড়া বিলাসজাত ১২৩টি পণ্যের ওপর উচ্চ হারে বর্ধিত করারোপ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সুযোগ সৃষ্টির কথা বাজেটে বলা হয়েছে। অভ্যন্তরীণভাবে পণ্য উৎপাদন বাড়ানো এবং বিলাসজাত পণ্য আমদানি কমানো গেলে অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্ফীতি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতে পারে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বাজেটে বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে সংকট সমাধানের একটি সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। বাজেটে বিভিন্ন খাতে ভরতুকি এবং আর্থিক সহায়তার পরিমাণ যেমন বাড়ানো হয়েছে তেমনি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার প্রত্যাশা করা হচ্ছে ২৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপি'র ২১ দশমিক ২৪ শতাংশ। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা কিছুটা উচ্চাভিলাষী মনে হলেও তার অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, করোনাকালে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ পুনরায় চাঙা হতে শুরু করেছে। মার্চ প্রান্তিকে ব্যক্তি খাতে শিল্প ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ। জানুয়ারি-মার্চ, ২০২২ প্রান্তিকে ব্যক্তি খাতে শিল্প ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার ৬৭১ কোটি টাকা। আগের বছর একই সময়ে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৯০ হাজার ৯৬৬ কোটি টাকা। ব্যক্তি খাতে শিল্প ঋণ বিতরণ এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে তা অর্থনীতিতে দুভাবে অবদান রাখবে। এতে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথ সুগম হবে। একইসঙ্গে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও সহায়ক হবে। দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বেশ চাঙা অবস্থায় রয়েছে। বিদেশে বিনিয়োগ চাঙা থাকার অর্থই হচ্ছে দেশীয় বিনিয়োগকারীরাও অধিক পরিমাণে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন। ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আঙ্কটাড) তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ২০২১ সালে তার আগের বছরের তুলনায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে ১২ দশমিক ৯ শতাংশ। বিনিয়োগ এসেছে ২ দশমিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৯০ কোটি মার্কিন ডলার। বৈশ্বিক বিনিয়োগ প্রবাহের ৪০ শতাংশ পেয়েছে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলো। ২০২১ সালে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আগের বছরের চেয়ে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ৬০০ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশে যে বিনিয়োগ এসেছে তার পরিমাণ করোনাপূর্ব সময়ের বিনিয়োগের প্রায় কাছাকাছি। ২৫শে জুন জাতির গর্ব পদ্মা সেতু আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করা হয়েছে। এই সেতু উদ্‌বোধনের পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ২১টি জেলায় উন্নয়নের এক মহা কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। এই কর্মকাণ্ড ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বাজেটে আয়-ব্যয়ের খাতগুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মোট ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে মূল্যসংযোজন কর থেকে আসবে ১ লাখ ৪১ হাজার ১৯২ কোটি টাকা। আয় ও মুনাফা কর থেকে আসবে ১ লাখ ২১ হাজার ২০ কোটি টাকা। সম্পূরক শুল্ক থেকে আসবে ৫৮ হাজার ৫২৪ কোটি টাকা। কর ব্যতীত রাজস্ব থেকে আসবে ৪৫ হাজার কোটি টাকা। আমদানি শুল্ক থেকে আসবে ৪৩ হাজার ৯৯৪ কোটি টাকা। অন্যান্য খাতের মধ্যে এনবিআরের অন্যান্য আয় হবে ৫ হাজার ২৭০ কোটি টাকা। এনবিআর বহির্ভূত সূত্র থেকে আসবে ১৮ হাজার কোটি টাকা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ব্যয় করা হবে যে পাঁচটি খাতে তার মধ্যে রয়েছে– শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ৯৯ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা, পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৮০ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ ৮০ হাজার ৪৩৪ কোটি টাকা, ভরতুকি ও প্রণোদনা খাতে ৫৭ হাজার ৮১ কোটি টাকা এবং জনপ্রশাসন খাতে ৪৯ হাজার ৫২০ কোটি টাকা। অন্যান্য খাতের মধ্যে কৃষিতে ২৫ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকা, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ২৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা, জনশৃঙ্খলা খাতে ৩০ হাজার ৩৯ কোটি টাকা, পেনশন ও গ্র্যাচুইটি খাতে ৩১ হাজার ৩৬ কোটি টাকা, সামাজিক কল্যাণ ও নিরাপত্তা খাতে ৩৩ হাজার ৯২ কোটি টাকা, প্রতিরক্ষা খাতে ৩৩ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য খাতে ৩৬ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা, স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন খাতে ৪৪ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৪৯ হাজার ৪৩০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক থেকে ১

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৯ই জুন জাতীয় সংসদের প্রেসিডেন্ট বক্সে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন অবলোকন করেন– পিআইডি

লাখ ৬ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হবে। বিদেশে ব্যাংক থেকে ৯৫ হাজার ৪৫৮ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া দেশে ব্যাংক বহির্ভূত খাত থেকে ৪০ হাজার ১ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হবে। বিদেশে অনুদান পাওয়া যাবে ৩ হাজার ২৭১ কোটি টাকা।

বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অবশ্যই যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য। এতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। গত অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব সমাপনে এখনও কিছুই সময় অবশিষ্ট রয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭ দশমিক ২ শতাংশ অর্জিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কাজেই চলতি অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সাড়ে সাত শতাংশ নির্ধারণ করা অবশ্যই যৌক্তিক। চলতি অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) দেশের মানুষের গড় জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩ হাজার ৭ মার্কিন ডলার।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট শুধু ব্যাবসাবান্ধব নয়, এটা সার্বিক বিচারে উন্নয়নবান্ধব বাজেট। করোনা-উত্তর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম জোরদার করার জন্য এই বাজেট সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে বলেই বিশ্বাস। ব্যাবসাবাণিজ্য অধিকতর সহজিকরণ করার লক্ষ্যে বাজেটে করপোরেট ট্যাক্স

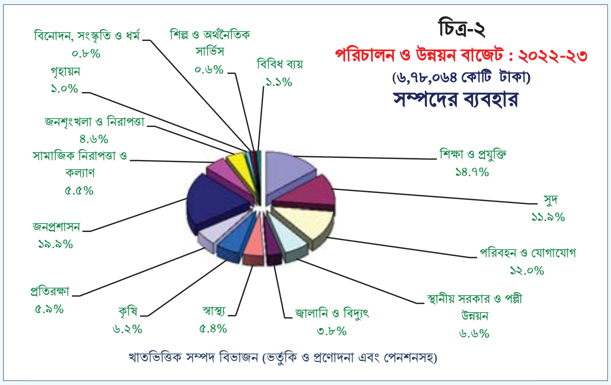

আড়াই শতাংশ করে কমানো হয়েছে। এ নিয়ে পরপর তিন বছর করপোরেট ট্যাক্স কমানো হলো। তবে আবার করপোরেট ট্যাক্স কমানোর ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হয়েছে। বার্ষিক সর্বমোট ১২ লাখ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ও বিনিয়োগ এবং সব ধরনের আয়-ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এই শর্ত প্রতিপালিত হলে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত এবং তালিকাভুক্ত নয় এমন উভয় শ্রেণির কোম্পানিই আড়াই শতাংশ হারে করপোরেট ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা পাবে। শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানির বিদ্যমান করপোরেট ট্যাক্স ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে সাড়ে ২৭ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে দেশে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর নামে একটি পৃথক অধিদপ্তর স্থাপিত হতে যাচ্ছে। বাজেটে ৩৮ ধরনের সেবামূলক খাতে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চলতি অর্থবছর থেকেই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন শুরু হতে যাচ্ছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেন, ২০২০ সালে পরিসংখ্যান অনুসারে দেশে ষাটোর্ধ্ব জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লাখ। ২০৪১ সালে তা ৩ কোটি ১০ লাখে এবং ২০৬১ সালে ৫ কোটি ৫৭ লাখে উন্নীত হবে। ২০০০ সালে প্রবাসী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৮ লাখ ৬০ হাজার, যা ২০১৮ সালে ৯০ লাখে উন্নীত হয়। প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ এবং প্রবাস থেকে আসা ব্যক্তিগণ দেশে আসার পর অসহায় জীবনযাপনে বাধ্য হন। এদের সামাজিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাদানের জন্যই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কৃষি সেক্টরের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষি উৎপাদনের প্রধান উপকরণ সারে ভরতুকি বাড়ানো হয়েছে। নতুন বাজেটে সারে ভরতুকির পরিমাণ ১৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চাল ও গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা ৩১ লাখ ৪২ হাজার টন করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য কিছু ইতিবাচক তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ইতঃপূর্বে ২ শতাংশ

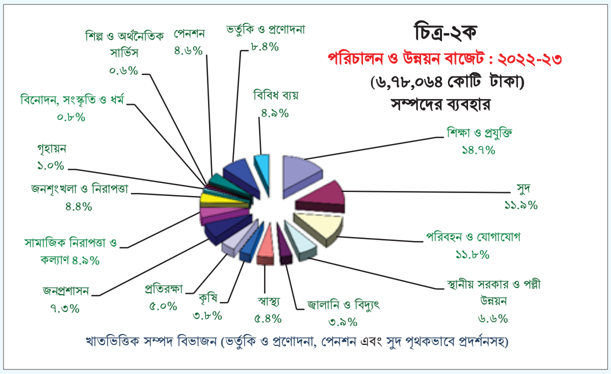

ডাউন পেমেন্ট দিয়ে খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের যে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে। মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত এই সুবিধার আওতায় ১৩ হাজার ৩০৭ জন ঋণখেলাপি তাদের ঋণ হিসাব নিয়মিতকরণ করেছেন। তিনি আরও বলেন, একটি উন্নতমানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। তিনি ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানোর ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রায় খেলাপি ঋণের উপস্থিতিকে দায়ী করেন। তাই যে-কোনো মূল্যেই হোক ঋণখেলাপি সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নিম্ন আয়ের ৫০ লাখ পরিবারকে ১৫ টাকা প্রতি কেজি মূল্যে মাসে ৩০ কেজি করে চাল দেওয়া হবে। করোনা মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে গত অর্থবছরে ৭ কোটি ২৯ লাখ মানুষ উপকৃত হয়েছে। সরকার ২৮টি আর্থিক ও প্রণোদনা প্যাকেজের মাধ্যমে ১ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। চলতি অর্থবছরে ৮ লাখ ১০ হাজার কর্মীকে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রেরণ করা হবে। প্রবাসী আয়ের ওপর আড়াই শতাংশ নগদ আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ কমেছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। তবে বকেয়া জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা।

বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৬ দশমিক ৭৫ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২ দশমিক ৫৫ শতাংশ। আগের অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১৩০টি কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র মানুষকে বাঁচার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন বাজেটে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে। বাজেটের অন্যতম আলোচিত বিষয় ছিল বিদেশে পাচার হাওয়া কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সাড়ে ৭ শতাংশ কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগদানের ইস্যুটি। বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আয়কর অধ্যাদেশে নতুন বিধান সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব মোতাবেক বিদেশে অবস্থিত কোনো সম্পদের ওপর কর পরিশোধ করা হলে সরকারের কোনো সংস্থা এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। বিদেশে অর্জিত স্থাবর সম্পত্তি দেশে না আনলে তার ওপর ১৫ শতাংশ এবং অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ কর পরিশোধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশই পাচারকৃত অর্থ-সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য এমন উদ্যোগ নিয়ে থাকে। চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদেশ থেকে আনা অথবা বিদেশে রক্ষিত অবৈধ অথবা অপ্রদর্শিত সম্পদ সাড়ে ৭ শতাংশ কর দানের মাধ্যমে বৈধতা দানের সুযোগের ক্ষেত্র কিছুটা সংকোচন করা হয়েছে। এখন শুধু যারা বিদেশ থেকে অবৈধ অস্থাবর সম্পদ, যেমন– অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি দেশে নিয়ে আসবেন এবং আয়কর বিবরণীতে প্রদর্শন করবেন শুধু তারাই সাড়ে ৭ শতাংশ কর প্রদানের মাধ্যমে তার বৈধতা দিতে পারবেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এটা ছিল ১৪ দশমিক ৮ শতাংশ। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেপো (যে সুদ হারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ধার গ্রহণ করে) সুদ হার কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিদেশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের সুযোগ থাকায় দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো বিদেশি সূত্র থেকেও ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া ঋণ গ্রহণের জন্য শেয়ার মার্কেটতো আছেই। চলতি অর্থবছরের বাজেটে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির জন্য করপোরেট ট্যাক্স আড়াই শতাংশ কমানো হয়েছে। ট্যাক্স কমানোর ক্ষেত্রে যে শর্তাদি আরোপ করা হয়েছিল তা বাতিল করা হয়েছে। কাজেই দেশের

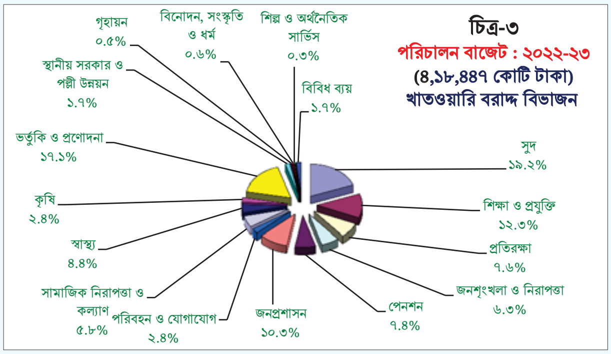

শক্তিশালী মৌলভিত্তি সম্পন্ন কোম্পানিগুলো শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করতে পারবে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬ কোটি ৯ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক উৎস থেকে ৯৩ হাজার কোটি টাকা জোগান দেওয়া হবে। দেশের দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে নতুন অর্থবছরে সর্বমোট প্রকল্প থাকছে ১ হাজার ৪৩৫টি। এর মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১ হাজার ২৪৪টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১০৬টি। এছাড়া স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও করপোরেশন তাদের নিজস্ব অর্থায়নে ৮৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

বাজেট একটি মহা কর্মযজ্ঞ। বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে যে সংকটাবস্থা বিরাজ করছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাজেটে অর্থনীতির বাস্তব পরিস্থিতিকে বিবেচনায় রেখে তা সমাধানে একটি উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। ঘোষিত বাজেট সঠিক সময়ে বাস্তবায়নের ওপর এর সাফল্য নির্ভর করে।

এম এ খালেক: অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ও অর্থনীতি বিষয়ক লেখক

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা ৩০শে জুন একাদশ জাতীয় সংসদের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে সমাপনী বক্তব্য রাখেন– পিআইডি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ

প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল

করোনা দুর্যোগ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত কঠিন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটময় সময়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ৯ই জুন চতুর্থবারের মতো বাজেট পেশ করেন। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন এবারের বাজেটের স্লোগান– 'কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন'। এবারের বাজেটের আয়তন গতবারের চেয়ে বেড়েছে। বাজেটের পরিমাণ ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। ঘাটতির পরিমাণ ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা, বাজেটের এক-তৃতীয়াংশই ঘাটতি। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী প্রধান ৬টি চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারি এবং ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধের কারণে পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে টানা তৃতীয়বারের মতো কর্পোরেট করে ছাড় দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের উদ্ভূত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবারের বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কৃষি খাত, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ ও কর্মসংস্থান এবং শিক্ষা খাতকে। অর্থমন্ত্রী মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৬ শতাংশ বেঁধে রাখার লক্ষ্যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান চাহিদা প্রবৃদ্ধি কমিয়ে সরবরাহ বাড়ানোর মূল কৌশল হিসেবে নিয়েছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, আয় বৈষম্য কমিয়ে গরিব-দুখি, কৃষক-শ্রমিকের স্বার্থে রাজনৈতিক, আর্থিক নীতি পরিচালিত হওয়া উচিত। কেননা দেশের অর্থনীতির কল্যাণে তাদের অবদান অনেক বেশি।

নতুন অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। সর্বজনীন পেনশন চালু ঘোষণা নতুন অর্থবছরে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দেশ থেকে বিভিন্ন উপায়ে পাচার হয়ে যাওয়া অর্থ বাজেটে কর দিয়ে বৈধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যারা বিদেশে বিনিয়োগকৃত অর্থ দেশে আনতে চায়– একমাত্র তাদেরই এই সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নতুন অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে বিলাসবহুল পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিদেশি ল্যাপটপ ও কম্পিউটার, প্রিন্টার মেশিনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন।

বর্তমান বাজেটে রাজস্ব আয় ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এনবিআরকে ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা আহরণের টার্গেট দেওয়া হয়েছে।

শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৩ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ২৪ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা বেশি– এটি প্রশংসনীয়।

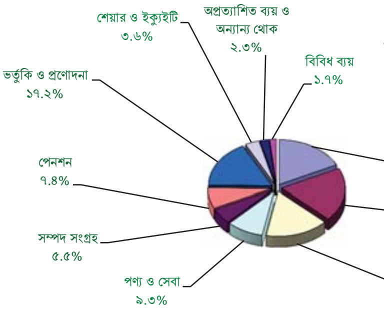

চিত্র-৪
পরিচালন বাজেট : ২০২২-২৩
(৪,১৮,৪৪৭ কোটি টাকা)
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

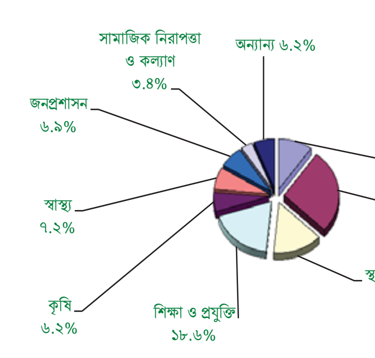

চিত্র-৫
উন্নয়ন বাজেট : ২০২২-২৩
(২,৫৯,৬১৭ কোটি টাকা)
খাতওয়ারি বরাদ্দ বিভাজন

ব্যাংকে ৫ কোটি টাকা থাকলে ৫০ হাজার টাকা কাটা হবে যা গত বছর ছিল ৪০ হাজার টাকা। অন্যদিকে এই অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করায় বাংলাদেশ রেমিটকৃত অর্থের ওপর শতকরা ৭ ভাগ করে কর ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে। পলিথিন এবং সিগারেটের ওপর কর বাড়ানো যথার্থ হয়েছে। কর্মরত নারীদের জন্য বাণিজ্যিক ইউনিটগুলোতে ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার এবং ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। পর্যটন শিল্পকে সহায়তা করার জন্য সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। রপ্তানির নতুন ক্ষেত্র তৈরি এবং বৈচিত্র্য ও নতুন বাজার তৈরির উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত এবং পাশাপাশি সেবা রপ্তানির জন্য ব্যবস্থাপনাও প্রশংসনীয়। যেমন বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজের সেবা প্রদানের বিপরীতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত আয়করমুক্ত করার প্রস্তাবনা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

প্রতিবন্ধীদের বা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি ২৫ জনের বেশি নিয়োগে কর ছাড় প্রশংসনীয়। তবে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিকে গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মতো প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও আকর্ষণীয় প্যাকেজের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদেরকে সুসংগঠিত করতে প্রয়োজনীয় আবাসস্থল ও সেবাদি প্রদান করে বিশেষ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরকে তদারকি করতে হবে। বিদেশে কর্মী পাঠানোর সময়ে তাদের দক্ষ করে পাঠানো উচিত। নিরাপদ টেকসই অবকাঠামো গড়ার পরিকল্পনাতে বর্তমানে দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকার পদ্মা সেতু চালু হয়েছে, মেট্রোরেলসহ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস চালু হবে এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চলমান আছে।

রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে পণ্য আমদানি-রপ্তানির সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় রাখতে হবে। নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু উন্নয়নে বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকার যেন যথাযথ ব্যবহার হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। বর্তমান সরকার জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নে জেন্ডার বৈষম্য কমে আসছে।

বর্তমান বাজেট প্রস্তাবনার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইস্পাতকঠিন প্রত্যয় ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন আজ বাঙালির আত্মমর্যাদা ও গৌরবের বিষয়। আমাজন নদীর পর দ্বিতীয় খরস্রোতা নদী পদ্মা নদী। এর তলদেশে বালুর জোয়ার-ভাটার সময়ে ব্যাপক পরিবর্তনসহ নানা জটিলতার মধ্যেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কারিগরি সহায়তায় নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি হয়েছে পদ্মা সেতু, যা বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তৃতায় সবাই বিস্তারিত জেনেছেন। এই পদ্মা সেতু বিনির্মাণে বিশ্বব্যাংকসহ পশ্চিমা শক্তিধর দেশগুলোর মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন এক দীপ্ত প্রতিবাদ ও সক্ষমতার প্রকাশ, যা বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বাজেট বাস্তবায়নে সাধারণ মানুষের চাহিদা ও মনের ভাষা বুঝে জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন, আশা করি।

প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল: উপাচার্য, ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটি বাংলাদেশ, কিশোরগঞ্জ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে নতুন সংযোজন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের প্ল্যানেটেরিয়াম হলে ৫ই জুলাই মহাকাশ বিষয়ক দুইটি ডিজিটাল ফিল্ম, ভিআর কর্নার এবং পার্কিং এরিয়া উদ্‌বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা বাবার স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে অচিরেই এ দেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, যা বিশ্বের দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পাশাপাশি জাতির আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ফিল্মটিতে টেলিস্কোপের গঠন, কার্যকারিতা, ধরন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যা একটি ডিজিটাল মহাকাশ বিষয়ক ফিল্ম। টেলিস্কোপ এমন একটি যন্ত্র যা দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তু দর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি দূরবর্তী বস্তু থেকে নির্গত বিকিরণ সংগ্রহ, পরিমাপ এবং বিশ্লেষণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এটি সৌরজগতের বিভিন্ন তথ্য আবিস্কারের দ্বার উন্মোচন করে। এই ফিল্মটির মূল লক্ষ্যই হলো বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এতে তথ্য ও উদ্ভাবন বিষয়বস্তুগুলো সাধারণ মানুষ খুব সহজেই আত্মস্থ করতে পারবেন। ফলে তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক ভাবধারা গড়ে উঠবে।

প্রতিবেদন: সোহেল চৌধুরী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ২২শে জুন ২০২২ ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শকগণ সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

স্বপ্নের সেতু

ফরিদুর রেজা সাগর

বিশাল প্রমত্তা নদী। এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। নদীতে প্রবল স্রোতোধারা। নৌকায় করে লোকজনেরা নদী পার হয়। এপারের মানুষ যায় ওপারে। আর ওপারের মানুষ আসে এপারে। ঘাটে-ঘাটে নানারকম ব্যাবসা। পণ্য কিনে নদী পারাপার হয় গ্রামবাসী। এপারের ঘাটে একজন মাঝি আছেন। দারুণ সাহসী ও সংগ্রামী সেই মাঝি। একটা ছোটো নৌকা আছে তার। তাই দিয়ে তিনি পারাপার করেন। যাত্রীরা মাঝির প্রতি দারুণ আস্থাশীল।

এই সংগ্রামী মাঝি বুনো নদীকে ঠিকই বশ মানিয়ে তোলে। ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে তার নৌকা দ্রুত বেগে ছুটে চলে। মাঝি আকাশের দিকে তাকিয়ে আন্দাজ করতে পারে কখন বৃষ্টি আসবে। কখন আকাশে মেঘ জমবে। কখন নদী উন্মত্ত হয়ে উঠবে। কখন বিপুল জলরাশির প্রবল বেগে নদীর পাড় লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে? কখন আনাড়ি মাঝির নৌকা ডুবে যাবে। অভিজ্ঞ মাঝি সব বুঝতে পারে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কেউ যখন নৌকা চালাতে চায় না তখনও সাহসী মাঝি অকুতোভয়ে নদী পাড়ি দেন। নদীর সাথে লড়াই করে তিনি একটা জীবন অতিক্রম করেছেন। এক সন্তানের পিতা তিনি। তার সন্তান গঞ্জের স্কুলে লেখাপড়া করে। সামনে তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পাস করে কোন পেশায় যাবে? ছেলে বলে,

বাবা, আমিও তোমার মতো মাঝি হব। শক্ত করে বৈঠা ধরব নৌকার। যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেব।

বাবা ছেলের কথা শুনে মুচকি হাসি দেয়। ঘামে ভেজা গামছায় মুখ মুছতে মুছতে সাহসী মাঝি বলে,

বাচ্চুর মা, অনেক খিদা লাগছে। জলদি খাওন দেও। বাচ্চুর মা মাটির সানকিতে পান্তা ভাত বেড়ে দেয়। মাঝি গোগ্রাসে গিলতে থাকে। বাচ্চুর মা হাতপাখা ঘোরাতে থাকে। তারপর প্রশ্ন করে–

আইজকা রাইতেও নাকি আপনি নদীতে থাকবেন। ভোরবেলা ফিরবেন। কই যাবেন?

অদম্য মাঝি ভাতের গ্রাস মুখে নিতে নিতে বলে,

একটা বরযাত্রীর দলকে তাদের গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে। বর-বউ আমার নৌকা ছাড়া অন্য কোনো মাঝির নৌকায় চড়বে না। তাই আমারই যাওন লাগব। হায়রে আমার মরণ!

বাচ্চুর মা ফুঁসে উঠল।

কিন্তু অদম্য মাঝি তখন চুপচাপ। তিনি তখন কোনো কথার জবাব দেন না। সে তখন আহার পর্ব সমাপ্ত করায় ব্যস্ত। বাচ্চুর মা বলতেই থাকে, তুমি না গেলে ঘাটে কি পারাপার হবে না?

অদম্য মাঝি জানে সে একজন আস্থার প্রতীক। সে খুব সাবধানে নৌকা চালায়। তার নৌকা কখনও কোনো বিপদে পড়ে না। ঝড়ের দিনেও সে নিরাপদে নৌকা ঘাটে পৌঁছায় অপর প্রান্তে। তার নৌকায় চড়ে এলাকার চেয়ারম্যান। গ্রামের মাতবর। গণ্যমান্য মানুষেরা। কেউ হয়ত তাকে খুশি হয়ে বেশি ভাড়া দিতে চায়। কিন্তু মাঝি তখন বিনয়ের সঙ্গে বলে,

পয়সা বেশি নিব কেন? যা প্রাপ্য আমাকে তাই দেবেন ভাই।

একসময় নদী পারাপারে ভাড়া ছিল দুই টাকা। আজ ছয় টাকা।

পদ্মা নদীর সঙ্গে সেই মাঝির গভীর বন্ধুত্ব। নদীর প্রতিটা বাঁক তার চেনা। প্রতিটা ঋতুতে নদীর কেমন চেহারা হয় সে জানে। বর্ষায় প্রমত্তা পদ্মা। শীতে জীর্ণ নদী। হেমন্তে সুশীলা নারীর মতো। শান্ত ও সৌম্য। বসন্তে শীতল। ঢেউয়ের নাচানাচি নেই। বর্ষায় নদী যেন জেগে ওঠে। বর্ষার পদ্মাকে বড়ো ভালোবাসে অদম্য মাঝি। নদী তখন দীর্ঘ ও স্ফীত হয়ে ওঠে। ঢেউয়ের ঝলকে নাচতে থাকে পদ্মা। অস্থির ও চঞ্চল এক নদী। বড়ো ভালো লাগে। আরও কত গল্প লুকিয়ে আছে এই নদীর সঙ্গে। একবার হারান মাস্টারের ছেলের ভয়ানক অসুখ। চোখ-মুখ উলটে আসছে। গোঙানির শব্দে সবাই আতঙ্কিত। বলা হলো ওপারের হাসপাতালে এখনই নিতে হবে। নইলে ওকে বাঁচানো যাবে না।

সবাই খোঁজ করল অদম্য মাঝি কই? তখন বিকেল। মাঝি ঘাটেই ছিল। আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। যে-কোনো সময় ঝড় আসবে। এখন বৈশাখ মাস। সন্ধ্যা হলেই ঝড়-বৃষ্টি আসবে। কিন্তু মাঝি বড়ো নির্ভীক। বলল, আমি এই কালো মেঘকে ভয় পাই না।

ঝড় এলে আসুক। আমি ঝড়ের ভেতরেই আমার বাজানকে নিয়ে ঐ পাড়ে যাব। হারান মাস্টারের চোখ ছলছল করে উঠল। সেই দুর্যোগময় আবহাওয়ার ভেতরেই শিশু সন্তানটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সে চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

অদম্য মাঝির কত যে আনন্দ।

আরও কত কাহিনি। এই নদী বড়ো বেগবান। সে দুকূল ছাপিয়ে তীব্র গতিতে এগিয়ে চলে। একবার ভরা বর্ষার দিনে কবির মিয়া খুব কাতরস্বরে বলল,

আমার বউটারে গঞ্জের হাসপাতালে নিতে হইবো। নইলে বাঁচবো না ভাই।

চলো– তুমি ছাড়া কে নিয়া যাইবো আমগো ওই পাড়ে?

অদম্য মাঝি বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা রাখে। সাহস হারায় না। কবির মিয়ার বউকে পলিথিনে পেঁচিয়ে নৌকার ছইয়ের ভেতর শুইয়ে দিলো। তখন অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ঘনঘোর বৃষ্টি। মাঝি নৌকা চালানো শুরু করল দ্রুত বেগে। সে যাত্রায় সময়মতো নৌকা পৌঁছে যায় হাসপাতালে। সঠিক চিকিৎসায় কবির মিয়ার বউ বেঁচে উঠল।

অদম্য মাঝিকে এসব স্মৃতি বড়ো আনন্দ দেয়। যখন ঘাটে লোকজন থাকে না তখন অদম্য মাঝি নদীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নদীর বুকে বয়ে চলে তিরতিরিয়ে ঢেউ। এই নদী যেন মা। মায়ের মতো সবাইকে জড়িয়ে রেখেছে। নদীকে বড়ো ভালোবাসে অদম্য মাঝি।

২

একদিন ভরা বর্ষায় নদীতীরে গিয়ে দেখে– অনেক মানুষের ভিড়, ঘাটে বাঁধা শত শত নৌকা। নৌকাগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সবাই মিলে একসঙ্গে পশ্চিম পাড়ে। ওখানে বিশাল মঞ্চ বানানো হয়েছে। লাল-সবুজ কাপড়ে সাজানো হয়েছে মঞ্চের আশপাশ।

সেই ঘাটে বড়ো এক স্টিমার এসে ভিড়ল। স্টিমার থেকে নামলেন একজন বড়ো নেতা। তিনি বক্তৃতা দিয়ে জানালেন এখানে তৈরি হবে বড়ো একটা সেতু। নদী পারাপারে অনেক সুবিধা হয়ে যাবে। নেতার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পর দোয়া মাহফিল হলো।

অদম্য মাঝির জীবন বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে তাদের দিন চলবে কীভাবে? ঘরে ফিরে মন খারাপ করে বসে রইল মাঝি। বার বার জিগ্যেস করল বাচ্চুর মা। ও মাঝি– কী হইছে তোমার?

মাঝি তখন সব খুলে বলল। ঘাটে আর নৌকা চলবে না। আমরা খাব কী? আমাদের দিন চলবে কী করে?

ছেলে তখন স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছে। সেতু তৈরি হবে শুনে সে মহাখুশি।

বাবাকে বলল,

আহা সুসংবাদ। সেতু থেকে দাঁড়িয়ে এবার পুরো নদীটাকে দেখা যাবে। আমরা হেঁটে এপার থেকে ওপারে চলে যাব। আমাদের পরিশ্রম কমে যাবে। সেতু হওয়া তো অনেক বড়ো ভাগ্যের ব্যাপার, বাবা। তোমাকে আর নৌকা চালানোর কাজ করতে হবে না। বাবা ছেলের মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছেন। এই সেতুর জন্য এপার-ওপারের পার্থক্য ঘুচে যাবে। আমরা তখন অন্য কাজ করব। এপার-ওপারে ভ্যানগাড়িতে মাল বহন করব। জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে সবকিছুতে উন্নতি হবে আমাদের।

এই যেমন হারান মাস্টারের ছেলেকে বাঁচানো গেল কত কষ্ট করে। কবির চাচার বউও বাঁচল কষ্ট করে। তখন আমরা সেতু দিয়ে দ্রুত চলে যেতে পারব হাসপাতালে। ভালো হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা হবে তাই না?

অনেকে বেকার হয়ে যাবে কথাটা ভুল। আসলে সেতু তৈরি হলে সবার মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি হবে। আমাদের জীবন আরও সহজ হবে।

মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ছেলে তখন বাবা-মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, শোনো,

প্রায় চার হাজার মানুষ কাজ করছে এই সেতু নির্মাণে। এই সেতুর ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব অংশের সংযোগ ঘটবে। এতে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের চাকা খুলে যাবে।

পদ্মা সেতু সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া যাক।

প্রায় ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু। প্রস্থ হচ্ছে ৭২ ফুট। দেশের সর্ববৃহৎ এই সেতু তৈরি হয়েছে নিজস্ব অর্থায়নে। এটাই আমাদের গর্ব।

বাবাও ছেলের কথায় শান্তি পেলেন। তিনিও স্বপ্ন দেখতে লাগলেন,

স্বপ্নের সেতু পদ্মা দিয়ে তিনিও নদী পারাপার করবেন।

এই একটি সেতুর কারণে দেশের মানুষের ভাগ্য বদলে যাবে। অদম্য মাঝি তখন নতুন স্বপ্নে বিভোর।

পদ্মা সেতু শুধু একটা সেতু নয়– পুরো দেশের মানুষের সংযোগ স্থাপনের ভিত্তিভূমি। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সেতু। বিশ্ববাসী বিস্ময়ের সঙ্গে অবলোকন করবে বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ সেতু স্থাপন করেছে। কোনো ধারকর্জ নয়, নিজেদের টাকায় এটা স্থাপন করা হয়েছে। আমরা যদি একসাথে কাজ করি, আমরা যদি ১৯৭১-এর চেতনায় সামনে এগিয়ে যাই– তবে নিশ্চয়ই আরও অনেক বড়ো বড়ো কাজ করতে পারব। বিশ্ববাসী দেখবে আমাদের দেশপ্রেম অনেক তীব্র। আমরা একত্রিত হয়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু বানিয়ে ফেলতে পারি। ছেলের মুখে এসব কথা শুনে অদম্য মাঝি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মায়ের চোখ ছলছল। তার চোখে ভাসতে থাকে ১৯৭১-এর স্মৃতিকথা। আমরা সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। একসঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম। আমরা বাঙালিরা একত্রিত হলে অনেক বড়ো কাজ করে ফেলব। তারই ধারাবাহিকতায় তৈরি হয়েছে পদ্মা সেতু। বিশ্ববাসী অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবে– বাংলাদেশের মানুষ বিদেশি সাহায্যনির্ভর না হয়ে কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু তার প্রমাণ। এই সেতু আমাদের ভালোবাসার প্রতীক। আমাদের সাহস ও কর্মনিষ্ঠার প্রতীক। আমাদের দেশপ্রেমের প্রতীক।

পদ্মা সেতু নির্মিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। দেশি-বিদেশি নানারকম বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে আমরা জয় করেছি বিশ্বের দ্বিতীয় খরস্রোতা নদী পদ্মাকে। পদ্মার বুকে সগৌরবে দাঁড়িয়েছে ৬.১৫ কিলোমিটারের এই দীর্ঘ সেতু। যেটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাকে সংযুক্ত করবে সহজ যোগাযোগের মাধ্যমে। বাংলাদেশের ৫০ বছরে নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি হওয়া সবচেয়ে বড়ো প্রকল্প এই পদ্মা সেতু, যার একমাত্র কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার।

পদ্মা নদীকে আমরা জয় করেছি। বলতেই পারি, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় পদ্মা সেতু। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের আরও অনেক স্বপ্ন সফল হবে সেই প্রত্যাশা করি।

ফরিদুর রেজা সাগর: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চ্যানেল আই

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ১০ই জুলাই বঙ্গভবনে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে দেশবাসীর প্রতি শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন– পিআইডি

কোরবানিঃ ফজিলত ও আমল

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে হজ অন্যতম। হজ মুমিনকে যেমন আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়, তেমনি তার আত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাথে সাথে হজ মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী এক জাতিতে পরিণত হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিরাপদ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য জীবনে একবার হজ করা ফরজ। ইসলামের দৃষ্টিতে বায়তুল্লাহ শরিফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে জিলহজ মাসের নির্দিষ্ট সময় মক্কা মুকাররমায় গমন করে ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাঈ (দৌড়ানো), আরাফাতে নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থানসহ অপর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পালন করাকে 'হজ' বলে। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর আহ্বানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিবছর বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান আল্লাহর ঘরে সমবেত হন। বায়তুল্লাহ শরিফকে কেন্দ্র করে আল্লাহর যে সমস্ত ইবাদত করা হয় তার মধ্যে হজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ সম্পাদন করতে যাত্রা করে তার বিগত জীবনের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।

হজের অপরিসীম গুরুত্বের কারণেই মহান আল্লাহ পবিত্র *কোরানে* সূরা 'হজ' নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা নাজিল করেছেন। হজের সামর্থ্য হওয়ার সাথে সাথেই হজ সম্পাদন করতে হবে। কোনো রকম অজুহাত দিয়ে তা বিলম্বিত করা যাবে না। মহানবি (সা.) বলেন, 'ফরজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা হজ সম্পাদন কর, কেননা তোমাদের কেউ এটি অবগত নয় যে, তার ভাগ্যে কী ঘটবে'। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা হজ ও ওমরাহর মধ্যে পারম্পর্য বজায় রাখ অর্থাৎ সাথে সাথে কর। কেননা এ দুটি মুমিনের দরিদ্রতা ও গোনাহসমূহ দূর করে দেয়, যেমন স্বর্ণকারের আগুনের হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা সাফ করে দেয় ...'।

সামর্থ্যবান ব্যক্তি ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ রুকন আদায় করলে আল্লাহ পাক তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। যেমন– মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ পালন করল এবং অশ্লীল বাক্য ব্যবহার ও যাবতীয় অনাচার থেকে বিরত রইল, সে পাপ হতে এমন পুত ও পবিত্র অবস্থায় বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করল যেন তার মাতা তাকে সেইদিন প্রসব করেছেন' (*বুখারি* ও *মুসলিম*)। রাসূল (সা.) আরও বলেন, 'মকবুল হজের পুরস্কার একমাত্র বেহেশত ব্যতিত অন্য কিছুই নয়' (*বুখারি* ও *মুসলিম*)। কবুল হজ বলতে ওই হজকে বুঝায়, যে হজে কোনো গোনাহ করা হয়নি এবং যে হজের আরকান, আহকাম সবকিছু পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ উটের পিঠে বসে কংকর মারার সময় বলেন, 'হে জনগণ! তোমরা আমার কাছ থেকে হজের নিয়মকানুন শিখে নাও। কেননা আমি জানি না, এ বছরের পরে আমি আর হজ করতে পারব কি না' (*মুসলিম*)। এ হাদিস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হজের প্রতিটি অনুষ্ঠান সঠিকভাবে খুবই সম্মান ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সম্পাদন করা কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম সেভাবেই হজ পালন করতেন। অতএব হজ সঠিকভাবে আদায় করার জন্য আমাদের এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুন ভালোভাবে জেনে নেওয়া উচিত। হজের সামগ্রিক কার্যক্রমের পরেই আমাদের জীবনে ফিরে আসে কোরবানি। কোরবানির বহুমাত্রিক ফজিলত ও আমল সম্পর্কিত নিয়মকানুন মুসলমানদের জানা একান্ত প্রয়োজন।

কোরবানির ফজিলত

আরবি 'কুরবান' শব্দটি ফারসি বা উর্দুতে 'কুরবানি' রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ 'নৈকট্য'। আর 'কুরবান' শব্দটি 'কুরবাতুন' শব্দ থেকে উৎপন্ন। আরবি 'কুরবাতুন' এবং 'কুরবান' উভয় শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, কারও নৈকট্য লাভ করা। শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর নামে পশু জবেহ করাকে কোরবানি বলে। ঈদুল আজহা উপলক্ষে জিলহজ মাসের ১০ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর নামে নির্দিষ্ট কিছু হালাল পশু জবাই বা কোরবানি করা হয়। এ সম্পর্কে পবিত্র *কোরানে* ঘোষিত হয়েছে, 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কোরবানির নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে আমি তাদের জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর ওপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।' (সূরা আল-হজ, আয়াত ৩৪)

হজরত আদম (আ.) থেকে হজরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব নবি-রাসুল ও তাঁদের অনুসারীরা কোরবানি করেছেন। ইতিহাসে হজরত আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল-কাবিলের মাধ্যমে প্রথম কোরবানির সূত্রপাত হয়। ইরশাদ হয়েছে, 'আদমের পুত্রদ্বয়ের (হাবিল-কাবিলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদের যথাযথভাবে শোনাও। যখন তারা উভয়ে কোরবানি করেছিল তখন একজনের (হাবিলের) কোরবানি

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ১০ই জুলাই ২০২২ পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ আদায় শেষে দুই শিশুর শুভেচ্ছা বিনিময়– পিআইডি

কবুল হলো এবং অন্যজনের কবুল হলো না।' তাঁদের একজন বললেন, 'আমি তোমাকে হত্যা করবই।' অপরজন বললেন, 'আল্লাহ মুত্তাকিদের কোরবানি কবুল করেন।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত ২৭)

তারপর আল্লাহর নবি হজরত নূহ (আ.), হজরত ইয়াকুব (আ.) ও হজরত মুসা (আ.)-এর সময়ও কোরবানির প্রচলন ছিল। মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহ-প্রেমে স্বীয় পুত্রকে কোরবানি করার মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেন। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে হজরত ইব্রাহিম (আ.) স্বপ্নযোগে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ত্যাগের জন্য আদিষ্ট হন। তিনি পর পর তিন দিন দৈনিক ১০০ করে মোট ৩০০ উট কোরবানি করেন। কিন্তু তা কবুল হলো না, বার বার আদেশ হলো, 'তোমার প্রিয় বস্তু কোরবানি কর।' শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন, প্রাণপ্রিয় শিশুপুত্র হজরত ইসমাইল (আ.)-কে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে হবে।

হজরত ইসমাইল (আ.) নিজের জানকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করতে নির্দ্বিধায় সম্মত হয়ে আত্মত্যাগের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রতি এটা ছিল আল্লাহর পরীক্ষা। তাই পিতার ধারালো ছুরি শিশুপুত্রের একটি পশমও কাটতে পারেনি; পরিবর্তে আল্লাহর হুকুমে দুম্বা জবাই হয়। পৃথিবীর বুকে এটাই ছিল স্রষ্টাপ্রেমে সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কোরবানি। আত্মত্যাগের সুমহান ও অনুপম দৃষ্টান্তকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য পশু কোরবানি করাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তাঁদের স্মরণে এ বিধান অনাদিকাল তথা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। পবিত্র *কোরানে* ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না তাদের (কোরবানির) গোশত এবং রক্ত; বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।' (সূরা আল-হজ, আয়াত ৩৭)

কাল পরিক্রমায় প্রতিবছর পবিত্র হজের পরে ঈদুল আজহা ফিরে আসে, যার প্রধান আকর্ষণ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কোরবানি। ঈদের দিন কোরবানিকে কেন্দ্র করে ধুমধামের সঙ্গে চলে মনের পশুপ্রবৃত্তি ত্যাগের মহোৎসব। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোরবানির দিন রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় কোনো আমল আল্লাহর কাছে নেই। কোরবানিকারী কিয়ামতের দিন জবেহকৃত পশুর লোম, শিং, ক্ষুর ইত্যাদি নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। কোরবানির রক্ত জমিনে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে যায়। অতএব, তোমরা কোরবানির সঙ্গে নিঃসংকোচ ও প্রফুল্লমন হও।' *(ইবনে মাজাহ, তিরমিজি)*

আল্লাহর প্রিয় রাসুল সবসময় কোরবানি করেছেন। এটি একটি বিশেষ নেক আমল। এর দ্বারা অশেষ সওয়াব অর্জিত হয়। হজরত যায়িদ ইবন আরকাম (রা.) বর্ণিত হাদিসে রয়েছে– 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ কোরবানি কী? তিনি বললেন, ইহা তোমাদের পিতা হজরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সুন্নাত। তাঁরা বললেন, এতে আমাদের কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে? তিনি বললেন, এর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে। তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বকরির পশমেও কি তাই? জবাবে তিনি বললেন, বকরির প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকি আছে।' (আহমাদ) আর যারা সামর্থ্যবান তারা যদি কোরবানি না করে, তবে তাদের প্রতি মহানবির (সা.) সতর্কবাণী রয়েছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানি করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে'। *(ইবনে মাজাহ)*

আল্লাহর জন্য পূর্ণ ইখলাস, প্রেম-ভালোবাসা ও আবেগ অনুভূতি নিয়ে কোরবানি করতে হয়। কেবল গোশত ও রক্ত প্রবাহিত করার নাম কোরবানি নয়। বরং আল্লাহর রাস্তায় নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ করার এক দৃপ্ত শপথের নাম কোরবানি। কোরবানি শুধু সামাজিক নিয়মে পরিণত হলে চলবে না, এর জন্য চাই পরিপূর্ণ তাকওয়া। এজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কালামে পাকে ঘোষণা করেন, 'আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না এর (পশুর) গোশত ও রক্ত, পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।' (সূরা হজ: ৩৭)

কোরবানি ও মাসাইল

ঈদুল আজহার দুটি ওয়াজিবের মধ্যে অন্যতম হলো পশু কোরবানি করা। হাদিসের ভাষায় মহান আল্লাহর নিকট ঐ দিবসে পশুর রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। পশুর রক্তের ফোঁটা মাটিতে গড়াবার পূর্বেই কোরবানি রাব্বুল আলামিনের দরবারে কবুল হয়ে যায়। কোরবানি একটি অত্যন্ত সওয়াবমণ্ডিত আমল। ভালোভাবে জেনে এ আমল করতে পারলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়া মুমিনের জন্য সহজ হয়। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসাইল নিম্নে দেওয়া হলো:

কোরবানি কার ওপর ওয়াজিব

আক্কেল, বালেগ, স্বাধীন, মুকিম (মুসাফির নন) এমন ব্যক্তি যদি ১০ই জিলহজ ফজর থেকে ১২ই জিলহজ সন্ধ্যা পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন তবে তার ওপর কোরবানি ওয়াজিব। এসময় যদি সে ধনী না থাকেন কিন্তু সময় উত্তীর্ণের পর সে ধনী হয়ে যান তাহলে তাকে কোরবানি দিতে হবে না। কোরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য জাকাতের নিসাবের মতো সম্পদের এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। যে অবস্থায় সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয় ঐ অবস্থায় কোরবানিও ওয়াজিব হবে।

স্বর্ণ-রৌপ্য না থাকলেও যদি কারও নিকট অন্য কোনো সম্পদ থাকে যার মূল্য সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ ও সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্যের সমমূল্য হয় তাহলে তাকে ধনী হিসেবে ধরা হবে। তার ওপর কোরবানি করা ওয়াজিব হবে।

মুসাফিরের ওপর কোরবানি ওয়াজিব নয়। কোনো মহিলা যদি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হন তার ওপরও কোরবানি ওয়াজিব হবে। কোরবানি যাদের ওপর ওয়াজিব নয় এমন গরিব ব্যক্তি যদি কোরবানি করে তবে তা আদায় হয়ে যাবে এবং অশেষ সওয়াবের অধিকারী হবেন। যদি তিনি কোরবানির নিয়তে পশু কিনেন তাহলে তার ওপর কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যায়।

মান্নতের কোরবানি এবং কসমের কোরবানি ওয়াজিব, ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরিব হোক। ধনী লোকের মান্নতের কারণে আবশ্যক হওয়া কোরবানি দ্বারা নির্ধারিত ওয়াজিব আদায় হবে না; বরং তার ওপর দুটি কোরবানি ওয়াজিব হবে। একটি হলো মান্নতের কোরবানি আর অপরটি হলো মালিকে নিসাবের কারণে। অবশ্য যদি কোরবানির দিন কসম করে তাহলে কসমের কোরবানি দ্বারা ওয়াজিব কোরবানিও আদায় হয়ে যাবে। ঋণ করে কোরবানি করা ভালো নয়, যখন ব্যক্তির ওপর কোরবানি ওয়াজিব নয় তখন অন্যের থেকে ধার নিয়ে কোরবানি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

কোরবানির পশু ক্রয় করার পূর্বে কোরবানির পশুর অংশীদার ঠিক করা উত্তম। পশু ক্রয়ের পর কাউকে অংশীদার বানাতে চাইলে পারবে তবে মাকরূহ হবে। সাত ভাগের অংশীদার নেওয়া যাবে তবে সকলের নিয়ত পরিশুদ্ধ হতে হবে। নিয়তের মধ্যে ত্রুটি থাকলে কারও কোরবানি সহীহ হবে না। এজন্য সতর্ক থাকা উচিত। ভাগ বাটোয়ারার সময় অবশ্যই পাল্লা ব্যবহার করতে হবে; যাতে কারো অংশে এতটুকু কম বা বেশি না হয়।

কোরবানির পশু ক্রয় করার পর হারিয়ে গেলে যদি অন্য পশু ক্রয় করার পর হারিয়ে যাওয়া পশুটি পুনরায় পাওয়া যায় তবে যার ওপর কোরবানি ওয়াজিব হয়নি সে ব্যক্তি উভয়টি জবেহ করবে আর যে ব্যক্তির ওপর কোরবানি ওয়াজিব সে একটি জবেহ করলেই তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

কোরবানির পশু সবসময়ই মোটা-তাজা, সুস্থ-সবল, দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও নিখুঁত হতে হবে। যে পশু খোঁড়া, এমন খোঁড়া যে তিন পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে, এক পা মাটিতে লাগে না অথবা মাটিতে লাগলেও তার ওপর ভর দিয়ে চলতে পারে না, যে পশু লেংড়া-লুলা, যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ অথবা একটি চোখ অন্ধ এবং যে পশু এত দুর্বল যে জবেহর জায়গায় হেঁটে যেতে পারে না এবং যে পশুর লেজ, শিং বা কান কাটা বা ভাঙা এ জাতীয় পশু দ্বারা কোরবানি সহীহ হবে না।

পশু জবেহর নিয়ম

জবেহর পশুকে কিবলামুখী করে শোয়াবেন। এরপর বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে জবেহ করতে হবে। জবেহর সময় নিম্নলিখিত রগসমূহ কাটার ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। ক. শ্বাসনালী খ. খাদ্যনালী এবং গ. রক্ত চলাচলের নালীদ্বয়। বক্ষস্থল থেকে গলদেশের মধ্যবর্তী কোনো স্থান দিয়ে জবেহ করা বাঞ্ছনীয়। জবেহর সময় দোয়া পড়তে হবে। দোয়াটি নিম্নরূপ:

‘ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন, ইন্না সালাতী ওয়ানুসূকী ওয়ামাহইয়া ওয়ামামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাকা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে কোরবানির পশু জবেহ করার পর পাঠ করবেন– ‘আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী ওয়ামিন ফুলান ইবন ফুলান (অংশীদার থাকলে তার নাম ও বাবার নামসহ) কামা তাকাব্বালতা মিন খলীলিকা ইব্রাহিম (আ.) ওয়া হবীবিকা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’

পশুর বয়সের ক্ষেত্রে অবশ্যই ছাগল, দুম্বা ও ভেড়া কমপক্ষে এক বছর, গরু ও মহিষ দুই বছর এবং উট পাঁচ বছরের হতে হবে। অবশ্য ছয় মাসের ছাগল যদি এক বছরের ন্যায় দেখা যায়, তা দ্বারা কোরবানি করা যাবে।

কোরবানির পশু জবেহ করার পূর্বে যদি কোনো অংশীদার মৃত্যুবরণ করেন তবে তার বালিগ ওয়ারিশগণ যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানি করার অনুমতি প্রদান করে তবে সকলের কোরবানি দুরস্ত হবে। আর যদি ওয়ারিশ নাবালিগ হয় বা বালিগ ওয়ারিশ অনুমতি না দেয় তবে মৃত ব্যক্তির প্রদত্ত অংশ কোরবানির আগে পৃথক না করা পর্যন্ত কারও কোরবানি সহীহ হবে না।

হুজুর আকরাম (সা.) তাঁর উম্মতের পক্ষে কোরবানি দিয়েছেন। নিজের কোরবানি দেওয়ার পর সামর্থ্য থাকলে প্রিয় নবির নামে, অলি-আওলিয়া, মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনের নামে ভাগ দেওয়া উত্তম। এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এতে সে অধিক সওয়াবের অধিকারী হবেন।

তাকবীর

৯ই জিলহজ ফজর থেকে ১৩ই জিলহজ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর তাকবীর পড়া প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। তিনবার পাঠ করা উত্তম। ঈদুল আজহা ও জুমার নামাজের পর পাঠ করা অপরিহার্য। তাকবীর হলো: *‘আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ’*। পুরুষগণ উচ্চৈঃস্বরে, নারীরা নিচুস্বরে পড়বেন। তাকবীর সালামের সাথে সাথে পড়া ওয়াজিব। কেউ যদি সালামের পরে তাকবীর না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, অথবা অজু নষ্ট করে ফেলে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আলাপচারিতা শুরু করে দেয় তবে সে গুনাহগার হবে। আর ভুলবশত হলে পরে পড়ে নিতে হবে।

মুসলমানদের শুধু কোরবানির প্রতীক হিসেবে পশু জবাইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বিশ্ব মানবতার শান্তি ও কল্যাণের জন্য সবাইকে উৎসর্গিত ও নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। মানুষের অন্তর থেকে পাশবিক শক্তি ও চিন্তা-চেতনাকে কোরবানি করে দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কোরবানি জীব-জানোয়ার বা পশু হনন করতে আসে না, বরং কোরবানির মাধ্যমে পশুপ্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার এটি যে একটি উত্তম ব্যবস্থা তা স্মরণ করিয়ে দিতে ঈদুল আজহা প্রতিবছর ফিরে আসে। আসুন, আমরা সবাই মিলেমিশে কোরবানির সঠিক দীক্ষা নিয়ে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার মাধ্যমে পাপমুক্ত পরিবেশ, হিংসামুক্ত সমাজ, সন্ত্রাসমুক্ত দেশ, প্রেম ও ভালোবাসা বিজড়িত বিশ্ব গড়ে তুলি! আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন।

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন: সহকারী পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

দুর্নীতিকে না বলুন

সুশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি কখনোই দুর্নীতি করতে পারে না

সামাজিক স্থায়ী সুরক্ষায় সর্বজনীন পেনশন

প্রণব মজুমদার

২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতাহারে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা বাংলাদেশে সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশেষে তা আলোর মুখ দেখতে চলেছে। এ নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কৌশলপত্র অনুযায়ী তৈরিকৃত 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২২'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ২০শে জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় যা থাকছে

১। ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি সব কর্মক্ষম নাগরিক সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীরা এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

৩। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের আপাতত নতুন জাতীয় পেনশন ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে।

৪। জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে দেশের ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সি সব নাগরিক পেনশন হিসাব খুলতে পারবে।

৫। প্রাথমিক এ পদ্ধতি স্বেচ্ছাধীন থাকবে যা পরবর্তী সময়ে বাধ্যতামূলক করা হবে।

৬। ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দেওয়া সাপেক্ষে মাসিক পেনশন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৭। প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি আলাদা পেনশন হিসাব থাকবে। ফলে চাকরি পরিবর্তন করলেও পেনশন হিসাব অপরিবর্তিত থাকবে।

৮। এ পেনশন পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। তবে এক্ষেত্রে কর্মী বা প্রতিষ্ঠানের চাঁদা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৯। মাসিক সর্বনিম্ন চাঁদার হার নির্ধারিত থাকবে; তবে প্রবাসী কর্মীরা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চাঁদা জমা দিতে পারবে।

১০। সুবিধাভোগী বছরে ন্যূনতম বার্ষিক জমা নিশ্চিত করবে। অন্যথায় তার হিসাব সাময়িকভাবে স্থগিত হবে এবং পরে বিলম্ব ফিসহ বকেয়া চাঁদা দেওয়ার মাধ্যমে হিসাব সচল করা হবে।

১১। সুবিধাভোগী আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে চাঁদা হিসাবে বর্ধিত অর্থ (সর্বনিম্ন ধাপের অতিরিক্ত যে-কোনো অঙ্ক) জমা করতে পারবে।

১২। পেনশনের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা (৬০ বছর) পূর্তিতে পেনশন তহবিলে পুঞ্জিভূত লভ্যাংশসহ জমার বিপরীতে নির্ধারিত হারে পেনশন প্রদেয় হবে।

১৩। পেনশনাররা আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন।

১৪। নিবন্ধিত চাঁদা জমাকারী পেনশনে থাকাকালীন ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে জমাকারীর নমিনি অবশিষ্ট সময়কালের (মূল জমাকারীর বয়স ৭৫ বছর পর্যন্ত) জন্য মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন।

১৫। পেনশন স্কিমে জমা করা অর্থ কোনো পর্যায়ে এককালীন উত্তোলনের সুযোগ থাকবে না। তবে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জমা করা অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসেবে উত্তোলন করা যাবে যা সুদসহ পরিশোধ করতে হবে।

১৬। কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দেওয়ার পূর্বে নিবন্ধিত চাঁদা দেওয়া ব্যক্তি মারা গেলে জমাকৃত অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনিকে ফেরত দেওয়া হবে।

১৭। পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করে কর রেয়াতের জন্য বিবেচিত হবে এবং মাসিক পেনশন বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়কর মুক্ত থাকবে।

১৮। এ ব্যবস্থা স্থানান্তরযোগ্য ও সহজগম্য; অর্থাৎ কর্মী চাকরি পরিবর্তন বা স্থান পরিবর্তন করলেও তার অবসর হিসাবের স্থিতি, চাঁদা দেওয়া ও অবসর সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

১৯। নিম্ন আয় সীমার নীচের নাগরিকদের ক্ষেত্রে পেনশন স্কিমে মাসিক চাঁদার একটি অংশ সরকার অনুদান হিসেবে দিতে পারে।

২০। পেনশন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের খরচ সরকার নির্বাহ করবে।

২১। পেনশন কর্তৃপক্ষ তহবিলে জমাকৃত টাকা নির্ধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী বিনিয়োগ করবে (সর্বোচ্চ আর্থিক রিটার্ন নিশ্চিতকরণে)।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক তৈরিকৃত কৌশলপত্রে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে

বর্তমানে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর তুলনায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি থাকায় সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি শুরু করার এখনই প্রকৃত সময়।'

মতামতের জন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইনের খসড়াটি ওয়েবসাইটে দেওয়া রয়েছে। কৌশলপত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পেনশন ব্যবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেছে অর্থ বিভাগ।

'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা' প্রবর্তন বিষয়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল অনুমানভিত্তিক হিসাব দিয়ে বলেন, যদি কেউ মাসিক ১ হাজার টাকা চাঁদা দিলে মুনাফা যদি ১০% ও আনুতোষিক ৮% ধরা হয়, তাহলে ১৮ বছর বয়সে যদি কেউ চাঁদা দেওয়া এবং ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত তা চালু রাখেন, তাহলে ঐ ব্যক্তি অবসরের পর ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে ৬৪৭৭৬ টাকা পেনশন পাবেন। যদি ৩০ বছর বয়সে চাঁদা দেওয়া শুরু করেন এবং ৬০ বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে, তাহলে অবসরের পর প্রতি মাসে ১৮৯০৮ টাকা পেনশন পাবেন। তবে চাঁদার পরিমাণ কমবেশি হলে আনুপাতিক হারে পেনশনের পরিমাণও কমবেশি হবে।

অর্থমন্ত্রীর মতে, বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বা জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সুবিধা আমরা ভোগ করছি। আমাদের বর্তমান গড় আয়ু ৭৩ বছর, যা ২০৫০ সালে ৮০ বছর এবং ২০৭৫ সালে ৮৫ বছর হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় আগামী তিন দশকে একজন কর্মজীবী ব্যক্তি অবসর গ্রহণের পরও গড়ে ২০ বছর আয়ু থাকবে। বাংলাদেশে বর্তমানে নির্ভরশীলতার হার ৭.৭ শতাংশ, যা ২০৫০ সালে ২৪ শতাংশে এবং ২০৭৫ সালে ৪৮ শতাংশে উন্নীত হবে। গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীল হার বিবেচনায় আমাদের বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা হিসেবে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা খুবই জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের জন্য অর্থ বিভাগ কাজ করছে। সকল শ্রেণির বয়স্ক নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছর থেকে শুরু করতে যাচ্ছে সরকার।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম প্রণয়নের কৌশলপত্রে জানা যায়, দেশের ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি নাগরিকদের যে কেউ প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাঁদা জমা দিয়ে এই পেনশন সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। সর্বনিম্ন মাসিক ফি'র পরিমাণ ১০০ টাকা নির্ধারণ করা হতে পারে। মোবাইলে আর্থিক পরিষেবা (এমএফএস) ও এজেন্ট ব্যাংকিংসহ সমস্ত অনলাইন পদ্ধতিতে এই ফি পরিশোধ করা যাবে।

তবে এই পেনশনে নাম অন্তর্ভুক্ত করানো বাধ্যতামূলক করা হবে না। পেনশন তহবিলে নাগরিকদের চাঁদা হিসেবে জমা দেওয়া তহবিল ট্রেজারি বিল ও বন্ডে বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারের লাভজনক অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ করা হবে। এতে সরকারের ব্যাংক ঋণ নির্ভরতা কমবে।

বিনিয়োগ থেকে পাওয়া মুনাফার পাশাপাশি তহবিলে সরকারের অবদানও থাকবে। তবে সরকারের অবদান কত শতাংশ এখনও তা নির্ধারণ হয়নি। দেশজুড়ে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা পুরোদমে চালু হওয়ার পর থেকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্তদেরও এই পেনশন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিজীবীরা অবসরে যাওয়ার পর আমৃত্যু তারা আর্থিক সুবিধা পান প্রতি মাসে। সেই চাকরিজীবী মারা গেলে তার স্ত্রী এবং প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে তাকেও আমৃত্যু পেনশন দেওয়া হয়। কিন্তু বেসরকারি খাতে কর্মরতদের জন্য অবসর জীবনে ও তাদের সন্তানদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সুবিধা নেই।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০৫০ সাল নাগাদ ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি মানুষের সংখ্যা ৪০ মিলিয়নের ওপরে পৌঁছতে পারে। ২০২০ সালে এই বয়সি মানুষের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ মিলিয়ন। অর্থাৎ পরবর্তী তিন দশকের প্রতি দশকে ১০ মিলিয়ন মানুষ বয়স্ক নাগরিকের কাতারে নাম লেখাবেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর তুলনায় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক বেশি থাকায় সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালু করাটা এখন 'সময়ের দাবি'।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিবছর সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ও বাজেট বরাদ্দ উভয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর মধ্যে ২৯ শতাংশ পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বেড়েছে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনার জন্য দুর্যোগপ্রবণ এলাকা, দরিদ্রতম এলাকা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের অনুপাতের মতো বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী খাতে বরাদ্দ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বেড়েছে। এ খাতে নতুন অর্থবছরে ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ১১ লাখ উপকারভোগী বাড়ানো হয়েছে।

দেশে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী খাতের আওতায় ১২৩টি কর্মসূচি বা বিষয় রয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে ২৪টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। এগুলোর মধ্যে ৮টি কর্মসূচি হচ্ছে নগদ ভাতা আর ১১টি খাদ্য সহায়তা।

বাংলাদেশে সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি সকল জনগোষ্ঠীর সামাজিক চাহিদা এবং পরিণত বয়সে সংকটকালের স্থায়ী জীবন নিরাপত্তা–তা জোর দিয়েই বলতে পারি। সকল শ্রেণির মানুষের নিরাপত্তা বিধানে সর্বজনীন পেনশন চালু হচ্ছে এটা সকলের জন্য আনন্দের বিষয়, আর তা কার্যকর হলে স্বপ্নের পদ্মা সেতুর মতো দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরেকটি উন্নয়নের মাইলফলক অতিক্রম করবেন।

প্রণব মজুমদার: সাহিত্যিক ও অর্থকাগজ সম্পাদক, reporterpranab@gmail.com

পদ্মা সেতু উদ্‌বোধন: মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশে ফেরার দিন

খান চমন-ই-এলাহি

পদ্মা সেতুর শুভ উদ্‌বোধন মানেই হলো বাঙালি ও বাংলাদেশের অস্তিত্ব প্রকাশের শুভদিন। নতুন একটি অধ্যায়। জাতীয় চেতনা বিকাশের আরও একটি দিন। স্মরণীয় বরণীয় দিন। স্মৃতির মিনারে সাজিয়ে রাখার দিন। অর্থনৈতিক মুক্তির অনন্য দিন। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি আর যোগাযোগের অবিস্মরণীয় ও বিস্ময়ের দিন। মুক্তিসংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত দিন– বিজয় দিবস; ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এর আলোয় উদ্ভাসিত যোগাযোগ ব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক সাফল্য লাভে জীবন, দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ দিন– ২৫শে জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বললে যেমন ফিরে আসে বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাস। পূর্বাপর অনেক ঘটনা ও স্মৃতি অক্সিজেন হয়ে দেখা দেয়। আমরা কখনও একে এড়িয়ে যেতে পারি না। স্বাধীনতা হলো সেই সত্যের উচ্চারণ– যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবন অন্যের কাছে নির্ভর না করা শেখায়। মাথা উঁচু করে চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলতে উজ্জীবিত করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বাঙালি ও বাংলাদেশকে যে ফিনিক্স পাখির মতো দেখতে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বা পঞ্চাশ বছরে এসে অর্থনৈতিক মুক্তি ও যোগাযোগ অভিভাবক বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসিকতা ও ঋজুতার কারণে তা সম্ভব হয়েছে। এ যেন বাঙালির আগামী হাজার বছরে জয়ী হওয়া। বলা আবশ্যকীয় নয় কি, জয়তু বাংলাদেশ।

অকপটে বলা প্রয়োজন, একদিনে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। কথায় আছে, যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সে-ও মাতৃগর্ভে থাকে দশ মাস। পদ্মা সেতু কোনো কল্পনা বা স্বপ্ন নয়, নতুন এক বাস্তবতার নাম। ভালোবাসায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ করে নেওয়া সোনালি আখরে জাতীয় জীবনে লেখা নাম– পদ্মা সেতু।

পদ্মা সেতু নির্মাণে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। ভালোবাসা ও ঘৃণার প্রকাশ। একাত্তরে যেমন ছিল পক্ষ-বিপক্ষ, পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নয়। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নতুনভাবে যাত্রা শুরু হয় বাঙালির। প্রথম দিকে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে নির্মাণকাজ শুরুর কথা ছিল এবং তা সম্পন্ন করার কথা ছিল ২০০৪ সালের জুনের মধ্যে। জাতির ভাগ্যাকাশে বিড়ম্বনার বাতাস বয়। সেবার আর পদ্মা সেতু বাস্তবে হলো না। দৃশ্যমান হলো না স্বপ্নের পদ্মা সেতু। ফেরি-লঞ্চ-স্পিড বোট-নৌকা-ট্রলার হয়ে থাকল যোগাযোগ অনুষঙ্গ। বঞ্চিত হলো দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বিস্মৃত জনপদ– কুয়াকাটা, বেনাপোল স্থলবন্দরসহ একাধিক সমুদ্রবন্দর। নির্বিঘ্নে যাওয়া গেল না রাজনীতির তীর্থ– টুঙ্গিপাড়া, প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী খ্যাত কোটালীপাড়া কিংবা ষাটগম্বুজ মসজিদ হয়ে জলবেষ্টিত তবু মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সুন্দরবন।

সময়ের সিঁড়ি ধরে এগোয় বাংলাদেশ। থমকে থমকে কিছু পথ কথার ফানুসে পূর্ণ হয়। কাজীর গরু হিসেবে আছে, গোয়ালে নেই। বাস্তবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ২৯ শতাংশের বাংলাদেশ। পদ্মা সেতু নিয়ে দুটি সরকারের উদ্যোগ যখন ব্যর্থ তখন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির জন্য এল শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার। সকল বিভেদ ঘুচিয়ে রেলপথ সংযুক্ত করে ২০১১ সালের ১১ই জুন প্রথম দফায় সেতুর ব্যয় সংশোধন করে ব্যয় ধরা হয় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। স্টিল ও কংক্রিটে নির্মিত দ্বিতল বিশিষ্ট পদ্মা সেতুর উপরে ৪ লেনের সড়ক পথ ও নীচের স্তরে একটি একক রেলপথ। এ সেতুর মাধ্যমে এপার থেকে ওপারে যাবে গ্যাস-বিদ্যুৎ-ফাইবার অপটিক ক্যাবল। সম্প্রসারিত হবে বিজ্ঞানময় আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার।

পদ্মা সেতুর নকশা করে এইসিওএম। আর এটি নির্মাণ করে চায়না

মেজর সেতু ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। এ সেতু নির্মাণে প্রখ্যাত স্থপতি অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ প্যানেল কাজ করে। আমাদের অর্থ, আমাদের সেনাবাহিনী, আমাদের লোকবল এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ যুক্ত হয় এ সেতুতে। সেতুর জন্য ৯১৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করে সরকার। যারা নিজেদের ভিটামাটি ত্যাগ করেছে দেশের জন্য, তাদের জন্য সরকার শুধু আবাসন কিংবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করেননি, বরং ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক জনগণকে সর্বোচ্চ নাগরিক সুবিধা প্রদান করেছে। স্কুল-মসজিদ, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, নিরাপত্তার জন্য থানা পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে। পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে পদ্মা উত্তর ও পদ্মা দক্ষিণ নামে দুটি থানা গঠন করা হয়েছে। যথেষ্ট নিরাপত্তার জন্য শেখ রাসেল সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রশ্ন করা হচ্ছে, ২০১৪ সালের নভেম্বরে যে সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়, তার ব্যয় ৩০,১৯৩ কোটি? ৬.১৫ কিমি. বা ২০,২০০ ফুট দীর্ঘ ও ১৮ মিটার বা ৩৯.৪ ফুট প্রস্থের সেতুতে এত টাকা ব্যয়! এসব প্রশ্নের জবাব অনেকের জানা। প্রশ্ন করা, না করা, জবাব দেওয়া কিংবা না দেওয়ার মধ্যে অনেক কিছু থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দুর্নীতির অভিযোগ খারিজ হয়েছে। বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু ও বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় প্রয়োজনে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেছে। যারা প্রশ্ন করে সময়ক্ষেপণ করতে চায় তারা এও বলে, ২০১৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রথম স্প্যান বসালো আর ৪১তম বা শেষ স্প্যানটি বসালো ২০২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর। এই দীর্ঘসূত্রতা কী বাজেট বাড়াবার কৌশল নয়? অনেকে জবাব দেয়, কাজ করলে কিছু সময়ের দরকার। কাজ বুঝে সময়। সেতু উদ্‌বোধনের প্রাক্কালে টোল নিয়েও প্রশ্ন তোলে কেউ কেউ। কেন ফেরি পারাপারের থেকে খরচ বেশি পড়বে? অনেকে জবাব দেয়, অর্থ বিভাগের সঙ্গে সেতু নির্মাণে ২৯,৮৯৩ কোটি টাকা ঋণ দেয় সরকার। ১ শতাংশ সুদ হারে ৩৫ বছরের মধ্যে সেটি পরিশোধ করবে সেতু কর্তৃপক্ষ। এসব তুচ্ছ প্রশ্ন থেকে সরে এসে কেউ কেউ বলে, দক্ষিণের এলাকা কিংবা ২৯ শতাংশ এলাকার উন্নয়ন নয়, সমগ্র দেশ অর্থনীতির সূচকে এগিয়ে যাবে। জিডিপি ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

সমালোচনায় কিংবা বিরোধিতার মধ্য থেকে শেখ মুজিবুর রহমান জাতির অভিভাবক, জাতির পিতা হয়েছিলেন, আর শেখ হাসিনা যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। তিনিও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে সমালোচনা ও বিরোধিতার জবাব দিচ্ছেন কখনো কথায়, কখনোবা কাজে। পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রেও বিষয়টি স্পষ্ট। তিনি তাঁর প্রথম মেয়াদে ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিছু পথ পিচ্ছিল ছিল। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন না। আবার যখন ফিরে এলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হয়ে তখন জাতীয় সংসদে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন। বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে ২০১৫ সালের ১২ই ডিসেম্বর মূল অবকাঠামো উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর ২০২২ সালের ২৫শে জুন পদ্মা সেতু দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে উন্মুক্ত করে দেন বঙ্গবন্ধুকন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে পদ্মা সেতু দৃশ্যমান হতে থাকে। বাস্তবে রূপ পায় আবার। তিনিই খুলে দিলেন সেতুটি ব্যবহারের জন্য। দীর্ঘ পথের এই সংগ্রামে তিনি জয়ী হয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার আরও একধাপ অগ্রগতি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা পদ্মা সেতু ব্যবহারের মাধ্যমেও নির্মিত হবে। যুগপৎ মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হচ্ছে এবং হবে। শতবর্ষের অধিক সময়ের জন্য নির্মিত পদ্মা সেতু আলোর পথ দেখাবে। বিশ্বে নবতর উচ্চতায় দাঁড়াবে লাল-সবুজে খচিত বাংলাদেশ। এমন পরিপ্রেক্ষিতে ছড়ার পঙ্‌ক্তি দিয়ে বাঙালি ও বাংলাদেশের মনোভাব প্রকাশ করা যায়। 'পদ্মা সেতু' ছড়ায় চয়ন করা হয়েছে–

লাল-সবুজের স্বাধীন দেশে
 জয়ের মালা আঁকে–
শিশুর সাথী ফুল পাখিরা
 পদ্মা সেতুর বাঁকে।
তোমার আমার ভালোবাসা
 বাংলাদেশের জন্য
অর্থনীতির ঘুরবে চাকা
 ঘুচবে দেশের দৈন্য।
জগৎজুড়ে সব মানুষে
 ফিরে এসে বাংলায়
গল্প ছড়ায় হাজার কথা
 মনটা ভরে পায়।
তাইতো আমি পদ্মা সেতুর
 উদ্‌বোধনের দিন
স্মৃতির মিনার সাজিয়ে রাখি
 বাজাই মুক্তিবীণ।

খান চমন-ই-এলাহি: কবি, কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও আইনজীবী

বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন পদক

প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী সংস্থা ও ব্যক্তিকে জাতীয়ভাবে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তিন ক্যাটাগরিতে দেওয়া হচ্ছে 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন' পদক। ২০২১ সালের জন্য নির্বাচিত পদকপ্রাপ্তদের নামের একটি তালিকা সম্প্রতি প্রকাশ করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মী/ব্যক্তিত্ব ক্যাটাগরিতে চুয়াডাঙ্গার মো. বখতিয়ার হামিদ মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা ক্যাটাগরিতে প্রয়াত ড. মো. আনিসুজ্জামান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজের টিম ফর এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেনটাল রিসার্চ (টিইইআর) পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন'-এর প্রতিটি শ্রেণিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে দুই ভরি (২৩ দশমিক ৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণের বাজারমূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও পঞ্চাশ হাজার টাকার অ্যাকাউন্ট পে-ই চেক এবং সনদপত্র দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: শাওন আহমেদ

আগুনের পরশমণি : মুক্তিযুদ্ধের অসামান্য চলচ্চিত্র

বিনয় দত্ত

হুমায়ূন আহমেদ যেভাবে গল্প বলতেন সেইভাবে কি চলচ্চিত্র নির্মাণ করতেন? হুমায়ূন আহমেদের গল্প-উপন্যাস পড়া আর চলচ্চিত্র দেখার পর এই কথাটা বার বার মনে হয়েছে। তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রের মধ্যে *আগুনের পরশমণি* (১৯৯৪), *শ্রাবণ মেঘের দিন* (১৯৯৯), *দুই দুয়ারী* (২০০০), *চন্দ্রকথা* (২০০৩), *শ্যামল ছায়া* (২০০৪), *নয় নম্বর বিপদ সংকেত* (২০০৬), *আমার আছে জল* (২০০৮), *ঘেটুপুত্র কমলা* (২০১২) উল্লেখযোগ্য।

আগুনের পরশমণি এবং *শ্যামল ছায়া* মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো *আগুনের পরশমণি*। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যতগুলো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে *আগুনের পরশমণি* অন্যতম।

দ্বিতীয়ত, তখনকার সমাজ ছিল মধ্যবিত্ত। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনকাল কেমন ছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই চলচ্চিত্র। তৃতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধে দুর্ধর্ষ অভিযান চালায় ক্র্যাক প্লাটুনের সদস্যরা। তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে ঢাকা শহরে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করেছিল। একদল প্রশিক্ষিত তরুণ মুক্তিযোদ্ধা সেই দল পরিচালনা করত। এই গেরিলা দলটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে 'হিট অ্যান্ড রান' পদ্ধতিতে অসংখ্য আক্রমণ পরিচালনা করে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে ক্র্যাক প্লাটুন ছিল ত্রাসের অপর নাম।

সেই ক্র্যাক প্লাটুন নিয়ে কোনো চলচ্চিত্র আজ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি। *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রে ক্র্যাক প্লাটুন খুব দারুণভাবে চিত্রিত হয়েছে, যা সত্যিই মনে রাখার মতো।

আগুনের পরশমণি চলচ্চিত্রের মূল চরিত্র বদিউল আলম। একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা যাকে কেন্দ্র করে গোটা চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের শুরু হয় পাকিস্তানিদের গাড়ি বহর ঢাকা শহর ঘেরাও করেছে সেই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। তাতে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। সেই আতঙ্ক সাধারণ মানুষকে যেমন তাড়িত করে, তেমনি সরকারি কর্মকর্তা মতিন সাহেবের পরিবারকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। মতিন সাহেবের দুই মেয়ে রাত্রি, অপলা, স্ত্রী সুরমা, বাড়ির পরিচারিকা বিন্দি–সবার মধ্যেই ভয়। কখন পাকিস্তানিরা তাদের বাড়িতে আক্রমণ করে। এই ভয়ের কারণে তাদের চলাফেরার স্বাভাবিক গতি ছন্দহীন হয়ে পড়ে।

মতিন সাহেবের মেয়ে রাত্রি বাড়ির ছাদে যেতে চাইলেও তার মা যেতে দেয় না। কারণ যুবতী মেয়ে যে এই ঘরে আছে, তা যেন কেউ টের না পায়। এই সতর্কতা শেষ পর্যন্ত ছিল। শুধু তাই নয়, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে তরুণদের ধরে ধরে ব্রাশফায়ার করে মেরে ফেলত। সেই সংকট সময়ে মতিন সাহেবের বাড়িতে আসে বদি।

বদি মূলত একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর বদি অপারেশন পরিচালনা করার জন্য ঢাকায় প্রবেশ করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে বদিকে আশ্রয় দেওয়া বিপজ্জনক, তা জেনেও মতিন সাহেব তাকে আশ্রয় দেয়।

বদিকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে মতিন সাহেবের স্ত্রী সুরমা খুব রাগারাগি করে। খানিকটা অবহেলা, অবজ্ঞা, ক্ষোভ ছিল বদিকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে। সেই অবহেলাও যেন ধীরে ধীরে উবে যায়। বদি প্রথম যেদিন অপারেশন করতে যায় সেইদিন সুরমাসহ দুই মেয়ে সবাই উৎকণ্ঠায় ভুগতে থাকে। বদি যেন ফিরে আসে তাও তারা বার বার বলতে থাকে। এই যে বদির প্রতি মতিন সাহেবের পরিবারের ভালোবাসা জন্ম নেওয়া, তা দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক।

১৯৭১ সালে মানুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে, বাংলায় কথা বলতে পারত না। মূল বিষয় হলো, স্বাধীন একটা জাতি হঠাৎ গৃহবন্দি হয়ে পড়ল, কেন এমন হলো? কারণ পাকিস্তানিরা জোর করে তাদের আচার-ব্যবহার, ভাষা, সংস্কৃতি, খাবার বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেয়। *আগুনের পরশমণি* বাঙালিদের সংস্কৃতির অন্যতম প্রতিবিম্ব। মতিন সাহেবের মেয়ে রাত্রি যেভাবে কথায় কথায় গান গেয়ে উঠত, এইটাই মূলত এই দেশের সংস্কৃতি। গান বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে গান মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা দিয়েছে সেই গানই বাঙালি সংস্কৃতির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো; বা নেশা লাগিলো রে বাঁকা দুই নয়নে নেশা লাগিলো রে; বা আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে– গানগুলো শুনলে বোঝা যায়, তা এই প্রকৃতি-প্রতিবেশের অংশ।

আগুনের পরশমণি হুমায়ূন আহমেদের প্রথম পরিচালিত

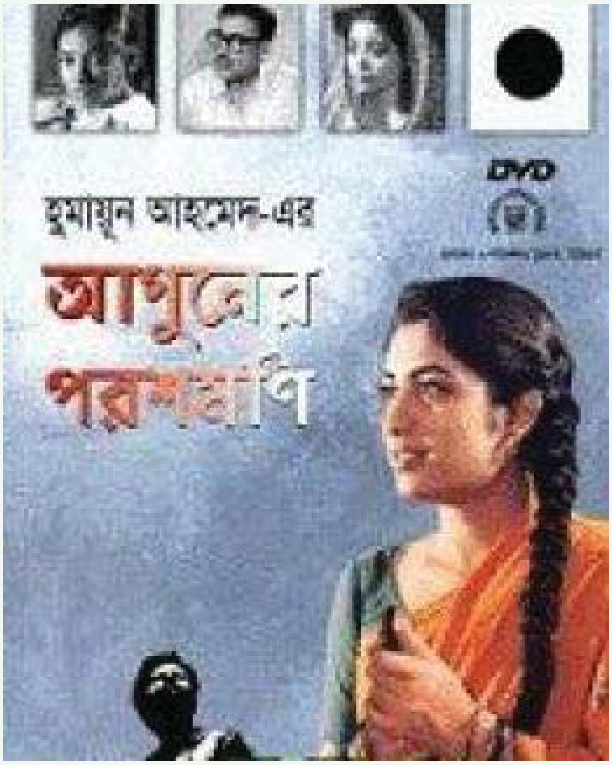

চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্র তিনি যেভাবে নির্মাণ করেছেন, এরপর আর কোনো চলচ্চিত্র এই ফর্ম বা স্টাইলে নির্মাণ করেননি। এই চলচ্চিত্র একদম সিকুয়েন্স ধরে ধরে আগানো। *শ্রাবণ মেঘের দিন (১৯৯৯), দুই দুয়ারী (২০০০), চন্দ্রকথা (২০০৩), শ্যামল ছায়া (২০০৪), নয় নম্বর বিপদ সংকেত (২০০৬), আমার আছে জল (২০০৮), ঘেটুপুত্র কমলা (২০১২)*– এই চলচ্চিত্রগুলোর গল্প সিকুয়েন্সের ধারাবাহিকতা ভেঙে ফেলা হয়েছে। শুরুতেই এমনভাবে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে যাতে দর্শক যেন পরের দৃশ্যে কী হচ্ছে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করে। সেই ধারাবাহিকতা *আগুনের পরশমণি* চলচ্চিত্রে ছিল না। তবে *আগুনের পরশমণি*সহ হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য চলচ্চিত্রে তাঁর নিজস্ব কিছু স্বকীয়তা রয়েছে। যেমন বিন্দি পরিবারের সবাইকে নিজের বিয়ের সম্বন্ধের গল্প বলত। এই গল্প বলার ধরন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হুমায়ূনের চলচ্চিত্র বা গল্প-উপন্যাসে দেখা যায়। চলচ্চিত্রের একটা দৃশ্য ছিল এমন– বিন্দি মতিন সাহেবকে হুট করে সালাম করে। কারণ তার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। এই যে হুট করে এই ধরনের কাজ করার বিষয়গুলো, হুমায়ূনের চলচ্চিত্রে অনেক বেশি দেখা মেলে। আরেকটা মজার চরিত্র হলো বদির মামা। তিনি প্রচণ্ড রাগি আবার প্রচণ্ড আবেগী। এই ধরনের চরিত্রেরও প্রচুর দেখা মেলে। এরা সবাইকে কারণে-অকারণে বকাঝকা করে। সবাই তাদের প্রতি বিরক্ত হয় আবার তাদের মান্যও করে। এই বিচিত্র চরিত্রগুলো হুমায়ূনের চলচ্চিত্রে প্রচুর।

তাঁর সাহিত্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো চিঠি। তাঁর উপন্যাসে কিছু ফর্মুলা থাকে। চিঠিও একটা বড়ো ফর্মুলা। সেই ফর্মুলা চলচ্চিত্রেও উপস্থিত ছিল। বদি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার ছন্নছাড়া জীবনের কথা তার মা, বোন জানে। মা আর বোনের সঙ্গে যখন বদি দেখা করতে গেল তখন বোন একটা চিঠি লিখে দেয়। সেই চিঠি বদি আগলে রাখে। পাকিস্তানিদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে মতিন সাহেবের বাড়িতে ফেরে, তখন রক্তাক্ত অবস্থায় বদি সুরমাকে তার বোনের চিঠিটা পড়তে বলে। সেই আবেগঘন চিঠি দর্শককে আরও বেশি আবেগতাড়িত করে তোলে। সেই চিঠির রেশ থাকতে থাকতেই 'আগুনের পরশমণি' গানটা শুরু হয়। মৃত্যুপথযাত্রী বদি নিজের দেহখানি যেন দেবালয়ে তুলে ধরেছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন,

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে ॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো–
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে ॥

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র হিসেবে *আগুনের পরশমণি* বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেই সময়ের সমাজ, প্রতিবেশ, সংস্কৃতি, ইতিহাসের জন্যও খুব তাৎপর্যপূর্ণ, যা এখনও দর্শকের মনে গেঁথে আছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুদানে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রসহ আটটি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। হুমায়ূন আহমেদ প্রথম চলচ্চিত্র দিয়েই নিজের অবস্থান প্রমাণ করে দেন, যে কারণে তাঁকে পাঠক-দর্শক আজীবন মনে রাখবেন।

বিনয় দত্ত: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক, benoydutta.writer@gmail.com

দেশের সব থানায় চালু অনলাইন জিডি কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে জুন গণভবন ভার্চুয়ালি অনলাইন জিডি কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সূত্রাপুর, কলাবাগান ও ক্যান্টনমেন্ট থানা এবং ময়মনসিংহের সদর ও ভালুকা থানায় এটি চলছে। এছাড়া পরীক্ষামূলকভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নয়টি থানায় চালু হয়েছে অনলাইন জিডির প্রক্রিয়া। এটি করতে প্রয়োজন জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, সচল মোবাইল নম্বর ও জন্মতারিখ।

প্রথমে gd.police.gov.bd ওয়েবসাইটে ঢুকতে হবে। সেখানে অনলাইনে জিডির একটি পেজ আসবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, মোবাইল নম্বর ও জন্ম তারিখ লিখে সাবমিট করতে হবে। এরপর পরিচয় নিশ্চিতের জন্য এসএমএসের মাধ্যমে একটি কোড আপনার দেওয়া মোবাইল নম্বরে পাঠানো হবে। দ্বিতীয় ধাপে নিজের জন্য নাকি অন্যের পক্ষে জিডি করবেন সেটি নির্বাচন করতে হবে। জিডির ধরন এবং কী হারিয়েছেন অথবা খুঁজে পেয়েছেন তা নির্বাচন করতে হবে। কোন জেলার কোন থানায় জিডি করতে চান তা নির্বাচন করুন, ঘটনার সময় ও স্থান লিখে 'পরবর্তী ধাপ' বাটনে ক্লিক করতে হবে। সর্বশেষ অর্থাৎ তৃতীয় ধাপে আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা ও ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে হবে। জিডি সম্পর্কিত কোনো ডকুমেন্ট থাকলে সেগুলো সংযুক্ত করা যাবে। ই-মেইল অ্যাড্রেস লিখতে হবে। এরপর 'সাবমিট' বাটনে ক্লিক করলেই সম্পন্ন হবে অনলাইন জিডি। আবেদন সম্পন্ন হলে লগইন করে আবেদনকারী জিডির সর্বশেষ অবস্থাও জানতে পারবেন।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

বঙ্গবন্ধুর স্বায়ত্তশাসন দাবি থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। এ দিনেই বাঙালি নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য, নিজ ভূখণ্ডকে স্বাধীন করার জন্য, একটি স্বাধীন দেশের মানচিত্র ও একটি নিজস্ব স্বাধীন পতাকা পাওয়ার জন্য পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার আন্দোলনের ডাক দেয়। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে কিন্তু আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

আইয়ুবী আমলের স্বৈরাচারী শাসন ও শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলার জনগণের ন্যায্য অধিকার এবং দাবিদাওয়া থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকার যতই অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাতে থাকে, পূর্ব বাংলার জনমনে ততই বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এসময় পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ এই স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সুতীব্র গতিবেগ দান করে। এই যুদ্ধ এটা প্রমাণ করে যে, প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল। সেই যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থার প্রতি কেন্দ্রের সুদীর্ঘকালের উপেক্ষা এবং উদাসীনতা বাঙালিদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের এরূপ আচরণ দেখে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে ক্রোধের সৃষ্টি হয়। তারা তাদের বিরুদ্ধে একটা কিছু করতে চায়। ঠিক এই সময়েই আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এই চরম অবহেলা ও উদাসীনতার কঠোর প্রতিবাদ জানান। তাঁর এই প্রতিবাদ ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং পরবর্তীতে এটি একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। এই অবস্থায় ১৯৬৬ সালে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের দাবিতে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি সরকারের কাছে পেশ করেন।

ছয় দফাগুলো হলো

১। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সংসদ ও রাজ্য পরিষদসমূহ সার্বভৌম হবে।

২। ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়– প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র সম্পর্ক।

৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। মুদ্রা ব্যবস্থা আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা স্টেট ব্যাংক থাকবে। অথবা সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।

৪। সবরকম কর ও শুল্ক ধার্য করা ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থের কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশ থাকবে এবং আদায়ের সাথে সাথেই সে অংশটুকু ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এ টাকাতেই ফেডারেল সরকার চলবে।

৫। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে।

৬। প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিকবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রকারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবি ছিল মূলত বাঙালিদের বাঁচার দাবি। শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফাকে আওয়ামী লীগের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে শুধু ক্ষমতা লাভ করতেই সচেষ্ট ছিলেন না, বরং তিনি ছয় দফার দ্বারা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বাস্তবেও সেটাই হয়েছিল। এই ছয় দফা আন্দোলনই পরবর্তীকালে একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বরাবরই আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে পাকিস্তানের সংহতি ও অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করতেন। ছয় দফার প্রতিটি দফাকেই তারা সমালোচনা করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান বার বার সুদৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন যে, ছয় দফা কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে নয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধেও নয়। এটা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে। তিনি আরও বলেন যে, ছয় দফা পাকিস্তানের অস্তিত্ব কোনোক্রমেই বিনষ্ট করতে চায় না, বরং পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণকে অধিকতর সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করতে চায়। 'ছয় দফা বাস্তবায়িত হবে এবং পাকিস্তানও টিকে থাকবে'– শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন।

বলাবাহুল্য যে, ছয় দফা ছিল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দাবিদাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কিছুতেই ছয় দফা আন্দোলনকে মেনে নেয়নি। বরং পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ভীতসন্ত্রস্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে সারা দেশে গণ-বিক্ষোভ শুরু হয়।

ছয় দফার সমর্থনে ১৯৬৬ সালের ১৩ই মে আওয়ামী লীগ আয়োজিত পল্টনের জনসভায় ৭ই জুনের হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। মাসব্যাপী ছয় দফা প্রচারে ব্যাপক কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়।

শেখ মুজিব ছয় দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সারা বাংলায় জনসংযোগ শুরু করেন। এসময় তাঁকে খুলনা, যশোর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বার বার গ্রেপ্তার করা হয়।

৭ই জুন শেখ মুজিব ও নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। এসময় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে পুলিশরা গুলি ছোঁড়ে। এতে তেজগাঁওয়ে বেঙ্গল বেভারেজের শ্রমিক নেতা, সিলেটের মনু মিয়া পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের গুলিতে প্রাণ হারায়। এতে বিক্ষোভের প্রচণ্ডতা আরও বেড়ে যায়।

তেজগাঁওয়ে ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়। আজাদ এনামেল অ্যালুমিনিয়াম কারখানার শ্রমিক নেতা আবুল হোসেন ইপিআরের গুলিতে শহিদ হন। একই দিন নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশনের কাছে পুলিশের গুলিতে মারা যায় আরও শ্রমিক। পুলিশ দেড় হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। দুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকায় শ্রমিকরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। ইপিআর বাহিনী এই মিছিলে গুলি বর্ষণ করে। বেলা ১১ টায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। হরতালের পরের দিন গুলিতে আহত একজনের মৃত্যু হয়। সরকারি মতে ১১ জনের মৃত্যু হয়; কিন্তু নিহতের সংখ্যা আরও বেশি ছিল। আন্দোলনের তীব্রতায় লাখো বাঙালি মাঠে নেমে পড়ে। সন্ধ্যায় জারি করা হয় কারফিউ। রাতে হাজার হাজার আন্দোলনকারী বাঙালিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এমনিভাবে ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

সংবাদ জগতের নির্ভীক সমাজকর্মী পূর্ব বাংলার গণ-আন্দোলনের সোচ্চার কণ্ঠ *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আইয়ুব-মোমেন চক্রের নির্দেশে। *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর প্রেস 'নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস' বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয়।

২০ মাস জেলে আটক রাখার পর ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি শেখ মুজিবকে সামরিক হেফাজতে নেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে বিচার শুরু করে। এই মামলায় শেখ মুজিব ও তাঁর সহচরদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু গণ-আন্দোলনের চাপে পাকিস্তানি সরকার শেখ মুজিব ও মানিক মিয়াসহ অন্যান্য নেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

শেখ মুজিব দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে একথা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পাকিস্তানিরা ছয় দফা মানবে না, মানতে পারে না। কারণ ছয় দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে এক পাকিস্তান থাকবে না। পাকিস্তানের ৫টি প্রদেশ ৫টি স্বায়ত্তশাসিত দেশে পরিণত হবে। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, ছয় দফা দাবি আদায়ের জন্য শেখ মুজিব ছয় দফা পেশ করেননি। শেখ মুজিবের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা, ছয় দফা ছিল রাজনৈতিক কৌশল মাত্র।

পাকিস্তানিরা যেমন ছয় দফা মানতে পারেনি, তেমনি শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতেও পারেনি। শেখ মুজিব এমন এক অভূতপূর্ব নবতর রাজনৈতিক কৌশলে অবতীর্ণ হন, যার ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং সমগ্র জাতি স্বাধীনতার লক্ষ্যে ধাবিত হয়। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ছয় দফা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে এমন এক দাবিনামা, যেখান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নতুন গতি লাভ করে।

ভাষা আন্দোলন, আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের হাত ধরে স্বাধীনতা যুদ্ধ–সবকিছুর নেপথ্যে বঙ্গবন্ধুর সুনিপুণ দক্ষতা, কৌশলী নেতৃত্ব মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছে। তারা একাত্ম হয়েছে বঙ্গবন্ধুর বজ্রবাণীতে। বাংলার মানুষের মধ্যে মুক্তির স্বপ্ন, স্বাধীনতার বীজমন্ত্র প্রোথিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর নখদর্পণে। সত্য-ন্যায় থেকে তাঁকে দমিয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। ঐতিহাসিকভাবে আজ একথা স্বীকৃত যে, ছয় দফাই ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা দাবি ছিল জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং এর প্রতি তাদের সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বাংলার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণার উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে ছয় দফার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর গুরুত্ব সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছিলেন যে, 'ছয় দফা বাংলার কৃষক-শ্রমিক-মজুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর জনগণের মুক্তির সনদ এবং বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি। এটা শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার। এটা মুসলিম-হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতীয় স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি।'

একথা অনস্বীকার্য যে, ছয় দফাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছয় দফার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ছয় দফা পাকিস্তানি শাসকদের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় আসে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান। গণ-অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে বীরের বেশে বেরিয়ে এলেন। সেসময় ছাত্র-নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে জিগ্যেস করেছিলেন, ছয় দফার পর কী? বঙ্গবন্ধু ছাত্র নেতাদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'ছয় দফা না মানলে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতা।'

ছয় দফা দাবির ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার পর বাঙালিরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। নয় মাস যুদ্ধের পর বাঙালিরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পায়, যার নাম– বাংলাদেশ।

সর্বশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিই পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বাঙালিদের এগিয়ে নিয়ে যায় নিজ দেশকে স্বাধীন করতে। বাংলার স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে বাঙালিদের মূল প্রেরণা ছিল আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি। মূলত ছয় দফা থেকেই নানা আন্দোলনের মাধ্যমে এসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

মোহাম্মদ নজরুল হাসান ছোটন: মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বেতার ও প্রাবন্ধিক

ফটোফিচার: নাজিম উদ্দিন

বর্ষা বর্ণনা

ইমরুল কায়েস

বর্ষাকে কোমল ও স্নিগ্ধ ঋতু বলা হয়। বসন্ত ঋতুরাজ হলে বর্ষাকে রানি বলা হয়। বর্ষার সজল ধারা নারীর কাজল চোখের সুখের ও দুঃখের প্রবাহের মতোই। তাই তো বর্ষা ঋতুর রানি। বর্ষাকে পদ্য ঋতু, গল্প, উপন্যাস ও নাটকের ঋতু বলা হয়। বর্ষার অবস্থিতি মানে মনে সৃষ্টির উসকানি। সেই বৃষ্টিতে সৃষ্টির উল্লাসে মাতে কবিমন, গায়কমন। তাই বর্ষা প্রেমের ঋতু। গানের ভাষায়, 'আষাঢ় শ্রাবণ/ মানে না তো মন/ ঝরো ঝরো ঝরেছে।' ঠিক যেন তাই। বাঙালির প্রেমের ঋতু বর্ষা। বর্ষা নিয়ে যত গান কবিতা রচিত হয়েছে প্রকৃতির অন্য কোনো অনুষঙ্গ নিয়ে তা হয়নি। সত্যিই বর্ষাকালের বৃষ্টি মানে, মন খুলে মনের সৃষ্টির মধ্যে ডুব মারে মন। বর্ষার বৃষ্টির আলাদা ছন্দ, লয় ও তাল আছে। গভীর চোখে দৃষ্টি মেললে বৃষ্টির নাচন দেখা যায়। বৃষ্টি তাই প্রেমিকের কাছে প্রেমিকা; বৃষ্টির জলের ছোঁয়া প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের স্পর্শ।

বর্ষা নন্দিত ঋতু। এর দৃষ্টিনন্দন নান্দনিক রূপ চোখে ও মনে ধরা দেয় ষোড়শীর লাবণ্য রূপে। *শ্রাবণ মেঘের দিন* আস্ত একটি বর্ষাযাপন চলচ্চিত্র। হুমায়ূন আহমেদ তো বর্ষা ও বৃষ্টিবিলাসী লেখক ছিলেন। বর্ষায় ময়ূর পেখম মেলে নৃত্য করে। লাজ ভেঙে বেরিয়ে আসে ময়ূরীর শতরঞ্জি সৌন্দর্য। যে সৌন্দর্য বর্ষার মোহনীয় সুরকে গীতি নাট্যরূপে রূপায়িত করে। সেই সুরে লীলায়িত হয় আমাদের মন।

পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত পরিচালক বাসু চক্রবর্তী নির্মাণ করলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র *হঠাৎ বৃষ্টি*। বর্ষা ও বৃষ্টিকে উপজীব্য ধরে একটি চমৎকার প্রেমরসায়ন চলচ্চিত্র বেশ সাড়া ফেলেছিল দর্শকমহলে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য বর্ষাকে নিয়েই। সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র *পদ্মাপুরাণ* নদী ও বর্ষাকে নিয়েই। মেঘের বাদ্যির মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির ঝাপিয়ে পড়া নাচ সত্যিই পাগল করা। এ যেন ঘোর অন্ধকার করে আকাশের মেঘ নেমে আসে জমিনে। গবাদি পশুর দল মেঘের অন্ধকার মুখ দেখলে পালাতে শুরু করে। যেন একই সুতোয় গাঁথা তিনটি ফুলের তেরঙা মালা! মেঘ বৃষ্টি আর জল।

চৈত্রের প্রখর তাপে জমিন ফেটে খানখান হয়ে থাকে। যেন কত জনমের পিপাসা নিয়ে মাটি চেয়ে থাকে আকাশের পানে। চৈত্রের তৃষ্ণিত জমি সাধনা করে বৃষ্টির জলের জন্যে। তাই তো লালন প্রকৃতির এই জল কামনা ও মেঘ জমিনের মিলন নিয়ে গান সাধলেন, 'চাতক বাঁচে কেমনে মেঘের বরিষণ বিনে'।

বহুদিন অপেক্ষা করে থাকে ব্যাঙ বৃষ্টির জলের জন্যে। বৃষ্টির জলের জন্যে অনেক প্রজাতির মাছ ডিম ছাড়ে না। বংশ বিস্তার ঘটে না। আষাঢ়ের প্রথম পশলা বৃষ্টির জল পেলে নতুন সাজে বংশবিস্তারে মেতে ওঠে কই, মাগুর, শিং। মাছে মাছে চারদিক থই থই করে।

বর্ষায় যেমন প্রেমিক মন প্রেমের জলে টইটম্বুর হয়ে ওঠে তেমনি প্রণয়িনী বিহনে ব্যথিত প্রেমিক বিরহ বেদনায় ছটফট করে। বর্ষার ঘোর অন্ধকার তার হৃদয়ের জমানো অমানিশাকে আরও জাগিয়ে তোলে। বর্ষা যে বিরহের প্রতিরূপ তা প্রাচীন কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবি বিদ্যাপতির কবিতায় পঙ্‌ক্তি তারই সাক্ষ্য দেয়–

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

বর্ষার বৃষ্টির ছন্দে একটি আলাদা ঝংকার আছে। সম্ভবত নাগরিক জীবনে ও উঁচু কংক্রিটের দালানে বসে তা পাওয়া যায় না। এ সুর কানে বাজে নিভৃত গ্রামে টিনের দোচালা কিংবা চৌচালা ঘরে। আকাশ ফেড়ে জল পড়া ও টিনের চালের ভি আকৃতির শিখরে বৃষ্টির তেড়ে বা আছড়ে পড়ার একটা অন্যরকম শব্দ আছে। গভীর নিশিতে এ বৃষ্টির শব্দ আরও বেশি মাদকতাময়। ঘোর অন্ধকার রাতে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ অন্যরকম আবেশ ছড়ায়।

বর্ষার বহুমুখী রূপ রয়েছে– সকালের বর্ষা, বর্ষণমুখর সন্ধ্যা, ঝড়ের রাত্রি, টানা বৃষ্টি। তেমনি আমাদের জীবনে ছোটোবেলার বর্ষা, যুবক বেলার বর্ষা ও বার্ধক্যে বর্ষা জীবনকাল ধরে বর্ষার ব্যাপ্তি বহুমুখী। তবে সবচেয়ে মধুর ও স্মৃতি জাগানিয়া হয় ছেলেবেলার বর্ষা উদ্‌যাপন। ছেলেবেলা বা কৈশোরের বৃষ্টি মানে উচ্ছল আনন্দের নহর। বৃষ্টি যেমন ঝেঁপে নামে, আমরাও দস্যি ছেলের দল লাফিয়ে পড়তাম বৃষ্টিপড়া পুকুরে। এ এক সীমাহীন দুরন্তপনা।

টানা বর্ষায় যখন চারপাশ জলে কাদায় নিমগ্ন তখন আনন্দ যেত দ্বিগুণ বেড়ে। স্কুল বন্ধ; সারাদিন জলকেলি আর সাঁতার। সাঁতরে এ গাঙ থেকে দূর গাঁয়ের ঐ গাঙে যাওয়া কী অদম্য চেষ্টা ও দমবন্ধ হওয়া সাঁতার দিয়ে অবশেষে পৌঁছানো। সত্যিই এ শুধু বর্ষার নতুন জলেই সম্ভব। বর্ষার নতুন জলের আলাদা একটি আকর্ষণ রয়েছে।

বর্ষার নতুন জলের ছোটো ছোটো মাছ ধরার প্রতিযোগিতা চলত। বিশেষ করে প্রথম পশলা বৃষ্টির পরে পুঁটি মাছের পিঠ বা শিরদাঁড়া দিয়ে একটি লালচে রঙের দাগ পড়ে। দেখতে সাদার মাঝে আগুনলাগা রং। নতুন জলে নয়া পুঁটির ঝাঁক ও সাঁতার দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে ওঠা। এমন ছেলেবেলা বর্ষায় জমে ওঠে। বর্ষার ছেলেবেলার আর এক প্রধান খেলা– কলাগাছের ভেলা বানানো। এটি আবহমান গ্রামবাংলার সকলের ছেলেবেলার একটি সাধারণ খেলা। কলা গাছের ভেলা বানিয়ে বর্ষার নতুন জলে নামানো।

বর্ষা ঋতুর যেমন সৌন্দর্যের আড়ম্বর আছে তেমনি বর্ষাকালে বর্ষণমুখর আবহাওয়ায় জীবনযাপনে ছন্দপতন ঘটে। টানা বৃষ্টির কারণে, পথঘাট চারপাশ কাদাময় হয়ে ওঠে। মানুষ নিত্যদিনের স্বাভাবিক কার্যক্রম করতে পারে না। বর্ষা মানুষকে ঘরমুখো করে তোলে। যে যার মতো ঘরের কোণে কিংবা কাচারি ঘরে বসে পড়ে। বাড়ির ছেলে, বুড়ো, মেয়ে মহিলা সবাই জটলা করে বসে বেকার জীবনযাপন করে।

গ্রামে ঘরে বসে উদ্‌যাপন চলে বর্ষণমুখর দিন। কবি ফররুখ আহমদের 'বর্ষা বন্দনা' কবিতায় বর্ষা দিনের গ্রাম্য পরিবেশ; বাড়ির কোণে কিংবা কাচারি ঘরে বা দহলিজে বসে খোশগল্প জমে ওঠে। বাড়ির ছেলে-বুড়ো সবাই বেকার হয়ে বসে থাকে। বাইরে বের হওয়া যায় না। ফলে বর্ষা মানে ঘরোয়া বৈঠক। আর সবাই মিলে মনের উল্লাসে গল্পে মেতে ওঠা।

বর্ষার জলে যেমন ব্যাঙ নাচে তেমনি বর্ষার ঝুমঝুমানি শুনলেই মানুষের মন নেচে উঠে অজানা এক আনন্দে। এ আনন্দ বর্ণনাহীন। বর্ষা না এলে এর প্রকাশ কোনোভাবেই ঘটে না।

বর্ষাকালের অথৈ জলে নেমে মাঝি ব্যতীত অন্যান্য মানুষও মাছ ধরতে নেমে পড়ে। যেন বর্ষা মানে চিরন্তন বাঙালি। বর্ষা মানে মূল খাবারে ফেরা। মাছে-ভাতে বাঙালি আর বর্ষার মধ্যে একটি দৃশ্যমান গভীর সেতুবন্ধ আছে।

আবার অঞ্চল ভেদে বর্ষার সাযুজ্য চমৎকার। প্রবাদে এসেছে এ দেশের নদী ও হাওর প্রধান এলাকায় মানুষ কতটা বর্ষার জন্য হাহাকার করে। আবার বর্ষাকে বেশিদিন রাখতেও চায় না। সাময়িক জলে সুখের বর্ষা দীর্ঘায়িত বর্ষা বড়োই বিপদ নিয়ে আসে নদী ও হাওর-বাঁওড় এলাকায়। 'মাছ ধান খাল' এই তিন নিয়ে বরিশাল। চমৎকার একটি প্রবাদ। সবকিছুতেই বর্ষার অবদান আছে। বগুড়ায় আঞ্চলিক প্রবাদ আছে– 'হামরা বগুড়ার ছইল; পুঁটি মাছ ধরতে গিয়ে ধরি আনি বইল'। এই যে চিরন্তন বর্ষারূপ তা বর্ষার বিড়ম্বনাকেও ছাপিয়ে যায়।

খনার বচন সর্বজনবিদিত। খনার বচনে কৃষি ও পরিবেশ এবং আবহাওয়া নিয়ে পূর্বাভাস দেওয়া আছে। বর্ষা ও বন্যা নিয়ে তার বচন–

আমে ধান/ কাঁঠালে বান

যেবার আমের ফলন ও গাছে গাছে বেশি মুকুল আসে সেবার খেতে ধানের ফলন ভালো হয়। আবার যেবার গাছে গাছে কাঁঠালের ফলন বেশি সে বছর বন্যা ও বৃষ্টি বাদল বেশি হয়।

উনো বর্ষায়/ দুনো শীত

আবার যেবার বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত কম হয় সেবার বেশি শীত হয়। প্রবাদ ও প্রবচনগুলো বাঙালির আবহমানকালের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার সমষ্টি। বর্ষার সঙ্গে বাঙালির পাতে উঠে মাছ। মাছের সহজলভ্যতায় ফুটে ওঠে প্রবাদে– 'মাছে ভাতে বাঙালি'।

প্রাচীনকালের ইতিহাস জড়িত পূর্ব বাংলা যে নদীপ্রধান। প্রায় ১৩০০ নদনদী বেষ্টিত এই এলাকায় প্রাকৃতিক মাছের বিপুল সমারোহ ছিল। জলে জাল পাতলে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ধরা পড়ত। এখনও মাছ বাঙালির প্রিয় রসনা।

বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মাটির গঠন সমান নয়। বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষ বর্ষার জন্যে মুখিয়ে থাকে। কবে আকাশ কালো মুখ করে তার জল ছিটিয়ে দেবে জমিনে। এ অঞ্চলের কৃষিকাজের জন্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নীচে। গভীর নলকূপ ও বৃষ্টির পানিই একমাত্র ভরসা। তাই বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্যে বর্ষার আগমন আর নদী ও হাওরবেষ্টিত সিলেট, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জের মানুষের কাছে বর্ষার আগমন অন্যরকম। তবুও প্রকৃতির পালাবদলে বর্ষার আগমন মন্দের চেয়ে শুভ ও মঙ্গলই বেশি। সমতল অঞ্চল রংপুর, দিনাজপুরে বর্ষার আগমন আবার অন্যরকম। এ অঞ্চলের কৃষিকাজের জন্যে বর্ষার আগমন খুব দরকার। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে খরার দহনে ক্ষতি হয়। ফসল উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। আবার অতিরিক্ত বর্ষা হলে এ অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়। প্লাবিত হয়।

নদী আমাদের প্রাণের দোসর। নদীর জীবন ও বসন্তকাল হলো বর্ষাকাল। বর্ষাকাল মানে নদীতে প্রাণ ফিরে আসা। নদীর প্রাণ আছে কালো মেঘের গোপন রাজ্যের ভেতরে জলের কণার মধ্যে। বর্ষাকালে মেঘ ফেড়ে পানি যখন পুকুর, ডোবা, খাল, হাওর, বাঁওড় ও বিল গড়িয়ে নদীতে এসে পড়ে তখন নদী পায় তার প্রাণান্ত যৌবন। নদীর প্রাণবায়ু হলো মেঘের জল। নদী বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ।

বর্ষা ও নদী বাংলাদেশের 'ব্র্যান্ডিং' সৌন্দর্য। বর্ষার নদী মানে বাংলাদেশের আয়না। প্রতিটি ভরা নদীতে স্বচ্ছ জলের কোলে ভেসে উঠে দুই তীরের সবুজ সোনালি জনপদ ও ফসলের দীপ্তিময় ছবি। যেন কোনো পটুয়া তার তুলি দিয়ে নদীর জলের ক্যানভাসে এঁকেছেন জীবন্ত এক চলমান ছবি। নদীকে বলা হয় দেশের চলমান ক্যানভাস।

কবি বলেছেন 'ভালো থেকো ফুল/ মিষ্টি বকুল'। বকুল বরষার ফুল। বৃষ্টিতে স্নাত হয়ে বকুলের গাছতলায় পড়ে মিষ্টি সুবাস ছড়ানো সত্যিই গন্ধে মাতোয়ারা করে। বর্ষা এলে প্রকৃতিতে নবনব পুষ্পের প্রস্ফুটিত হওয়ার বারতা চলে আসে। জুঁই, কামিনী, বাগানবিলাস, মাধবীলতায় ছেয়ে যায় চারপাশ। মাধবীলতা বর্ষার প্রাক থেকে শুরু করে পুরো বর্ষায় বেশি পরিমাণে ফোটে। দৃষ্টি দোলানো নান্দনিক রূপ মাধবীলতা ধারণ করে।

বাস, ট্রেন, মাইক্রো কিংবা প্রাইভেটকার বা যে-কোনো একটি যানবাহনে উঠে বর্ষা দেখলে কাচের জানালার বাইরে যে বৃষ্টির নাচন তা যতটা না মনোহর তারচেয়ে হুড তোলা রিকশায় ঝুম কিংবা টিপটিপ বৃষ্টি বেশি হৃদয়গ্রাহী।

বর্ষা ঋতু শুধু বৃষ্টির রূপের পসরা নিয়ে আসে না। সঙ্গে নিয়ে আসে কিছু ব্যতিক্রমী উৎসব-পার্বণ। টানা খরার কারণে যখন জমি জিরাত মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির কোনো বৃষ্টির দেখা নেই তখন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা সমবেত হয়ে বর্ষার জন্যে বিশেষ মোনাজাত ও নামাজ আদায় করে। আল্লাহর দরবারে তার রহমতের বৃষ্টি কামনা করে। লোকজ উৎসবের আয়োজন হয়। বসে সংগীতের আসর। সে আসরে সমবেত কণ্ঠে গায়– আল্লা মেঘ দে পানি দে/ ছায়া দে রে তুই আল্লা।

মুষলধারে বৃষ্টির জন্যে লোকজ উৎসব 'ব্যাঙের বিয়ে'। লোকসংগীতের নানারকমের আসর বসে বর্ষায়। বর্ষার রাতে মোল্লা, জমিদার, মণ্ডলবাড়ি কিংবা এলাকার ক্লাবঘরে বা পাড়ায় সমবেত হওয়ার স্থানে বসে পুঁথি পাঠের আসর। 'গাজীর নাচ' বর্ষা ঋতুর একটি অন্যতম লোকজ উৎসব। গাজীর নাচে পাড়াময় ঢোলের বাদ্যি ও গানে বাজনায় গাজীর গুণকীর্তন গাওয়া হয়। মানুষ গল্পে ও তালে মাতোয়ারা হয়। বর্ষার সবচেয়ে সেরা উৎসব মনসা পূজা ও ভেলা ভাসানের কাহিনি। মনসা পূজার অন্যতম সময় বর্ষা। মনসা মঙ্গলকাব্যের আসর পাঠে সবাই গোল হয়ে জমিয়ে আড্ডা দেয় আর বেহুলা লখিন্দরের কাহিনি শুনে পুলকিত হয়।

গ্রামবাংলার চিরায়ত বর্ষার উৎসব নৌকা বাইচ। নৌকা বাইচ আয়োজনের কাজকর্ম শুরু হয় আষাঢ় মাস আসার শুরুতেই। ভরা বর্ষায় চারদিক যখন পানিতে থই থই। তখন বড়ো বড়ো নদী ও হাওরে চলে জল-বাহন প্রতিযোগিতা। বাইচের নৌকার সাজসজ্জা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সুন্দর সাজে সজ্জিত হয় প্রতিটি বাইচের মাল্লার দল।

বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিমের সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার পূর্বধলা গ্রামে। তাঁর একটি বিখ্যাত গানে বর্ষার উৎসবের চিত্র আছে। তাঁর গানের চরণ–

বর্ষা যখন আইত/ গাজীর গান হইত
রঙ্গে ঢঙ্গে গাইত/ আমরা গাইতাম।

বর্ষার আমেজে প্রকৃতি যেমন একটি আলাদা মাদকতা পায়; তেমনি মানুষের মনে কবিসত্তা নাড়া দিয়ে উঠে। মানুষ রঙিন মনের সন্ধান পায়। অবশ্য রঙিন মন ও বিরহী মন দুটোই চলে আছে। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর গানে গানে বলেন–

যদি মন কাঁদে/ চলে এসো/ এক বরষায়

বর্ষা যেভাবে উৎসব পার্বণে মনকে আন্দোলিত করে তেমনভাবে বিরহী মনকে বিরহযাপনে এক ধাপ এগিয়ে নেয়। উৎসব অনুশোচনা দুটো মিলেই বর্ষা একটি দ্বৈত সংগীত দিবাকাব্য।

ইমরুল কায়েস: গল্পকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা,

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন

সুস্মিতা চৌধুরী

সমবায় হলো গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে, অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী, শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামবাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্রশিল্প– যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক-শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণের রাজনীতি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল এদেশের মানুষ স্বাবলম্বী হবে এবং বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। তাই তিনি বহির্বিশ্বের সাহায্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন এবং সকল সমস্যা সাময়িকভাবে দূর করার পথ পরিহার করে স্থায়ী সমাধানের পথ হিসেবে সমবায়কে বেছে নিয়েছিলেন। তাই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে সমবায়ের ডাক দিয়েছিলেন।

পরিবেশ ও প্রকৃতিই সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। যেহেতু বঙ্গবন্ধু এদেশের মাটি ও মানুষকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন, তাই এই সম্পদ যথার্থ কাজে লাগাতে এবং দেশ গঠনের নিয়ামক হিসেবে গ্রহণ করলেন সমবায়ভিত্তিক কর্মযজ্ঞ। দেশকে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নে বিভোর বঙ্গবন্ধু দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে এবং মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ, সম্পদের সুষম বণ্টন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

স্বাধীনতার পরপরই বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নে ইউনিয়নভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সহজে এবং সুলভমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং কৃষি উপকরণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। গ্রামে গ্রামে গণমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে গ্রাম অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে চেয়েছিলেন তিনি। সেলক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৩রা জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথ সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন, শুধু উৎপাদন করলেই চলবে না, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাও সুসংহত করতে হবে। প্রয়োজন রয়েছে সুষম বণ্টন ও সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত

আমাদের আর্থসামাজিক কারণে দেশে দিন দিন জমির বিভাজন বেড়ে চলছে। যদি সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলা না যায় তাহলে আমাদের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হবে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারব না। আমরা অনেক পিছিয়ে পড়বো। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে আগাতে পারলে আমাদের কৃষির উৎপাদন এবং সার্বিক উন্নয়ন দুটিই মাত্রা পাবে, সমৃদ্ধ হবে।

– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

করা। এক্ষেত্রেও তিনি সমবায় ব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস নেন। ১৯৭২ সালের ১লা মে শ্রমিক দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সমবায়ের মাধ্যমে চার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। আমাদের সমগ্র পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে রয়েছে বণ্টন ও সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা। ইতোমধ্যেই বেসরকারি ডিলার, এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, যদি তারা অসাধু ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না করে তাহলে তাদের সকল লাইসেন্স-পারমিট বাতিল করে দেওয়া হবে। আশু ব্যবস্থা হিসেবে সরকার প্রতিটি ইউনিয়নে ও সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমবায়ভিত্তিতে ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর ফলে বেসরকারি ব্যক্তিদের বণ্টনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে সাময়িক স্বল্পতার সুযোগ যুক্তিহীন মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রোধ হবে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে দেখতেন নতুন দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তিনি দুর্নীতির কথা জানতেন, দুর্নীতিবাজদের কথা জানতেন, সমাজিক অবক্ষয়ের কথা উপলব্ধি করতেন। এর থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমবায় পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তাইতো ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ হবে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এদিন থাকবে না। আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে।' এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে কৃষি সমবায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষি সমবায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাই তাঁর সময়ে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে সমবায়ভিত্তিতে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার মালিক হয় মেহনতি মানুষ। আর তাই তিনি ১৯৭৩ সালে 'মিল্ক ভিটা'র মতো সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা গঠনে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করব– এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সুস্মিতা চৌধুরী: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর

তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তাদের বিকাশ এবং জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির প্রসারের লক্ষ্যে দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসভিত্তিক ব্যবসায়িক ইনকিউবেটর 'শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৬ই জুলাই গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) স্থাপিত এ ইনকিউবেটরের উদ্‌বোধন করেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে 'শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর' আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এ আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর সেন্টারে নির্মিত মাল্টিপারপাস হল, শেখ জামাল ডরমেটরি ও রোজী জামাল ডরমেটরিরও উদ্‌বোধন করেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এ আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর সেন্টারটি চুয়েট ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে প্রায় ৫ একর (৪.৭ একর) জমির ওপর ৫০ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১০ তলাবিশিষ্ট একটি ইনকিউবেশন ভবন এবং ৩৬ হাজার বর্গফুটের ছয় তলাবিশিষ্ট একটি মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

ইনকিউবেশন ভবনের মধ্যে রয়েছে– স্টার্টআপ জোন, আইডিয়া/ইনোভেশন জোন, ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিক জোন, ব্রেইনস্ট্রর্মিং জোন, ই-লাইব্রেরি, ডাটা সেন্টার, রিসার্চ ল্যাব, বঙ্গবন্ধু কর্নার, এক্সিবিশন/প্রদর্শনী সেন্টার, ভিডিও কনফারেন্সিং কক্ষ, সভাকক্ষ প্রভৃতি। উদ্যোক্তা ও গবেষকদের কাজের সুবিধার্থে একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) ল্যাব, একটি মেশিন লার্নিং ল্যাব, একটি বিগ ডাটা ল্যাব, অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাকবোন, একটি সাব-স্টেশন ও সোলার প্যানেল রয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ও আইটি ফার্মের জন্য পৃথক কর্নার, অত্যাধুনিক সাইবার ক্যাফে, ফুড কোর্ট, ক্যাফেটেরিয়া, রিক্রিয়েশন জোন, মেকার স্পেস, ডিসপ্লে জোন, প্রেস/মিডিয়া কাভারেজ জোন, নিজস্ব পার্কিং সুবিধাও থাকছে। অন্যদিকে মাল্টিপারপাস প্রশিক্ষণ ভবনে ২৫০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সুসজ্জিত অডিটোরিয়াম এবং ৩০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক আটটি কম্পিউটার ল্যাব কাম সেমিনার কক্ষ রয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি ২০ হাজার বর্গফুট আয়তনের চার তলাবিশিষ্ট পৃথক দুটি (একটি নারী ও একটি পুরুষ) আবাসিক ডরমেটরি ভবন নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি ডরমেটরিতে ৪০টি কক্ষ রয়েছে। এছাড়া দুটি মিনি সুপার কম্পিউটার সম্বলিত অত্যাধুনিক গবেষণা ল্যাব শিগগির স্থাপিত হচ্ছে। চুয়েটের এ প্রকল্পটি সফল হলে পর্যায়ক্রমে দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এ ধরনের আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন করবে সরকার।

প্রতিবেদন: ঊষা রানি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই জুন ২০২২ বঙ্গভবনে জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ উপলক্ষে উদবোধনী খাম ও স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন– পিআইডি

ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা

শারমিন ইসলাম

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই পরিচালিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপকভিত্তিক পরিসংখ্যানিক কার্যক্রম হলো 'জনশুমারি ও গৃহগণনা'। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে দেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। দেশ স্বাধীনের পর দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন চড়াই-উতড়াই পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশে' রূপান্তরিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ মানুষকে দেখিয়েছে নতুন স্বপ্ন, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। যুগের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অবদান রাখার পাশাপাশি একটি গ্রহণযোগ্য, সময়োপযোগী এবং নির্ভুল তথ্য দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবারই প্রথম 'ডিজিটাল শুমারি' পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে। 'জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন'– প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে দেশে অনুষ্ঠিত হলো ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনক্রমে ১৪ই জুন দিবাগত রাত ১২টা (শূন্য মুহূর্ত ১৫ই জুন) 'শুমারি রেফারেন্স পয়েন্ট/সময়' হিসেবে এবং ১৫-২১শে জুনকে 'শুমারি সপ্তাহ' হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

পূর্বে এ শুমারিকে 'আদমশুমারি' বলা হতো। ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান আইন অনুযায়ী এবার এর নামকরণ করা হয়েছে 'জনশুমারি'। নিঃসন্দেহে জনশুমারি ও গৃহগণনা একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় তবে ২০২২ সালের জনশুমারি অতীতের সব শুমারি থেকে ভিন্ন। কারণ, এবারই প্রথমবারের মতো ডিজিটাল শুমারি হলো। এবার শুমারিতে ডিজিটাল ডিভাইস ট্যাবলেট ব্যবহার করে কম্পিউটার অ্যাসিসটেড পারসোনাল ইন্টারভিউং (সিএপিআই) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সহজে ও সুনির্দিষ্টভাবে শুমারির গণনা এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং কোনো খানা গণনা থেকে যেন বাদ না পড়ে বা একাধিকবার গণনা না হয়, এ বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ও গুগল সমন্বয় করে ডিজিটাল ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। এ ম্যাপ ব্যবহার করে গণনাকারীরা নির্ধারিত গণনা এলাকার প্রতিটি বাসগৃহ, খানা ও ব্যক্তির তথ্য সংগ্রহ করে। সারা দেশে একযোগে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয় তিন লাখ ৯৫ হাজার ট্যাবলেট। মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত ট্যাবলেটসমূহ মোবাইল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট (এমডিএম) সফটওয়্যার ব্যবহার করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া এসকল তথ্য সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে স্থাপিত বাংলাদেশ ডেটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেডের (বিডিসিসিএল) টায়ার আইভি সিকিউরিটি সমৃদ্ধ ডেটা সেন্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া একটি ওয়েবভিত্তিক ইন্টিগ্রেটেড সেনসাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইসিএমএস) প্রস্তুত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনশুমারির যাবতীয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম রিয়েল টাইম মনিটর করা হয়। সর্বোপরি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের ফলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সহজতর হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে, খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই জনশুমারির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। জনশুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে শুমারি কর্মী হিসেবে সারা দেশে প্রায় তিন লক্ষ ৭০ হাজার গণনাকারী, ৬৪ হাজার সুপারভাইজার এবং বিবিএস-এর ৪৫০০-এরও অধিক কর্মচারী জড়িত রয়েছেন। এছাড়া বিবিএস বহির্ভূত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রায় ৯০০ জন কর্মচারী জোনাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

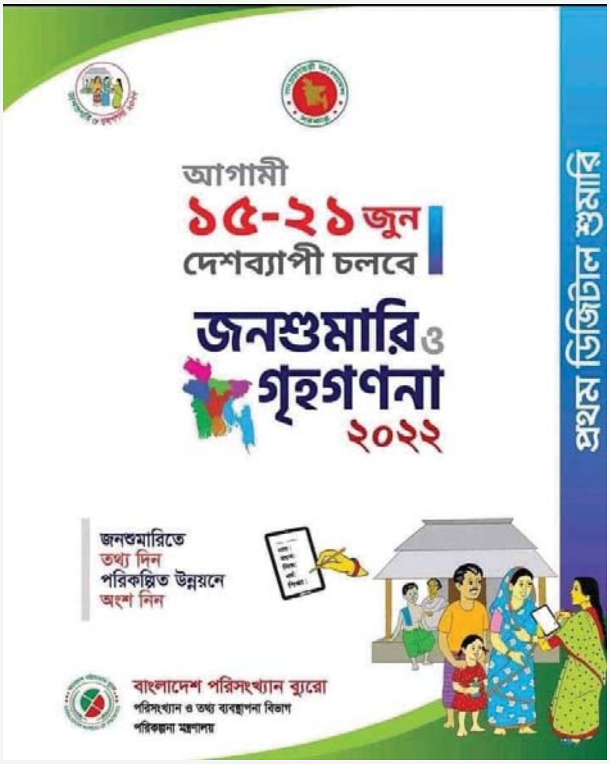

উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ১০ বছর পরপর জনশুমারি হয়ে থাকে। সে হিসাবে ২০২১ সালে ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৈশ্বিক করোনা মহামারিসহ কিছু জটিলতার কারণে তা ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত হলো। বলার অপেক্ষা রাখে না, একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সঠিক তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে খাদ্য, বাসস্থান এবং জীবনযাপনের আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপকরণের চাহিদা। সরকারকে তাই সে অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন, আমদানি তথা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হয়। এজন্য জনসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে নির্ভুল শুমারির কোনো বিকল্প নেই। শুধু বর্তমান জনসংখ্যা নয়, ভবিষ্যতের জনসংখ্যার বৃদ্ধির জনমিতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পেতে হলেও বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার সঠিক গণনা প্রয়োজন। বিশেষ করে সরকারের অষ্টম ও নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রার সূচকের অগ্রগতি নির্ধারণে জনশুমারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এবছর শুমারিতে জনমিতিক (জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক, বয়স, লিঙ্গ/জেন্ডার, জাতীয়তা, বৈবাহিক অবস্থা, প্রতিবন্ধী কি না); আর্থসামাজিক (শিক্ষাগত অবস্থান, ধর্ম, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগত অবস্থান, আর্থিক কর্মকাণ্ড, কাজের ধরন, মুঠোফোন, ইন্টারনেটের ব্যবহার, ব্যাংক হিসাব আছে কি না ইত্যাদি তথ্য) এবং বাসগৃহ (বসবাসের ধরন, মালিকানা, বিদ্যুৎ, পয়োনিষ্কাশন) সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হয়েছে। ছয় মাসের কম সময়ের জন্য বিদেশে অবস্থানরত সব বাংলাদেশি নাগরিককেও গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদেরও। তবে বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমার থেকে আগত ১১ লাখ রোহিঙ্গা যেন কোনোক্রমেই বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে গণনায় অন্তর্ভুক্ত না হয়, সে বিষয়ে সদা সতর্ক ছিলেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, ডিজিটাল জনশুমারি দেশের জনসংখ্যা নিরূপণ, আর্থসামাজিক ও জনমিতিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণে সহায়ক হবে।

জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এ দেশের আপামর জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম প্রশংসনীয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ই জুন এ উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন। প্রচারের অংশ হিসেবে শুমারি চলাকালীন টিভি স্ক্রলিং দেওয়া হয়। ডকুড্রামা, জিঙ্গেল ইত্যাদি টেলিভিশন ও বেতারে সম্প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে নিয়মিত প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) মাধ্যমে দেশের সকল টেলিকম অপারেটরের সহায়তায় সব মোবাইল গ্রাহকের মোবাইলে একাধিকবার জনশুমারি বিষয়ক ক্ষুদেবার্তা (এসএমএস) পর্যায়ক্রমে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া র‍্যালি, মাইকিং, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জনশুমারির প্রথম দিন জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। মোট কথা, জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ সফল করতে যা যা করণীয় ছিল, সরকার তা সাফল্যের সহিত বাস্তবায়ন করেছে।

শারমিন ইসলাম: প্রাবন্ধিক

জাতীয় পরিবেশ পদক পেল বুয়েট

পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২০ পেল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের দিন ৫ই জুন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে এই পদক প্রদান করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু

পরিবর্তন সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সত্য প্রসাদ মজুমদার। এসময় বুয়েটের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী দীন মোহাম্মদ খসরু এবং স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ইসরাত ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। 'পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি' ক্যাটাগরি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাকে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২০-এর জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়।

প্রতিবেদন: নওশিন আহমেদ

বিশ্ব বাঘ দিবস

বাঘ সংরক্ষণে সরকারের কার্যক্রম

প্রশান্ত দে

পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জড় পরিবেশ ও জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তঃসম্পর্ককে বলা হয় বাস্তুসংস্থান। পরিবেশে জড় ও জীব উপাদানের কোনো অভাব ঘটলে তার উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদ ও প্রাণির বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বৈশ্বিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পৃথিবীর সব প্রাণী, উদ্ভিদের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যিক। জীববৈচিত্র্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ প্রাণী হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা বাঘ। বাঘ সুরক্ষায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৯শে জুলাই সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন বাঘ রক্ষায় মানুষকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করে।

প্রকৃতি থেকে বাঘ বিলুপ্তি রোধকল্পে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে Global Tiger Forum (GTF) প্রতিষ্ঠিত হয়। GTF হচ্ছে বাঘ অধ্যুষিত এবং বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ে সহায়তাদানকারী দেশসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা। বাংলাদেশ এর সদস্য। বিশ্বব্যাপী বাঘ ও বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলসমূহ সংরক্ষণে সম্মিলিত সহায়তাদান করছে বিশ্বব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউএসএইড, GTI (Global Tiger Initiative) ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

২০১০ সালের ২৩শে নভেম্বর রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রথমবারের মতো বিশ্ব বাঘ সম্মেলনের (টাইগার সামিট) আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে অংশ নেয় বাংলাদেশসহ ১৩টি দেশ। অন্যান্য দেশগুলো হলো– ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভুটান, নেপাল, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম ও রাশিয়া। বিশ্বে ভয়াবহভাবে বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সম্মেলন থেকে প্রতিবছর ২৯শে জুলাই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে– এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এছাড়া বাঘ সংরক্ষণে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ, আইন, নীতি ও গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন তিনি। এ সম্মেলনের মূল বিষয়গুলো ছিল: পৃথিবীতে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা ২০২২ সালের মধ্যে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হবে। বনাঞ্চলে বাঘের আবাসস্থল চিহ্নিত করে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেইসঙ্গে বাঘের শিকার উপযুক্ত প্রাণীর সংখ্যা নির্ধারণের জন্য নিয়মিতভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও উন্নত বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলের আশপাশে কোনো প্রকার শিল্পকারখানা স্থাপন, বন নিধন করা যাবে না। জনসমাগম বন্ধ করতে হবে। বাঘ শিকার এবং পাচারের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগ ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সংস্থা INTERPOL, CITIES, ASIAN-WEN-এর সহায়তা নিতে হবে। প্রতিটি দেশকে বাঘ সংরক্ষণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া সরকার অনুমোদিত জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঢাকা ঘোষণাপত্র (Dhaka Recommendations): ২০১৪ সালের ১৪-১৬ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাঘসমৃদ্ধ দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, বাঘ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ও এনজিওসমূহের সম্মিলিত প্রয়াসে Second Stocktaking Conference of Global Tiger Recovery Programme (GTRP) অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সম্মেলন উদ্‌বোধন করেছিলেন এবং বাঘ সংরক্ষণে ঢাকা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়।

বাঘ সংরক্ষণের বিষয়ে এবছর ১৯-২১শে জানুয়ারি ২০২২ চতুর্থ এশিয়া মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, বাঘ রক্ষায় বিশ্বের ১৩টি বাঘসমৃদ্ধ দেশকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার বন্য বাঘ সংরক্ষণের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছে। পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য বন্যপ্রাণীসহ আমাদের জাতীয় প্রাণী সংরক্ষণে বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য সংবিধানে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এ বাঘ শিকারের জন্য দুই থেকে সাত বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার জাতীয় বাঘ পুনরুদ্ধার কর্মসূচি (২০১৭-২০২২) এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের বাংলাদেশ টাইগার অ্যাকশন প্ল্যান (২০১৮-২০২৭) বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে রয়েছে বাঘ জরিপ, জেনেটিক অধ্যয়ন, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ড্রোনের মাধ্যমে স্মার্ট টহল ও পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া সুন্দরবন ও বাঘ সুরক্ষা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে বন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাঘ-মানব সংঘাত প্রশমিত করতে বাংলাদেশ সরকার ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম (ভিটিআরটি), কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সিএমসি) এবং কমিউনিটি প্যাট্রোল গ্রুপ (সিপিজি) গঠন করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বাঘ সংরক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত করেছে। বন্যপ্রাণী শিকার ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১-এ বাঘের হাতে নিহত ব্যক্তির জন্য ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার বিধান রয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বলেন, অবৈধ বন্যপ্রাণী বাণিজ্য রোধে বন বিভাগের অধীনে ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম

কন্ট্রোল ইউনিট গঠন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের সক্ষমতা বাড়াতে শেখ কামাল বন্যপ্রাণী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সম্মেলনটি বন্য বাঘ শিকার এবং আবাসস্থলের নিয়মিত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, বাঘ ও এর শিকার, আবাসস্থল রক্ষায় ক্রমাগত এবং পদ্ধতিগত টহল দেওয়ার জন্য উপযুক্ত এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োগ ক্ষমতা জোরদারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাঘ সংরক্ষণের জন্য আন্তঃসীমান্ত ও দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে।

ইতোমধ্যে সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ ও বাঘ-মানুষের দ্বন্দ্ব নিরসনে 'সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়েছে। তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পটিতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫ কোটি ৯৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা; যার মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। এর আওতায় সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার কাজ করা হবে। এর মধ্যে ৩ কোটি ২৬ লাখ টাকা খরচ করা হবে বাঘ গণনায়। ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে বাঘ গণনার জন্য বনের বিভিন্ন এলাকায় ২০০টি বিশেষ ক্যাটাগরির ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। ৩১শে মার্চ ২০২২ খুলনা সুন্দরবন বিভাগ কার্যালয়ে সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বর্তমানে বাঘ সারা বিশ্বে একটি বিপন্ন প্রাণী। বিশ্বের ১৩টি দেশে মাত্র ৩ হাজার ৮৪০টি বাঘ বর্তমানে প্রকৃতিতে টিকে আছে। ২০১৮ সালের জরিপ অনুযায়ী সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪টি; যা ২০15 সালে ছিল ১০৬টি। বাংলাদেশ টাইগার অ্যাকশন প্ল্যান (২০০৯-২০১৭), ২০১০ সালের বিশ্ব বাঘ সম্মেলনের অঙ্গীকার, দ্বিতীয় টাইগার অ্যাকশন প্ল্যান (২০১৬-২০২৭) ও গ্লোবাল টাইগার ফোরামের সিদ্ধান্তের আলোকে বাঘসমৃদ্ধ দেশসমূহের আসন্ন (২০২২ সালে) দ্বিতীয় বিশ্ব বাঘ সম্মেলনের প্রস্তুতি ও বাংলাদেশের বাঘের হালনাগাদ তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণের নিমিত্তে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৩শে মার্চ 'সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাঘ একটি বনের জীববৈচিত্র্যের অবস্থা নিরূপণের ইন্ডিকেটর (Indicator) প্রজাতি। যে বনের অবস্থা ভালো সেখানে বাঘের সংখ্যা বেশি থাকে। বাঘ কমে যাওয়ার অর্থ বনাঞ্চলের অবস্থা/বাঘের আবাসস্থল বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন। তাই মহাবিপদাপন্ন প্রজাতির বাঘ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে বাঘের আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত ১৩টি টাইগার রেঞ্জ দেশ বাঘ সংরক্ষণের জন্য National Tiger Recovery Program (NTRP) ও Global Tiger Recovery Program (GTRP) বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাঘ বনের Flagship species হিসেবে কাজ করে। বাঘ বনের খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে অবস্থান করছে এবং এর উপর নির্ভর করছে ঐ বনের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য। সেজন্য বাঘ সংরক্ষণের অর্থ কেবলমাত্র একক প্রজাতি ব্যবস্থাপনা নয়, এর সঙ্গে অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে তাদের আবাস, খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রজনন নিয়ন্ত্রণ করা।

বাংলাদেশ সরকার বাঘ সংরক্ষণে বিশেষ অগ্রাধিকার কর্মসূচি ও আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরিত প্রটোকল অনুসারে সুন্দরবনের বাঘ রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যেমন: ১. বাঘ নিধন ও হরিণ শিকার বন্ধের জন্য অধিকতর শাস্তির বিধান রেখে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ প্রণয়ন করেছে। ২. বন বিভাগ ইতোমধ্যে Bangladesh Tiger Action Plan প্রণয়ন করেছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১০ প্রণয়ন এবং আইনে বাঘ শিকারের জন্য ১২ বছরের জেল এবং দ্বিতীয়বার অনুরূপ অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৩. সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় অসুস্থ বাঘকে সেবাদানের জন্য খুলনায় একটি 'Wildlife Rescue' স্থাপন করা হয়েছে। ৪. সুন্দরবনের চারপাশের গ্রামগুলোতে বন বিভাগ, WildTeam ও স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলায় একটি 'Tiger Response Team' এবং সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রাম এলাকায় ৪৯টি 'Village Tiger Response Team (VTRT)' গঠন করেছে। স্থানীয় জনসাধারণকে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার জন্য সুন্দরবনের আশপাশের উপজেলায় ৪টি CMC (Co-Management Committee) গঠন করা হয়েছে। ৫. বন্যপ্রাণী দ্বারা নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আলোকে ২০১১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে। ৬. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উভয় সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ, বাঘ ও শিকারি প্রাণী পাচার বন্ধ, দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ইত্যাদির জন্য একটি প্রটোকল ও একটি এমওইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে। এছাড়া বাঘ রক্ষায় নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহ।

সারা বিশ্বে বাঘ বিশেষজ্ঞগণ বাঘের সংখ্যা হ্রাসের জন্য যেসব কারণসমূহ প্রধানত দায়ী বলে মনে করছেন তা হলো: বাঘ শিকার ও দেহাবশেষ (চামড়া, হাড় ইত্যাদি) পাচার; বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চল ধ্বংস করে রাস্তাঘাট নির্মাণ, খনিজদ্রব্য আহরণ, জবরদখল, জনবসতি ও হাট-বাজার স্থাপন; বাঘের আবাস্থলে ও আশপাশে শিল্পকারখানা স্থাপন করে পরিবেশ দূষণ; বাঘ শিকার ও নিধনের জন্য ফাঁদ, বিষটোপ ইত্যাদি ব্যবহার; বাঘের খাদ্য শিকার প্রাণী নিধন ও মাংস বাজারজাতকরণ; বাঘ-মানুষ দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি এবং বাঘসমৃদ্ধ বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যানবাহন ও নৌচলাচল বৃদ্ধি।

বাঘের সংখ্যা বাড়াতে হলে শিকার প্রাণীর সংখ্যা বাড়াতে হবে। সুন্দরবনে বাঘের শিকার প্রাণীর মধ্যে চিত্রা হরিণ, শুকর ও বানর রয়েছে। সরকারসহ সবাইকে জাতীয় প্রাণী বাঘ সংরক্ষণে আরও বেশি আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের বাঘ রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ সরকার গ্রিন প্রবৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাঘ সংরক্ষণে বিশ্ব বাঘ দিবস পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। সকলের সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসস্থল সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধিতে অনুকূল হয়ে উঠুক এবং বিশ্বের সকল বাঘের ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি হোক– এ প্রত্যাশা করি বিশ্ব বাঘ দিবসে। বাঘ সংরক্ষণে সমন্বিত উদ্যোগ সফল হোক।

প্রশান্ত দে: প্রাবন্ধিক

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

শুদ্ধাচার অবলম্বনকারী কর্মে উত্তম
স্বভাব চরিত্রে সর্বোত্তম

স্বজন

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

শেষ দুপুর থেকে হাস্নাহেনার সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। কিছু এলেবেলে দুশ্চিন্তা এসে মগজে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেটা থেকে আর বেরোতেই পারেন না।

এ সময় রবিউল ঘুমিয়ে পড়েন। পাশে পড়ে থাকে খবরের কাগজ, চশমা। হেনা কথা বলে সময় কাটাবেন এমন আর কেউ নেই। রানুর মা রান্নাঘরে টুকিটাকি কাজ করে। হেনা একেবারেই একা।

ছেলেমেয়ের কথা মনে করে গোপন নিশ্বাস ফেলেন। রওনক বউমা আর নাতিকে নিয়ে সুদূর বার্লিনে। মেয়ে রুমা রয়েছে উত্তরাতে। জামাই হাসনাইন ব্যাংক কর্মকর্তা। মেয়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের টিচার। সবাই ব্যস্ত, তার মনের খবর কে রাখে? খাওয়ার পরে রাঁধা আর রাঁধার পরে খাওয়া নিয়ে কেটে যায় দুপুর পর্যন্ত।

দেবর রহমত ফোনে বলে, এ হলো তোমার মিডলাইফ ক্রাইসিস। মধ্যবয়সের সংকট।

হেনা জানেন, মোটেও তা নয়। নিজে অনুভব করেন, জীবনের এই একঘেঁয়ে বৃত্ত থেকে বেরিয়ে কোথাও ঘুরে এলে এই মনখারাপ ভাবটা কেটে যাবে।

ইচ্ছে হলেই ছেলের কাছে মাস খানেকের জন্য চলে যেতে পারেন।

পাঁচ-ছয় বছর আগে দুজনে মিলে ঘুরে এসেছেন, মনে হয় এই তো সেদিন। যাবার আগে কী আনন্দ। রওনক-রিমঝিমের সঙ্গে দেখা হবে, ছোট্ট নাতি দীপ্তকে দেখবেন– এ নিয়ে রবিউল আর হেনার আনন্দের শেষ ছিল না। কোথা থেকে যেন মুঠো মুঠো কর্মশক্তি এসে তরতাজা বানিয়ে দিয়েছিল তাকে।

তখন ছিল জুলাইয়ের শেষ, শ্রাবণ মাস। রওনক ফোনে বলল, একগাদা গরম কাপড়-জামা নিয়ে এসো না আম্মু। সামার চলছে এখন, হালকা কাপড়–চোপড় আনবে।

রবিউল বলেন, ওর কথা বাদ দাও তো, ভারী জামা-কাপড় না নিলেও শীতের শাল-জাম্পার এসব নিও।

একঘেঁয়ে জীবনের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে দারুণ ভালো লেগেছিল। জুন-জুলাই মাসটা খুবই মনোরম ওখানে। চারপাশে সবুজের মেলা। সবার হাতের ব্যাগে রঙিন ছাতা, বাংলাদেশের বর্ষার মতো আচমকা অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামে সবার সাথে কিশোরীর মতো হেনাও ছুটে গিয়ে রেস্টুরেন্টে বসেছেন। ফেনা উপচে পড়া ক্যাপুচিনোতে চুমুক দিয়েছেন।

বার্লিনে সামার সত্যিই মনোরম। মেয়েরা শর্টস আর টপ পরে ঘুরছে। কিন্তু রবিউল আর হেনা হিলহিল শীতে একেবারে সিঁটিয়ে গেছেন। ওদের জন্য গরম জামা-কাপড় কিনতে হয়েছিল ছেলের।

রবিউল বলেন, আমরা তো গরম জামা-কাপড় নিয়েই আসতাম বাবাই, তুমি সামারের কথা বললে, দ্যাখোতো মিছেমিছি এতগুলো টাকা অপচয় হলো।

অমনি মেজাজ তেতে উঠে ছেলের। সেই ছোটোবেলা থেকেই এমনই।

– শুধু টাকা টাকা করেই গেলে আব্বু। এত হিসাব যারা করে তারা কিছুই করতে পারে না জীবনে।

হেনা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বাবা-ছেলের মাঝখানে।

– আহা, তোর আব্বু তো এত ভেবে বলেনি।

– বলেনি আবার।

রিমঝিম ছুটে এসে বলে, এত শর্ট টেম্পারড, চুপ করো তো।

মাঝে মাঝে অফুরন্ত আনন্দের মাঝে ছন্দপতন ঘটে যেত এমন করেই। কী কথায় কার মনে আঘাত লাগতে পারে, সে যেন একেবারেই বোঝে না। অথচ যাবার আগে গোছগাছের সময় কত আনন্দ।

বিস্কিট, স্যান্ডউইচ সব বাদ দিয়ে হেনার ফার্স্ট প্রেফারেন্স হলো চিড়ে-মুড়ি। রুমা বলল, তুমি কী শুরু করেছ আম্মু, বিদেশে সব

পাওয়া যায়। ওদের কর্নফ্লেক্স আর ওটস্ হলো চিড়ে-মুড়ি। শুধু শুধু নিয়ে যেও না তো, ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স পেতে সময় লাগবে।

রবিউল বলেন, আমার কথা কে শোনে বল। তোর ভাইয়া তো কোনো কিছু বললেই মাথা গরম করে। কী যে মেজাজ হলো ছেলেটার। মায়ের স্বভাব পেয়েছে।

হেনাও ভেবেছেন, পরিবারের কারও হয়ত এমন মেজাজ ছিল। বড্ড একগুঁয়ে কোনো রাখঢাক না রেখেই কথা বলা। সত্যিই তো ছেলেটা অমন হলো কেন? স্বামী বললেও নিজে জানেন, তিনি শান্ত স্বভাবের।

রানুর মা চা নিয়ে এসেছে। রবিউল এসে বসেছেন পাশে। ফাল্গুনের বিকেল ম্লান হয়ে এসেছে। এতক্ষণ বার্লিন শহর আর বাবাই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

মনে মনে হেসে ওঠেন হেনা, বয়স হলে স্মৃতিচারণ করা একমাত্র মূলধন হয়ে ওঠে।

চায়ে চুমুক দিয়ে রবিউল বলেন, আজকাল তোমাকে খুব মনমরা লাগে হেনা। চলো একবার মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যাই। চেকআপ করে আসি।

হ্যাঁ– এখন থেকে একটু একটু করে বাইরে যাবেন, দুজনে আগের মতো রমনা পার্কে হাঁটতে যাবেন। ভাগ্যিস করোনার থাবা কমে এসেছে, না হলে এতদিন ঘরবন্দিই ছিলাম।

হেনা বলে, যতই বলো ঘরে স্পেস আছে, তবে হাঁটাচলা ঠিকমতো হয় না। এবার থেকে ভোরবেলা রমনা পার্কে হাঁটতে যাব।

– বেশ তো, নতুন করে আবার শুরু করতে হবে। মাস্ক পরতে হবে, মানুষের সঙ্গে ডিসট্যান্স মেনটেন করতে হবে।

– মাস্ক সে তো পরব। হাত ধোঁয়ার অভ্যেসটা আজীবন করতে হবে। ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সও মেনটেন করতে হবে।

আবছা আঁধার নেমে আসছে, রাস্তায় জ্বলে উঠছে স্ট্রিট লাইট। ছেলেমেয়ে নেই, ফাঁকা বাড়ি। স্ত্রীর কাছে ঘন হয়ে বসেন রবিউল। দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চান।

হাস্নাহেনা আগের মতো জলতরঙ্গ হাসি হাসে।

– নো কাছাকাছি ডিয়ার, ফিজিক্যাল ডিসট্যান্স মেনটেন করো। হালকা হাসিতে ভরে উঠে সন্ধ্যার সময়টুকু।

২

সবেমাত্র সকালের চায়ের পার্ট শেষ হয়েছে, এমন সময় হাসনাইনকে নিয়ে রুমা এল। আজ সারাদিন থাকবে মেয়ে, হেনার মন খারাপ নিমিষে উধাও হয়ে যায়।

বাড়িটা কী ভরা ভরা লাগছে আজ। জামাইয়ের জন্য যত্ন করে কত কিছু রাঁধলেন হেনা। বুকের ভেতরের বিষাদ-বেদনা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। আসলে এ হলো নিঃসঙ্গতার বেদনা, আর কিছু নয়। দুটি ছেলেমেয়ের মাঝে কেউই কাছে নেই।

কথাবার্তা আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে কতকিছু মনে পড়তে থাকে। ঘুরেফিরে রওনক চলে আসে।

ফিজিক্স নিয়ে পাস করার পর বেশ কটি ইন্টারভিউ দিয়েছে ছেলে। এরপর শুধু প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। হেনার মনে এ নিয়ে তেমন ভাবনা ছিল না। বলতেন, সবুরে মেওয়া ফলে।

অভিজ্ঞ রবিউল সহজভাবে একদিন বললেন, এই সময়টাই বড্ড ক্রুশিয়াল। পড়াশোনার পার্ট শেষ, এবার শুধু প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষা। রওনক এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে।

– আমি কেন ওয়েট করব আব্বু?

রবিউল বলেন, এটাই তো নিয়ম রে বাবাই।

– মোটেও নয়, আমার কেন চাকরি হচ্ছে না জানো?

বোকার মতো রবিউল বলেন, কেন?

– আমার যে উঁচুতলার রেফারেন্স নেই। ভেরি ভেরি ইমপোরটেন্ট মানুষের রেফারেন্স দরকার।

ছুটে এসেছেন হেনা।

– আহা, তোর সঙ্গে তো কথা বলাই যায় না।

– তুমি কথা বলো না আম্মু, রেফারেন্স ছাড়া আজকাল চাকরি হয় নাকি? ভালো রেফারেন্স মানে ভালো চাকরি।

তখন বিয়ে হয়নি। ভাইয়ার রাগ মানে সারা বাড়ি তেতে উঠা। মা-বাবার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে রুমা বলতে থাকে থাম থাম ভাইয়া।

জ্বলে ওঠা আগুনের লেলিহান শিখা কি আর থামে?

রবিউল বলেন, ব্যাংকে জয়েন কর। ব্যাংকিং সেক্টর তো অনেক প্রমিসিং।

– নো, নট অ্যাট অল। ফিজিক্স পড়ে ব্যাংকে জয়েন করব? কী যে বলো তুমি আব্বু। আমি ট্র্যাকের বাইরে যাব না।

– ট্র্যাকের বাইরে কি মানুষ যায় না? কত ইঞ্জিনিয়ার অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেন, বায়োলজি পড়ে গান গাইছেন কত শিল্পী। লিউন ইফরিস নামে একজন নামি ইংরেজ লেখক স্কুলে তিনবার ইংরেজিতে ফেল করেছেন, সফলতা কি এতই সহজ যে মোয়ার মতো হাতের মুঠোয় এসে যাবে? এ যুগের সন্তানরা বুঝি অসফলতাকে মেনে নিতে পারে না।

আব্বুর ভাবনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে রওনক বলে উঠেছে, বিদেশ যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। আই হ্যাভ টু গো।

এ যেন ছেলের ভারডিক্ট দেওয়া।

সে সময়টা মনে হলে এখনও মন খারাপ হয়ে যায় হেনার। দেশের বাইরে যাওয়ার কি কম ঝক্কির ব্যাপার? আইএলটিএস করো, ইন্টারভিউ দাও, পাসপোর্ট করো, ভিসার ঝামেলা তো রয়েছেই। ডলার এনডোর্স করা, ফাইনানশিয়াল কাগজপত্র ঠিকঠাক করা– মাথায় যেন বাজ পড়েছিল রবিউলের।

তিনি কলেজে পড়ান, বাড়িতে এসেও পড়াশোনার মধ্যে থাকেন। নির্বিবাদী মানুষ। ঝুট ঝামেলার মাঝে পড়লে দিশেহারা হয়ে যান।

সে সময় হেনার চোখের সামনে সরল, আলাভোলো সাদাসিধে মানুষটি ক্ষয়ে যেতে থাকেন। ছেলের জন্য ছুটোছুটি আর শেষ হয় না।

সেসব দিন চলে গেছে। ভাবলে বুকের ভেতরে এখনও ভয় দানা বাঁধে। এখন মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে বসে গল্প করতে থাকেন।

রবিউল বলেন, তোর মাকে চা দিতে বল, রুমা।

চোখ কপালে তুলে মেয়ে বলে, এই তো কফি খেলে কিছুক্ষণ আগে। ঠিক আছে আধ পেয়ালা লিকার চা পাবে। একটু পরে ভাত খেতে হবে, আব্বু। আম্মু দারুণ রেঁধেছে আজ।

রান্নাঘর থেকে এলাচ-লবঙ্গ আর ঘিয়ের গন্ধ ভেসে আসছে।

খেতে খেতে একসময় রুমা বলে, আম্মু কল্পনা করো তো হঠাৎ করে যদি ভাইয়া চলে আসে।

হেনা বলেন, এও কি হয় রে?

হাসনাইন বলে, তোমার যেমন আজগুবি কথা, এ কি গাজীপুর থেকে ঢাকা আসা নাকি?

তা হোক, মানুষ কি সারপ্রাইজ দেয় না? রবিউল প্লেটে হাত রেখে বলেন, দীপ্তটাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। হেনার বুকের ভেতরটা ছলছল হয়ে ওঠে এই কথায়। সত্যি নাতিটার কথা খুব মনে পড়ে। ইস্ কত দূরে থাকে ওরা।

খাবার টেবিলে এবার চলে রওনকের ছেলেবেলার দুষ্টুমির কথা, বউমা রিমঝিমের ঘর সাজানোর কারিকুরি আর নাতির বুদ্ধিমত্তার গল্প। বাড়িটা ভরে উঠে কথার ফুলঝুরিতে।

এখন হাস্নাহেনার বুকের ভেতরটা আনন্দে ভরে আছে। খাবারের দিকে মন বিন্দুমাত্রও নেই। মিডলাইফ ক্রাইসিসের ছিটেফোঁটাও নেই। শুধু আলপিনের খোঁচার মতো সূক্ষ্ম এক কষ্ট হতে থাকে বুকের ভেতরে। কত কিছু নিয়ে ভাবে ছেলে, কিন্তু মা-বাবা যে এই বয়সে একাকী রয়েছেন– সেকথা একটুও ভাবে না রওনক। বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলেন হেনা।

৩

মিরাকল এখনও বুঝি মধ্যবিত্তের সংসারে ঘটে যায়। সুনামির মতো অফুরন্ত ঢেউ এসে আনন্দে ভরে দেয় ঘর-দোর। ডোর বেল কেউ বাজায় অসহিষ্ণু হয়ে।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। এখনই গোসল করতে যাবেন হেনা। হাতে শাড়ি-সায়া নিয়েই ছুটে যান। দরজা খুলে দেখেন অপরূপ দৃশ্য।

রওনক-রিমঝিম আর দীপ্ত।

আনন্দের কলরোল জাগে সংসারে। রবিউল বলেন, আমাকে জানাবি তো। এভাবে কেউ আসে? আমি তো উবার নিয়ে এয়ারপোর্টে যেতে পারতাম, নয়ত হাসনাইন যেত।

– সারপ্রাইজ দিলাম আব্বু।

মেয়েকে খবর দেন রবিউল। রুমাও অবাক। খুশি খুশি গলায় বলে, এভাবে কেউ সারপ্রাইজ দেয়? ভাইয়াটা বরাবরই এমন।

হাস্নাহেনার বিন্দুমাত্র ফুরসত নেই। আগে সময়টা ছিল বড়ো মন্থর, এবার প্রজাপতির মতো ছুটছে। মাত্র এক মাসের জন্য এসেছে ওরা। আগে রানুর মা মোটামুটি রান্নাবান্না চালিয়ে নিত। এবার হেনার সিংহভাগ সময়ই কাটে ওভেনে কেকবেক করে, মিক্সিতে নানা ধরনের মসলা পেস্ট করে সারাক্ষণ এটা-ওটা তৈরি করছেন।

একা থাকার সময় কোথায়? ভরভরন্ত সংসার, কাজ-কর্মে সময় বয়ে যায়, গল্প-গুজবে আনন্দময় হয়ে উঠে সময়।

সন্ধ্যাবেলা যখন হেনা চা নিয়ে ব্যালকনিতে বসেন, রাস্তার ধুলো, অহেতুক চেঁচামেচি, অগুনতি রিকশার ক্রিংক্রিং আওয়াজ, গাড়ির আওয়াজ সবই বড়ো মধুর মনে হয়। সন্ধ্যায় ভেসে আসে শ্যাম্পু কিংবা পারফিউমের মনকাড়া ঘ্রাণ। হেনার মনে হয় অদৃশ্য এক বাগান থেকে ভেসে আসছে অজস্র ফুলের রেণুকণা।

নীরব নিঝুম চারতলার এই ফ্ল্যাট বাড়িটি চপিং বোর্ডের খটখট, মিক্সিতে ব্লেন্ড করার আওয়াজ, ওভেনের পিপ পিপ ধ্বনিতে উৎসব মুখরিত হয়ে উঠে।

মাঝে মাঝে রওনকের মেজাজে বাড়ির খুশিতে ছন্দপতন ঘটে যায়। স্বভাব মানুষ পালটাতে পারে না।

হেনা ভাবেন, এত বয়স হলো তবু ছেলের মেজাজে এতটুকু ভাঁটা পড়ল না। কখন কী বলে বসে তার ঠিক ঠিকানা নেই। রুমা ঠিক কথাই বলে, ভাইয়া আনপ্রেডিকটেবল।

এক একটা কথায় এত আঘাত পান রবিউল, গম্ভীর হয়ে উঠে তার সরল মুখখানি। হেনা আঘাত পেলেও সামলে নেন। হেনা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমাদের সন্তান হলে কী হবে, সে তো আলাদা একটি মানুষ। সে ওর মতোই কথা বলবে।

যে কথাটি শুনলে আমাদের ভালো লাগবে, বুক জুড়িয়ে যাবে– সে কথা ও বলবে কেন? সে ঐ ধরনের ছেলেই নয়।

দেখতে দেখতে এভাবেই সতেরো দিন চলে গেল। আর মাত্র তেরো

দিন রয়ে গেছে। সব সময় বাড়িটি জমজমাট থাকে। একবারও হেনার মনে ভাবনা হয় না, হঠাৎ করে যদি ওর আব্বুর শরীর খারাপ করে, আমার যদি কিছু হয়ে যায়– কে আমাদের দেখবে? ছেলে কাছে থাকায় মনের জোর বেড়ে গেছে।

ভাবনাটা মনেই আসে না কারণ রওনক আছে, রিমঝিম আছে, আপনজন পাশে থাকলে সব ধরনের ভয়-ভাবনা দূরে ফেরারি হয়ে যায়।

শুক্রবার ছুটির দিন বলে রুমা আর হাসনাইন এসেছে। আজ হেনা অনেকটা সময় রান্নাঘরে কাটিয়েছেন। গোসল করে নিলে ভালোই লাগবে। এই ভেবে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়েন হেনা। গিজার চালিয়ে দিয়ে ভাবলেন চুল শ্যাম্পু করে নিলে ভালোই লাগবে।

চুলে সবেমাত্র শ্যাম্পু দিলেন হেনা, ফেনা উপচে উঠছে চুল ছাপিয়ে। টাওয়েলটা খুঁজতে থাকেন। আজকাল বড্ড ভুল হয় সব কাজে। পরনের শাড়িটি ফেনায় একাকার হয়ে গেছে। ওয়াশরুমের দরজা খুলে চাপা গলায় ডাকেন, রুমা ও রুমা। রুমা ভাত খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। রিমঝিম ছুটে আসে।

– কিছু বলবেন, মা?

– হ্যাঁ, রিমঝিম, টাওয়েলটা আনিনি, ব্যালকনিতে আছে। নিয়ে এসো তো মা।

শাশুড়ির হাতের দিকে তাকিয়ে রিমঝিম বলে, এ আপনি কী দিয়ে চুল শ্যাম্পু করছেন মা। এ তো শ্যাম্পু নয় শাওয়ার জেল।

বিব্রত মুখে হেনা বলেন, এই তো ভুল করে ফেললাম। এমনটাই হয় সব সময়, খেয়াল করিনি, মা।

রওনক তেতে উঠেছে।

– কত শ্যাম্পু নিয়ে এসেছি আম্মু। শাওয়ার জেল বডিতে মাখার জন্য। এটা মেখে বাথটাবে শুয়ে থাকবে। শ্যাম্পু রেখে শাওয়ার জেল চুলে দিয়ে দিলে?

আহত গলায় হেনা বলেন, বললাম তো খেয়াল করিনি।

রুমার ঘুম ভেঙে গেছে। হাসনাইন রবিউলের সঙ্গে বসে ক্রিকেট নিয়ে কথা বলছিল, ক্রিকেটের সব গল্প থেমে গেছে।

রুমা বিরক্ত হয়ে বলে, তুই পারিসও বটে ভাইয়া। তিলকে তাল করতে পারিস, আলপিনকে হাতি বানিয়ে দিস।

রবিউল মন খারাপ করা স্বরে বলেন, যে মায়ের এত গুণ, সে কি একটু ভুল করতে পারে না। মায়ের বয়স হয়েছে। বাবাই, সি ইজ রানিং সিক্সটি টু।

৪

কিছুক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক হলে সব নিয়মের কাজগুলো সেরে নেন হেনা। রাতে খেতে বসে রওনকের মুখ ভরা হাসি, তুমি বায়োনিক ওয়্যান আম্মা। তোমার তুলনা নেই। কোরমা দিয়ে বাসমতি চাল মেখে খেতে খেতে রিমঝিম বলে, আপনার মতো কখনও হতে পারব না, আম্মু।

জালি কাবাব খেতে খেতে দীপ্ত বলে, ওহ ডিয়ার, ওয়াও। সবাই হেসে উঠে। শিশুরা আছে বলেই পৃথিবীটা আজও হাসে।

ফিরনির বাটি নিয়ে সবাই টিভি দেখছে। রুমা এখনও কিছুটা গম্ভীর হয়ে আছে। রবিউলেরও আহত মুখ তার স্বতঃস্ফূর্ত হাসিটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। রানুর মা টেবিল গুছিয়ে এবার বাসন মাজবে। টবে ঘেরা ব্যালকনিতে এসে হেনা দাঁড়ান। এলেবেলে গল্প হাসিতে আবার সব স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এই মুহূর্তে হেনার বুকের ভেতরটা অদ্ভুত এক পরিপূর্ণতায় ভরে আছে।

বেশ কিছুদিন আগে পড়া পুরানো ম্যাগাজিনের স্মরণযোগ্য একটি কথা মনে পড়ে যায়। কফিতে চুমুক দিলে মগজটা খুলে যায়, তাই মনে পড়ল। সেতারবাদক ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ একবার মঞ্চে বাজাতে বাজাতে আচমকা থেমে গেছিলেন। বলেছিলেন, বেহাগ রাগের দুঃখ কেমন জানেন? এ হলো রাজার কান্না। যা খুব দুর্লভ। কারণ রাজারা কাঁদেন না, আর কাঁদলেও তা জনসমক্ষে নয়, বেহাগ হলো সেই রাগ।

কথাগুলো নতুন করে ভাবতে ভাবতে হেনার মনে হয়, বাষট্টি বছরের ভাঙচুর শরীরে যৌবন ফেরারি হয়ে গেছে।

চোখে-মুখেও আগের সে লালিত্য নেই। বুকের পাঁজরের খাঁচায় রয়েছে শুধু সংসার জীবনের অনন্ত বেদনা, ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁয়ের সেই বেহাগ রাগিণীর মতো।

বুকের অপার বেদনা নিয়ে বেহাগ রাগিনীতে ভরা সেতারটিকে তিনি যেমন কাছে টেনে নেন, সংসার জীবনও তেমনই সন্তানের ক্রোধ-ঔদ্ধত্য-অবজ্ঞার কষ্ট নিয়েও সন্তানকে কাছে টেনে নিতে হয়। এ তো জীবনেরই এক কানামাছি খেলা।

এ যুগে সবাই দূরে চলে যায়, পাশে সঙ্গী হয়ে কেউ থাকে না। এক সময় নাড়িছেঁড়া ধনের সঙ্গে আলগা হয়ে আসে হৃদয়ের সম্পর্ক।

গোপন অশ্রুজলের ধারা বইতে থাকে তার দুচোখে। জননীর বুকে আনন্দ থাকে না, থাকে শুধু বিষাদ-বিধুর-বেদনা, খাঁ সাহেবের সেতারের সেই বেহাগ রাগিণীর মতো।

কষ্ট হয় তবু দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না। হেনা অস্ফুট করে বলেন, ওরা যে আমার স্বজন।

পদ্মা সেতু

ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস

দক্ষিণে পদ্মা নদীতে না থাকায় সেতু,
মানুষের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে হেতু।
নেত্রী সেতু নির্মাণের করেন সংকল্প,
দাতা সংস্থার ঋণেতে হবে এ প্রকল্প।
বিশ্বব্যাংক জাইকার মতো সব সংস্থা,
তারা করে দিবে সব ঋণের ব্যবস্থা।
এতে শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন চক্রান্ত,
জাতির পিতার কন্যা হবে ভেবে ক্ষান্ত।
দুর্নীতির গুজব ছড়ে পদ্মা সেতু নিয়ে,
মিথ্যা প্রমাণিত হয় পরে কোর্টে গিয়ে।
বিশ্বব্যাংকসহ অন্যরা যবে গেল সরে,
সেতু বানাবেন তাঁর জেদ গেল ধরে।
সংকল্পের কথা ছিল তাঁর বেশ মনে,
সিদ্ধান্ত হলো তা হবে নিজ অর্থায়নে।
তাঁর বড়ো জেদের ফসল এই পদ্মা সেতু,
জাতির পিতার কন্যা তিনি নন ভীতু।
পদ্মা সেতু বিরোধীরা মনোকষ্টে মরে,
খরচের অঙ্ক কষে তারা বসে ঘরে।

তিলোত্তমা পদ্মা সেতু

খোরশেদ আলম নয়ন

তিলোত্তমা, পদ্মার বুকজুড়ে
তুমি স্বপ্নের সুনিপুণ কারুকাজ,
পদ্মা সেতু তোমার মোহিনী সুরে
উড়ে উদ্যম বিজয় পতাকা আজ!

বীর বাঙালির স্বপ্নসৌধ তুমি
পদ্মা সেতু তুমি চিরপ্রেরণা যে,
ভাটি বাংলার মানুষের মনোভূমি
তুমি ছুঁয়ে রবে– অনাদি কালের মাঝে।

যে পদ্মা ছিলে– দারুণ সর্বনাশা
তোমাকে নিয়েই ছিল তাই কত ভয়,
এখন তুমিই অফুরান ভালোবাসা
আমরা তোমায় করতে পেরেছি জয়।

কত জননীর অশ্রুকে বুকে পুষে
পদ্মা তোমার যৌবন দিত সাড়া,
আষাঢ়ে-শ্রাবণে প্লাবনের মাটি শুষে
প্রমত্তা নদী তুমি ছিলে দিশেহারা।

পদ্মা সেতু গড়েছি তোমার বুকে
তুমি চঞ্চলা অপলক চেয়ে রবে,
এপার ওপার মহামিলনের সুখে
চিরদিন জানি মানুষেরই জয় হবে।

পাষাণের বুকে পাষাণ বেঁধেছি তাই
ব্যথিত অতীত আজ পড়ে থাক পিছু,
তোমার অথই জলেই নিয়েছি ঠাঁই
স্বপ্নের চেয়ে বড়ো নয় কোনো কিছু!

শেখ হাসিনার প্রজ্ঞাঃ স্বপ্নের সেতু পদ্মা

মো. রুহুল আমিন

‘শেষ ভালো যার সব ভালো তার’ গুণী জনে কয়,
খরস্রোতা পদ্মা নদী আমরা করেছি জয়।
হাসি আর আনন্দেতে সেতুর উদ্‌বোধন,
সিন্ধু সেঁচে মুক্তা এনে করব উন্নয়ন।
নানান জনের নানান কথায় আমরা পিছাইনি,
রক্ত দেওয়া জাতি মোরা ওরা বুঝেনি।
প্রমত্ত পদ্মার ওপর চলিতেছে গাড়ি,
জ্ঞাতার্থে বলি সবার, আমরা সবই পারি।
স্বদেশ-বিদেশ সব জায়গাতেই শেখ হাসিনার সুনাম,
পদ্মা নদী লক্ষ-কোটি এনে দিবে ইনাম।
নেই কেউ বাধা দেবার, নেই কোনো ভয়,
রণে-ভঙ্গে বিরোধীরা শেখ হাসিনার জয়।
সেতু রবে শত বছর তার চেয়েও বেশি।
তুমি আমি চলে যাবো, হাসিনা স্বর্গবাসী।

অসম্ভব সম্ভাবনা

গোবিন্দ প্রসাদ মণ্ডল

অনন্ত কাল বহমান এ বাংলায় খরস্রোতা প্রমত্তা পদ্মা
তোমার বুকে সেতু তৈরিতে শেখ হাসিনাই অটুট যোদ্ধা।
সেতু তৈরিতে বাধা দেশি-বিদেশি চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র
নানা প্রতিবন্ধকতা চ্যালেঞ্জ দেশবিরোধী কূটমন্ত্র।
সব কিছু উপেক্ষা করে দেশের অর্থে সেতু করার দিলেন ঘোষণা
সে যে বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা অদম্য সাহসিনী শেখ হাসিনা।
১২ই ডিসেম্বর ২০১৫ নির্মাণকাজের হয়েছিল উদ্‌বোধন
৩০ হাজার ১৯৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চলল যানবাহন।
২৫শে জুন ২০২২ শুভ উদ্‌বোধনে শুরু অবিরাম পথচলা
রাজধানীর সাথে যুক্ত হলো দক্ষিণ-পশ্চিমের ২১টি জেলা।
৪২ পিলার ৪১ স্প্যান প্রস্থ ১৮.১০ মিটার, দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিমি. এ সেতু
প্রাকৃতিক দুর্যোগ রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রা ভূমিকম্পে অক্ষত থাকবে ছয় ঋতু।
বাঁচবে সময় ঠিক টাইমে পৌঁছাবে এ অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য
গুণগত মানে খাদ্যশস্য ন্যায্যমূল্য পেয়ে চাষির জীবন করবে ধন্য।
বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– ‘বাঙালিদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না’
বিশ্ববাসীকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিলেন অসম্ভব সম্ভাবনা।

আমাদের আছে পদ্মা সেতু

রুস্তম আলী

আঠারো কোটি মানুষের স্বপ্ন
বাস্তবে রূপ
নাম তার পদ্মা সেতু।
বীর বাঙালি, এগিয়ে যেতে হবে
মাথা উঁচু করে বাঁচতে হবে
মানব না, কোনো হেতু
আমাদের আছে পদ্মা সেতু।
দেখ, দেখ বিশ্ববাসী
দেখে অবাক এ পৃথিবী
বীর বাঙালির বীরত্বের কাহিনি।
আমরা পারি
স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে
বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে এগিয়ে যেতে।

স্বপ্নজয়ের পদ্মা সেতু

আতিক রহমান

পদ্মাকাশে রঙের ধনু, স্বপ্ন জয়ের অমীয় গান
সফল হবার স্বপ্নগুলো কণ্ঠে সবার থাক অম্লান।
সতেরো কোটি লোকের টাকায় উন্নয়নের স্বপ্নসেতু
শেখ হাসিনার পদক্ষেপে স্বপ্নদেশের পূরণহেতু।
উদ্‌বোধনীর কী উৎসব, আমজনতার কী কলরব, কী আয়োজন–
আনন্দ আজ বাঁধনহারা সবার যেন– মন উচাটন!

ইতিহাসে লেখা হলো স্বপ্ন জয়ের সফল গাথা
বাংলাদেশের জয়ধ্বনি– উন্নত শির লক্ষ মাথা!

পদ্মা জয়

মিজানুর রহমান মিথুন

পিতার পদরেখা অনুসরণ করে নিরন্তর ছুটে চলেছো তুমি।
আকণ্ঠ নিমজ্জিত ষড়যন্ত্র-কীটদের তুমি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির অনলে পুড়িয়ে
ছারখার করে দিয়েছো নিমেষেই।
তাইতো তোমায় অগ্নিকন্যা বলি।

অসাধ্য সাধনে তুমি সদা পারদর্শী।
তুমি আস্থায় অবিচল।
তুমি শুধু স্বপ্ন দেখো না,
স্বপ্নকে বাস্তব রূপে হাতের মুঠোয় বন্দি না করা পর্যন্ত নিরন্তর ছুটে চলো।
তুমি যোদ্ধা, তুমি নির্ভীক, তুমি বীর কন্যা।

কূলকিনারাহীন পদ্মার বুকে সেতু গড়ে তুমি
তোমার অর্জনের ডানায় যুক্ত করেছো নয়া পালক।
তুমি প্রতিনিয়ত নিজেই যেন নিজেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছো।
তুমি ছুঁয়েছো হিমালয়।
তোমার আত্মবিশ্বাসে হার মানে নিশ্চল পর্বতরাজি।
অবাধ্য, খরস্রোতা পদ্মা তোমার কাছে করেছে মাথা নত।
তুমি প্রমত্তা পদ্মাকে বেঁধে ফেলেছো প্রস্তর সেতু বন্ধনে।
সর্বনাশা পদ্মাকে তুমি পরিয়েছো ‘সেতু’ নামক মণিহার।
বিশ্ব জয়ের স্লোগান প্রতিধ্বনিত হয় তোমার প্রতিটি পদক্ষেপে।
দেশের আপামর গণমানুষ জয় করে তুমি এখন বিশ্বজয়ের পথে।

‘পদ্মা সেতু’ শুধু সেতু নয়, বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতীক।
এটি আমাদের গর্ব, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের নতুন পরিচয়।

হাজার বছর ধরে বয়ে চলা নিষ্ঠুর, সর্বনাশা, উদ্ধত, রাক্ষুসে,
উন্মত্ত সর্ববিনাশী পদ্মাকে তুমি বশে এনেছো তোমার স্বপ্নের জাদুমন্ত্রে।
স্বদেশি-বিদেশি শত কূটচাল ছিন্ন করে
তুমি দেশের দক্ষিণ ভূমির সন্তানদের দিয়েছো শ্রেষ্ঠ উপহার।
শত বছরের প্রত্যাশিত পদ্মা সেতু। স্বপ্নের পদ্মা সেতু।
পদ্মার বুকে সেতু গড়ে তুমি ষড়যন্ত্রকারীদের মধুর প্রতিশোধ নিয়েছো।
তোমার তুলনা যেন শুধু তুমি নিজেই।
সেই সেতু এখন আর স্বপ্ন নয়। সেই সেতু এখন কোনো প্রতিশ্রুতি নয়
সেই সেতু এখন চরম বাস্তবতা। সেতুর ওপর দিয়ে চলছে শত-সহস্র যান।
এ যেন সেতু নয়, তুমি খুলে দিয়েছো, দখিনের অযুত সম্ভাবনার দুয়ার।
‘পদ্মা সেতু’ ও ‘শেখ হাসিনা’– এ নাম দুটি একে অন্যের পরিপূরক।
শেখ হাসিনা– পদ্মাকন্যা তুমি।
পদ্মা সেতু খুলে দিয়ে তুমি গড়েছো এক অনন্য ইতিহাস।

তোমাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। ধন্যবাদ মুজিবকন্যা।
তুমি পিতার পথে হাঁটতে গিয়ে নিজেই ইতিহাস হয়ে গেছো।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

প্রমত্তা পদ্মার বুকজুড়ে
বীর বাঙালির স্বপ্ন উড়ে
বিশ্ববাসী চেয়ে রয়,
দেশের টাকায় পদ্মা সেতু
এ যেন এক যুদ্ধ জয়!

পদ্মা সেতুর অর্থায়নে
প্রশ্ন তুলে দেশ ও জনে
দুর্নীতি হচ্ছে কয়,
তাই দিলো না অর্থ তারা
স্বপ্ন যেন ভঙ্গ হয়।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা
বলেন– আমি হার মানি না
সেতু হবে নিশ্চয়,
দেশের টাকায় পদ্মা সেতু
এ যেন এক যুদ্ধ জয়!

দু’হাজার বাইশ পঁচিশে জুন
পদ্মা-সেতুর শুভ উদ্‌বোধন
চক্রান্তকারীদের পরাজয়,
দেশের টাকায় পদ্মা সেতু
এ যেন এক যুদ্ধ জয়!

পদ্মা সেতু আমাদের গর্ব

গোবিন্দলাল সরকার

বলতে পারো পদ্মা সেতু
কোন সে দেশের গর্ব
কার ইশারায় বলতে পারো
চূর্ণ হলো দর্প!

বলতে পারো কোন বুকেতে
সাহস অনেক খানি
অদম্য কার ইচ্ছেগুলো
দিয়ে যায় হাতছানি!

অসাধ্যকে সাধন করে
স্বপ্ন দেখায় সত্যি
ধার ধারে না পিতার মতো
ভণ্ডকে একরত্তি!

বাংলাদেশের সোনার মেয়ে
শেখ মুজিবুর তাঁর পিতা
শেখ হাসিনা– পদ্মা সেতু
নাম দুটি সবার মিতা!

আত্মমর্যাদার পদ্মা সেতু

সুজিত হালদার

রংধনুর রঙিন স্বপ্ন ডানায় ছড়ালে
অপরূপ রূপের বিস্ময় ঢেউয়ের কানাকানি
কেউ না জানুক আমি জানি পদ্মাবতীর গলায়
একদিন না একদিন তুমি পরাবে জয়ের মালাখানি।

অবশেষে তা-ই হলো
দিগন্ত উন্মোচনকারী বহুমুখী পদ্মা সেতুর রূপকার
তুমি বাঙালির চেতনা-চৈতন্যজুড়ে ছড়িয়ে দিলে
অসীম সাহসের অদম্য আগ্রহের নির্ভীক হুংকার।

বৈদেশিক মুদ্রায় নয়–
নিজস্ব অর্থায়নে গড়ে দিলে বীর বাঙালির পদ্মা সেতু
দীর্ঘ ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটারের স্বপ্ন সেতু
মাথা উঁচু, দাঁড়িয়ে আছে সে শুধুই তোমার অহংকার।

সুদক্ষ মাঝির মতো উড়ালে স্বপ্নের পাল
ছিঁড়লে দেশি-বিদেশি কঠিন ষড়যন্ত্রের জাল
হে নন্দিত–
তুমি বাংলা ও বাঙালির চন্দ্রমুখী মহীয়সী মহাপ্রাণ
তুমি বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা আমাদের সম্মান
তোমাকে ভালোবাসি আমরা সবাই হিন্দু-মুসলমান।

পদ্মা সেতুর নজির

ফায়েজা খানম

ইলিশ মাছের রাজত্ব যখন পদ্মার ঢেউয়ের তোড়ে,
জেলেরা সব ব্যস্ত যখন মাছ ধরে ধরে।
ক্লান্ত পথের অবিরাম মুখ অগত্যাই যেন চলা,
নদীর সাথে কত কথা, হতো না যখন বলা।
এক পারে তরী যখন ভিড়ায় অন্য পাড় ঘেঁষে,
ঝড়-বাদল আর গ্রীষ্মের তাপে দুঃখের হাসি হেসে।
ভীতি আর স্বজনপ্রীতিতে যখন কান্নার গড়াগড়ি,
পদ্মার জলে কত মুখ! ভাসে সরাসরি।
জোয়ার-ভাটা মানে না তো কোনো ঘটন-অঘটন,
বিপদের পথ শেষ হতো না যে, পদ্মার কত ধরন!
'নৌকা-জাহাজের সাথে একদিন চলবে বাস, কার আর ট্রেন
কখনও কখনও দেখবে সবাই একই সাথে ঐ আকাশের প্লেন।'
এমন গুজব করত নাতনি বুড়ো দাদুর সাথে,
কে জানে তা সত্যি হবে কোন এক প্রাতে।
খরস্রোতা নদীর বুকে এমনই এক সেতু
আবেগ, বিবেক, সাহসই যে সেতু গড়ার হেতু।
পদ্মা সেতুর নজির এখন বিশ্ব দরবারে,
আত্মমর্যাদায় বলীয়ান বাঙালি জিতুক বারে বারে।

উৎসর্গের কোরবানি

জোয়ার্দার হাফিজ

উৎসর্গ করব আল্লাহর সন্তুষ্টে ত্যাগের মনোভাব,
কোরবানি করে হাসিল করব তাঁর নৈকট্য লাভ।
প্রাপ্ত সকল নরনারীর জন্য
কোরবানি করা ওয়াজিব গণ্য
উৎসর্গ করব হালাল পশু নির্দোষ-নিখুঁত,
গরু ছাগল দুম্বা ভেরা মহিষ এবং উট।

পশুত্বকে হত্যা করে,
মনুষ্যত্ব জাগাবো ওরে!
উৎসর্গ পশুর রক্ত বর্জ্য,
মাটিতে পোতা পরিবেশ কার্য।

গরিব-মিসকিন আত্মীয়স্বজন ও নিজ মাঝে,
কোরবানির গোশত বণ্টন করব সমান ভাঁজে।
প্রার্থনা-উৎসর্গ আনন্দে পাপকাজ করে নাশ,
এ দিবসে মনে জাগাই জাতির পিতার ইতিহাস।

ত্যাগ-মহিমার কোরবানি

কাজী মারুফ

ত্যাগ-মহিমার বার্তা নিয়ে
একটি বছর পরে
ফিরে এল ঈদুল আজহা
মুসলমানের ঘরে।

মুসল্লিরা খোশমেজাজে
ঈদের নামাজ শেষে
চালায় ছুড়ি পশুর গলে
নিজ বাড়িতে এসে।

একসাথে কাজ করে সবাই
ভুলে উঁচু-নিচু
সবার মাঝে দেয় বিলিয়ে,
নিজের জন্য কিছু।

রক্ত-মাংস পৌঁছে নাতো
মহান রবের কাছে
দেখেন তিনি, কার হৃদয়ে
আল্লাভীতি আছে।

দীনদুঃখীদের আদর করে
নাও গো কাছে টানি
খলিলুল্লাহর মতো সবে
দাও পশু কোরবানি।

বৃষ্টি বিলাপ

অর্ণব আশিক

রাতের শরীরজুড়ে বৃষ্টির নকশিকাঁথা
বেজে ওঠে বেদনার ঘুঙুর
নিদ্রায় পড়ে আছে, পরিপাটি সংসার
সোফার কুশন, বাসি কাগজ
বেসিনের পাশে রাখা হ্যান্ড সেনিটাইজার,
চতুর্দিকে বৃষ্টি পতনের শব্দ, ছুঁয়ে যায় বেদনা অপার।

বৃষ্টির ফোঁটারা মাতম করে
ভিজায় বুকের আস্তিন
যন্ত্রণার ঢেউ তুলে বয়ে যায় মায়াবী নিথর সময়
ঝরে জল ঝরে অশ্রু জমা অভিমান।

স্মৃতি হওয়া সুখ কথা কয় হৃদয় গহিনে
নতুন বিনির্মাণে জেগে উঠে প্রাণ
অনাগত কাল ঠুকরে ঠুকরে খায়
আঁচলা খুলে দেখি এক বিবর্ণ বিরহী নদী শুধু বহমান।

হাজার নদীর দেশে

লিলি হক

আমাদের কবিতার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন
সাজালে যতনে বর্ণমালায় বাহারি চিন
দখিনা বাতাস শিহরণ জাগায়
ফুলে ও ফসলে বাড়ন্ত যৌবন
কথা কয় কবিতায়
জারি সারি ভাটিয়ালি সুরে মাঝি গান গায়
হাজার নদীর দেশে বৈঠা হাতে চলে উজান
দু'ধারে প্রকৃতির রূপ
দেখে জুড়ায় পরান।
যতদূর চোখ যায়, উজার করে দিয়েছে
শাখায় শাখায়, বৃক্ষলতা ছায়া
পাখি ডাকে, গান গায়– কী মায়া।

বউ-ঝিরা কলসি কাঁখে আঁচল টেনে
ফিরে ফিরে চায় শিশু-কিশোরের
ঝাঁপাঝাঁপি গোসল ডুব সাঁতার,
বলো বন্ধু আর কী লাগে আর !
মায়ের আদর নতুন ধানের ভাত
তাঁতে বোনা সুতি কাপড় গামছা শীতল পাটি
মায়ের ভাষায় কথা বলি মেঠো পথে হাঁটি
যখন খুশি খালেবিলে ডুব সাঁতার
বন্ধু বলো এই জীবনে আর কী লাগে আর !

এই বর্ষায়

নুরুল ইসলাম বাবুল

নদী থইথই জোয়ার উঠেছে ফুঁসে
ঘাসের মাঠেও বর্ষা এনেছে সুখ,
দু-চোখে আমার মেঘের আকাশ নামে
কেননা তোমাকে দেখি না অর্ধযুগ।

এই বর্ষায় ময়ূর মেলেছে পাখা
রঙের আলোয় হাসছে হাজার ফুল,
এসো তুমি কোনো ঘনঘোর বর্ষায়
ধুয়ে যাবে সব বিগত দিনের ভুল।

তখন বর্ষা জমবে আবার খুব
হবে অবিরাম তুমুল বৃষ্টিপাত,
তোমার বুকেও ফুটবে হাসনাহেনা
সুবাসে মুখর কাটবে প্রতিটি রাত।

তোমাকে খুঁজে পাই

মিতা চক্রবর্তী

তোমাকে খুঁজে পাই
প্রথম সূর্যোদয়ে
ভোরের বাতাসে
পাখির কূজনে।

তোমাকে খুঁজে পাই
শিশুর কলতানে
প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভে
মিষ্টি রোদে।

তোমাকে খুঁজে পাই
নদীর ঢেউয়ে
প্রবাহিত ঝরনায়
সমুদ্রের জোয়ারে।

তোমাকে খুঁজে পাই
আকাশের নীলে
মেঘের ভেলায়
পাখির ডানায়।

তোমাকে খুঁজে পাই
খোলা বাতায়নে
নিশুতি রাতে
পূর্ণিমার চাঁদে।

তোমাকে খুঁজে পাই
শরতের কাশে
বসন্ত বাতাসে
দামাল হাওয়ায়।

তোমাকে খুঁজে পাই
দৃশ্যমান সৌন্দর্যে
পরম আশ্বাসে
নিশিদিন তোমাকে খুঁজে পাই
তোমাকে খুঁজে পাই ॥

বাংলাদেশের পদ্মা সেতু

বশিরুজ্জামান বশির

পদ্মার বুকে জন্ম আমার
পদ্মায় বাড়িঘর
বাংলাদেশের পদ্মা সেতু
নয়তো কারও পর।

ভালো কাজে শেখ হাসিনার
রয়েছে অনেক দাম
বিশ্বে এখন পদ্মা সেতুর
আছে অনেক নাম।

দক্ষিণাঞ্চল পদ্মা সেতুর
দিন বদলের পালা
শেখ হাসিনার উন্নয়নে
আলোর প্রদীপ জ্বালা।

পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন

এইচ এস সরোয়ারদী

২৫শে জুন হয়ে গেল
পদ্মা সেতুর উদ্‌বোধন
ঈদের আগে আরেকটি ঈদ
করলাম আমরা উদ্‌যাপন।

বাঙালিরা সবই পারে
পদ্মা সেতু উদাহরণ
সেতু পেয়ে মহা খুশি
বাংলাদেশের জনগণ।

আরও করব, আরও বেশি
যাব বিশ্ব ছাড়িয়ে
বিভেদ ভুলে সবাই এসো
হাত দু'খানা বাড়িয়ে।

ইলশেগুড়ি বৃষ্টি

এস এম মুকুল

ইলিশ মাছের কোপ্তা ভালো
ইলিশ মাছের ঝোল,
সরষে বাটায় ইলিশ ভালো
পান্তা ইলিশ বোল।
মাছের রাজা ইলিশ ভাজা
ইলিশ ভরা দেশটি,
ইলিশ নিয়ে ইলশে ছড়া
ইলশেগুড়ি বৃষ্টি।

কোরবানি

আব্দুল আওয়াল রনী

ঈদ এসেছে ঘরে ঘরে
ঈদ আনন্দ থরে থরে।
খোকা-খুকুর বায়না
আনন্দ-উল্লাসের খেলনা।
ঈদের খুশি সারাবেলা
শিশু-মনে ঢেউয়ের খেলা।
দাদা-বাবার সাথে ঈদগাহে যায়
নামাজ শেষে ফিরে নিজ গায়।
মিঠাই পায়েশ সেমাই খেয়ে
কোরবানি দেখাতে যায় লয়ে।
পশু যখন কোরবানি হয়
শিশু-মনে প্রশ্নের উদয়–
বাবা-দাদা প্রশ্নের জবাব দেয়
কোথা থেকে কোরবানি শুরু হয়।
সৃষ্টিকর্তা স্বপ্নে বাতায় ইব্রাহিম (আ.)-কে
জবাই দাও তোমার অতি প্রিয়ধনকে।

ঈদের দিন

মিজানুর রহমান

ঈদ এসেছে ঈদ
তাই তো আমার দুনয়নে
নেই যে কোনো নিদ।

ঈদের আগের দিন
মামার বাড়ি যাবো নেচে
তাক ধিনা ধিন ধিন।

ঈদের নামাজ শেষে
মামার হাতটি ধরে আমি
মেলায় যাবো হেসে।

স্বপ্নের পাখি মেলছে ডানা

সামছুল আলম টুকু

স্বপ্নের পাখি মেলছে ডানা
উড়তে তার আর নেই যে মানা।
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
এখন সে আর যায় না পথ ভুলিয়া।
উড়তে থাকে মনের সুখে
দিন কেটেছে অনেক দুখে
এখন অনেক আশা বুকে
কষ্টের দিন গেছে চুকে।
স্বপ্নের পাখি মেলছে ডানা,
এখন তার আর নেই সীমানা।
কেমনে দিবে সাগর পাড়ি
এটাও তার আছে জানা
স্বপ্নের পাখি মেলছে ডানা
এখন সে আর ভয় পায় না
ভিনদেশি কোনো বাদুর ছানা।
স্বপ্নের পাখি মেলছে ডানা
এবার মোরা এগিয়ে যাব
শুনবো না আর কারও মানা।

বাংলাদেশের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক ‘পদ্মা সেতু’

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক ‘পদ্মা সেতু’। একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেলসহ অনেক মেগা প্রকল্প। ২৫শে জুন বহুমুখী ‘পদ্মা সেতু’ উদ্‌বোধন উপলক্ষে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৭শে জুন ২০২২ বঙ্গভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় কাউন্সিলের ৫০তম (সুবর্ণ জয়ন্তী) বার্ষিক সাধারণসভায় ভাষণ দেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ উত্তাল পদ্মার বুকে জাতির গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এসব অর্জনের অগ্রভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সাহসিকতা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। এ সেতুর বাস্তবায়ন সম্পদ ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, সক্ষমতা, জবাবদিহি ও দক্ষতার নিদর্শন হিসেবে বিশ্ব দরবারে আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস এনে দিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, পদ্মা সেতুর সফল বাস্তবায়ন সরকার ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো। ব্যাবসাবাণিজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পদ্মা সেতুর ন্যায় দেশের সকল মেগা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

চাকরির একমাত্র বিকল্প শিক্ষিত বেকারদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ যুবসমাজকে চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ২৭শে জুন রাজধানীতে পর্যটন ভবনে ‘আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২২’ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ আহ্বান জানান তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, এখনকার শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা পড়াশোনা শেষ করেই চাকরির পেছনে ছোটে। অথচ সবার জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা একেবারেই অসম্ভব। এর একমাত্র বিকল্প হচ্ছে শিক্ষিত বেকার যুবকদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা দরকার, হয়ত সেসব ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি, বিশেষ করে ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আইসিটি ডিভিশন পদক্ষেপ নিয়েছে। আশা করি, এসব পদক্ষেপ ও কর্মসূচির কারণে ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা সৃজন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হবে।

উন্নয়ন গতিশীল করার পূর্বশর্ত দক্ষ জনশক্তি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়ন গতিশীল করার পূর্বশর্ত দক্ষ জনশক্তি। বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে শিল্প-কলকারখানাসমূহ উচ্চমাত্রার কার্যক্ষমতা বজায় রাখার স্বার্থে ডিজিটাইজেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৫ই জুলাই ‘বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস ২০২২’ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ই-কমার্স, আইটি, ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিক্স, ব্লক চেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে অনেক পেশার অবলোপন যেমন হয়েছে তেমনি নতুন নতুন পেশার দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমাদের যুবসমাজকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় পেশায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের উপযোগী করে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, দক্ষতা অর্জনকে সরকার একটি অগ্রাধিকার কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে এনএসডিএ। দক্ষতা ও প্রশিক্ষণকে সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার জন্য এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে পরিচালিত করা, মান উন্নয়ন ও মান তদারকি করার জন্য রেগুলেটরি অথরিটি হিসেবে এনএসডিএ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

হজ কার্যক্রম ২০২২-এর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা জুন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ধর্ম মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘হজ কার্যক্রম ২০২২’-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন তাঁর সরকার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে জুন ২০২২ সিলেট সার্কিট হাউসে সিলেট জেলার বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন– পিআইডি

হজ যাত্রীদের হয়রানি কমাতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। হজ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর করে এর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যে অগ্রযাত্রা তা যেন অব্যাহত থাকে এলক্ষ্যে হজযাত্রীদের কাছে দেশের সার্বিক মঙ্গল কামনায় দোয়া চান প্রধানমন্ত্রী। যারা হজ করতে যাচ্ছেন তারা যেন সুষ্ঠুভাবে তা পালন করতে পারেন তা নিশ্চিত করা সরকারের কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ইসলামকে ‘শান্তির ধর্ম’ ও ‘সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম’ আখ্যায়িত করে এর সম্মান রক্ষা এবং হজ পালনকালে সৌদি আইন মেনে চলার মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকার জন্য সম্মানিত হজযাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সেবার ব্রত নিয়ে চিকিৎসকদের মানুষের পাশে থাকার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই জুন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মহাখালীতে ‘বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস’ (বিসিপিএস) প্রতিষ্ঠানটির সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যুক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওষুধের থেকেও ডাক্তারের দুটো কথায় রোগীকে অনেক ক্ষেত্রে সুস্থ করে তোলে। তাদের ভেতরে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। এলক্ষ্যে মানবতাবোধ ও সেবার ব্রত নিয়ে চিকিৎসকদের মানুষের পাশে থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি চিকিৎসকদের গবেষণা বাড়ানোর আহ্বান জানান। পরে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দেশি-বিদেশি ফেলোদের হাতে পদক তুলে দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

একনেকে ১০ প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ই জুন একনেক সভায় ১০ হাজার ৮৫৫ কোটি ৬০ লাখ টাকার মোট ১০ প্রকল্পের অনুমোদন দেন। তিনি হাওর অঞ্চলে কালভার্টের পরিবর্তে উঁচু সেতু এবং সড়কের পরিবর্তে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের নির্দেশনা দেন। এছাড়া ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালনে ভূগর্ভস্থ লাইন করার নির্দেশনাও দেন প্রধানমন্ত্রী।

সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া ও প্রেস কাউন্সিল আইনের নীতিগত অনুমোদন লাভ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে জুন তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিত্বকালে ‘সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন ২০২২’-এর খসড়া ও প্রেস কাউন্সিল আইনের নীতিগত অনুমোদন দেন। এ পেনশন ব্যবস্থায় ১৮-৫০ বছর বয়সি সব কর্মক্ষম নাগরিক সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীরা এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। ৬০ বছরের পর থেকে এ পেনশন কার্যকর হবে। এছাড়া রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হানিকর বা যে-কোনো অপসাংবাদিকতার জন্য সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে জরিমানার বিধান রেখে সংশোধন করা হচ্ছে প্রেস কাউন্সিল আইন। এ আইনের অধীন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হানিকর কোনো সংবাদ, প্রতিবেদন, ছবি ও কার্টুন প্রকাশের ক্ষেত্রে কাউন্সিল স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

মানবিক রাষ্ট্র গড়তে এগিয়ে আসার আহ্বান

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, বস্তুগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের মাঝে আত্মিক উন্নয়ন তথা মেধা, মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ, মমত্ববোধের সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা একটি উন্নত মানবিক সামাজিক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে চাই। দেশের মানুষের সেই মনন তৈরিতে সাংবাদিকরা এগিয়ে আসবেন সেটিই প্রত্যাশা। ২৭শে জুন রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রয়াত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত

আলোচনাসভায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। জহুর হোসেন চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি আয়োজিত এ সভায় জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খাঁনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সেটির পেছনে কিছু প্রথিতযশা মানুষ, কিছু লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের অনবদ্য ভূমিকা না থাকলে জাতির মনন তৈরি হতো না। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জহুর হোসেন চৌধুরী।

সাংবাদিকতা শুধু একটি পেশা নয়, অনেক সাংবাদিকের কাছে এটি একটি ব্রত উল্লেখ করে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, দেশ গঠনে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে হয়, রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে জাতিকে স্বপ্ন দেখানো, একইসঙ্গে সাংবাদিকরাও পারেন স্বপ্ন দেখাতে, বলেন তিনি। জহুর হোসেন চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, আপনাদের কাছে নিবেদন থাকবে, জহুর হোসেন চৌধুরীরা যেভাবে তাদের লেখনীর মাধ্যমে সাংবাদিকতার নীতি-আদর্শ আজীবন লালন করে যেভাবে দেশ ও সমাজের তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করেছেন, সমাজকে সঠিক চিন্তার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, আজকের প্রেক্ষাপটেও একটি মানবিক সামাজিক মূল্যবোধ রাষ্ট্র গঠনে অবদান রেখে সেই কাজটি আপনারা করবেন।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, যে ভারত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অসামান্য অবদান রেখেছে, তাদের সাথে আমাদের অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক এবং তাই আছে, মতদ্বৈততার মুখ্য কোনো বিষয় নেই, সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে প্রয়োজন একসাথে কাজ করার। ৪ঠা জুন রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মাসকমিউনিকেশন এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর সম্মেলন কানেকশন্স ২০২২ উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কভিত্তিক রিপোর্টিং পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দুদেশের সম্পর্ক আজ নতুন উচ্চতায় বর্ণনা করে তিনি বলেন, ভারত মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের এক কোটি মানুষকে আপন করে আশ্রয় দিয়েছে, তখনকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির মুখে দাঁড়ানো বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করতে বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, পাকিস্তানিরা যে গণহত্যা করেছে, সে চিত্র বিশ্বে তুলে ধরেছেন। সেইসব কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারতের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মন্ত্রী ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কভিত্তিক রিপোর্টিং পুরস্কার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আইআইএমসি গ্র্যাজুয়েটরাসহ সকল গণমাধ্যম দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদারে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে শিক্ষা ও জনগণের উন্নতি সাধনে ভারত বাংলাদেশকে সাধ্যমতো সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২২শে জুন ২০২২ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পদ্মা সেতুর অবদান' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের অর্থনীতি দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয়, বিশ্বে ৪১তম

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকারে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতি। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। সম্প্রতি কানাডাভিত্তিক সংবাদ প্রতিষ্ঠান ভিজুয়াল ক্যাপিটালিস্ট আইএমএফের তথ্যের আলোকে করা জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়া জিডিপির ভিত্তিতে শীর্ষ ৫০-এ দক্ষিণ এশিয়ার আর কোনো দেশ নেই। ১০৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক জিডিপির ভিত্তিতে ১৯১টি দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে সংবাদ মাধ্যম। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জিডিপির আকার ৩৯৭ বিলিয়ন বা ৩৯ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ভারত বাংলাদেশের উপরে রয়েছে। দেশটির জিডিপির আকার ৩.৩ ট্রিলিয়ন বা ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি ডলার। বৈশ্বিক তালিকায় ভারতের অবস্থান ৬ষ্ঠ। তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির জিডিপির আকার ২৫.৩ ট্রিলিয়ন ডলার, যা বৈশ্বিক মোট জিডিপির চার ভাগের এক ভাগ।

বাংলাদেশের চারটি ব্রোঞ্জ পদক জয়

আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০২২ (আইবিও) প্রতিযোগিতায় রেকর্ড সংখ্যক চারটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে বাংলাদেশ। আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভানে অনুষ্ঠিত ৩৩তম আইবিওতে দেশের জন্য প্রথমবারের মতো সর্বাধিক সংখ্যক পদক জয় করলেন এসএফএক্স গ্রিনহেরাল্ড ইন্টা. স্কুলের রায়ান রহমান, ফাইয়াদ আহমেদ, নটর ডেম কলেজের খন্দকার ইশরাক আহমদ ও আলফ্রেড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ৩০শে জুন ২০২২ লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে ‘Padma Bridge: Milestone of a Decade of Growth and Prosperity’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী তাহসিন শান লিওন। ছয় সদস্যের টিম বাংলাদেশের অপর দুজন হলেন– বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াড কোচ অধ্যাপক ড. রাখহরি সরকার এবং সাধারণ সম্পাদক ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী। এবার আইবিওতে বিশ্বের ৭৮টি দেশ থেকে ৩১২ জন বাছাইকৃত শিক্ষার্থী জীববিজ্ঞানের সর্ববৃহৎ এ আয়োজনে অংশ নেয়।

ইয়েরেভানে ১০ই জুলাই শুরু হয় আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের ৩৩তম আসর। আইবিওর সমাপনী অনুষ্ঠানে এর ফলাফল ঘোষণা করা হয়। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে টিম বাংলাদেশের চারজনের প্রত্যেকেই ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। বাংলাদেশ ২০১৬ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশ নিচ্ছে। নির্ধারিত চারজনের দলের সবারই মেডেল জয় এবারই প্রথম।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয় বাংলাদেশ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ‘দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২২’ শিরোনামে ১লা জুলাই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয় বিশ্বে স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ভারত ও চীনের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। আর চাষের মাছ উৎপাদনেও বাংলাদেশের অবস্থান একই। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশগুলো হলো– ভারত, মিয়ানমার ও উগান্ডা। ঐ প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিশ্বে স্বাদু পানির মাছের ১১ শতাংশ এখন বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে। যার মোট পরিমাণ প্রায় ১৩ লাখ টন। প্রতি দুই বছর পরপর এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, স্বাদু পানির পাখনাযুক্ত মাছ (ফিনফিশ) উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এর মধ্যে ইলিশও আছে। বাংলাদেশে মুক্ত জলাশয় থেকে মোট ১৩ লাখ টন মাছ আহরণ করা হয়। এর মধ্যে ইলিশ প্রায় ছয় লাখ টন। ইলিশ মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ১ নম্বর অবস্থানে আছে। তবে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে বাংলাদেশ ২৮তম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সমুদ্র থেকে ৬ লাখ ৭০ হাজার টন মাছ সংগ্রহ করে। সামুদ্রিক মাছ আহরণে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ দেশ হলো– চীন, ইন্দোনেশিয়া, পেরু, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র।

লিঙ্গ সমতায় অষ্টমবারের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ

লিঙ্গ সমতায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। টানা অষ্টমবারের মতো এই কৃতিত্ব দেখালো দেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে এ তথ্য জানা গেছে। ১৩ই জুলাই প্রকাশিত প্রতিবেদনের ১৬তম সংস্করণের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশের সামগ্রিক লিঙ্গ ব্যবধান দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ হয়েছে। লিঙ্গ সমতায় ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশ থেকে এগিয়ে আছে।

ডব্লিউইএফ মূলত চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই তালিকা করে থাকে। বিষয়গুলো হলো– অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষায় সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। প্রাপ্ত স্কোরে বিশ্বে শিক্ষায় সুযোগে ১২৩তম, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে ১২৯তম এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নবম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্টার্টআপ কমিউনিটি

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্টার্টআপ কমিউনিটি তৈরি করতে হবে বলে উল্লেখ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। ১৬ই জুন রাজধানীর লেকশোর হোটেলে স্থানীয় স্টার্টআপ এবং তরুণদের আইসিটি দক্ষতার বিকাশে আয়োজিত এক প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ডিজিটাল সমাজ, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এবং উদ্ভাবনী বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের একটা স্টার্টআপ কমিউনিটি তৈরি করতে হবে। সেই বিষয়টাকে এগিয়ে দিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটা পার্টনারশিপ মডেল গড়ে তুলেছে হুয়াওয়ে। প্রোগ্রামগুলো হলো– আইসিটি ইনকিউবেটর, অ্যাপ ডেভেলপার এবং টেক উইমেন। এ তিনটি প্রোগ্রামই নতুন স্টার্টআপের সূচনা এবং মোবাইল অ্যাপ তৈরির ধারণা বাস্তবায়নে ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতাটি দুটি ভাগে বিভক্ত যেমন: আইডিয়া পর্যায় এবং সূচনা পর্যায় (আর্লি স্টেজ)। আইসিটি ইনকিউবেশন প্রতিযোগিতার আইডিয়া স্টেজ এবং আর্লি স্টেজ উভয় ক্ষেত্রে

বিজয়ীরা পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রাইজ মানি পাবেন। স্টার্টআপের প্রধান নির্বাহীরা বিদেশে সফল স্টার্টআপের কার্যক্রম পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন এবং সর্বোচ্চ এক লাখ ২৫ হাজার মার্কিন ডলার সমমূল্যের হুয়াওয়ে ক্লাউড ক্রেডিট পাবেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় রানারআপ পাবেন যথাক্রমে সর্বোচ্চ তিন লাখ ও এক লাখ টাকা পর্যন্ত প্রাইজ মানি। প্রথম এবং দ্বিতীয় রানারআপ স্টার্টআপগুলোর প্রধান নির্বাহীরাও বিদেশে সফল স্টার্টআপের কার্যক্রম পরিদর্শনের সুযোগ পাবেন। সঙ্গে পাবেন ৮০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের হুয়াওয়ে ক্লাউড ক্রেডিট।

সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ডিজিটাল সংযোগ

টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত হাওর, দ্বীপ ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের আওতাধীন বিটিআরসি'র সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (এসওএফ) থেকে দুই হাজার ২৬ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২৬শে জুন সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তদারকি পর্ষদ সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল কাউন্সিলের সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

সভায় জানানো হয়, আইসিটি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ৫০৪ কোটি ৪৩ লাখ টাকা ব্যয়ে টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকাগুলোতে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের অধীন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপনে ৪৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা, টেলিটকের মাধ্যমে ৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন, টেলিটকের মাধ্যমে হাওর-বাঁওড়ের দ্বিতীয় স্তরের প্রকল্প সম্প্রসারণ, বিটিসিএল-এর মাধ্যমে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওর-বাঁওড় ও প্রত্যন্ত এলাকায় ব্রডব্যান্ড ওয়াইফাই সম্প্রসারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনে ৪৪ কোটি ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে এবং সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণে ৮৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া উপকূলীয় পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে ৫২০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

রপ্তানি আয় পাঁচ হাজার কোটি ডলার ছাড়াল

দেশে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় অর্জিত হয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে পাঁচ হাজার ২০৮ কোটি ২৬ লাখ ৬৬ হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের তুলনায় ৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেশি রপ্তানি আয় হয়েছে সদ্য শেষ হওয়া অর্থবছরে। একইসঙ্গে এ সময়ে রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

ইপিবির তথ্য মতে, গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল তিন হাজার ৮৭৫ কোটি ৮৩ লাখ ডলার। সদ্যবিদায়ী অর্থবছরে মূলত পোশাক রপ্তানির ওপর ভর করে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ২০৮ কোটি ২৬ লাখ ৬৬ হাজার মার্কিন ডলার। তবে মোট রপ্তানির ৮১ দশমিক ৮১ শতাংশই তৈরি পোশাক পণ্য থেকে এসেছে। এ পণ্যটির রপ্তানির অর্থমূল্য ছিল চার হাজার ২৬১ কোটি ৩১ লাখ ৫০ হাজার ডলার। ২০২০-২০২১-এর তুলনায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তৈরি পোশাকের রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ। সদ্যবিদায়ী অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল চার হাজার ৩৫০ কোটি ডলার। এর বিপরীতে যে অর্থমূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, সেটি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৯ দশমিক ৭৩ শতাংশ বেশি।

বিশ্বে চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা বাড়ছে

বিশ্বজুড়ে দ্রুত বাড়ছে চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা। ফলে বড়ো হচ্ছে চামড়ার বৈশ্বিক বাজারও। ২০২০ সালে এর আকার ছিল ৩৯৪ দশমিক ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের, ২০২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০৭ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলারে। এরপর থেকে বার্ষিক ৫ দশমিক ৯ শতাংশ হারে বেড়ে ২০২৮ সালে বৈশ্বিক চামড়া বাজারের মূল্যমান ৬২৪ দশমিক ০৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতভিত্তিক বাজার বিশ্লেষক এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য।

মূলত ভোক্তা আয়, জীবনযাত্রার ব্যয়, ফ্যাশন ট্রেন্ডের পরিবর্তন এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটনের ওপর নির্ভর বৈশ্বিক চামড়া বাজারের ভাগ্য। তবে এর ওপর মানুষের ব্র্যান্ড সচেতনতার পাশাপাশি আরামদায়ক, ট্রেন্ডি এবং অভিনব চামড়ার পোশাক, জুতাসহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রভাবও উল্লেখযোগ্য।

চামড়া দিয়ে তৈরি আকর্ষণীয় বিলাসবহুল পণ্যগুলো প্রায়ই আধুনিক স্টাইল ও স্ট্যাটাসের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। সেদিক থেকে জর্জিও আরমানি, বারবেরি, প্রাডা, ডলস অ্যান্ড গাব্বানার মতো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডগুলোর তৈরি সমসাময়িক ডিজাইনের পোশাক, জুতা ও অন্যান্য জিনিসপত্রের চাহিদা ব্যাপক।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

মেরিন রিসার্চ হ্যাচারির উদ্‌বোধন

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৪ঠা জুন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্সবাজার কোস্টাল বায়োডাইভার্সিটি মেরিন ফিশারিজ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ রিসার্চ সেন্টারে 'মেরিন রিসার্চ হ্যাচারি' উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো গবেষণা করা। গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকে

কাজে লাগিয়ে বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এতে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কাজে লাগিয়ে আগামীতে সুন্দর ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ গড়ে তোলা সম্ভব বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন।

এ বছর জেএসসি ও পিইসি পরীক্ষা হচ্ছে না

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমনি ৫ই জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ বছরের জেএসসি এবং পিইসি পরীক্ষা হবে না। তবে এই দুই পরীক্ষা না হলেও শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। স্কুলের এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করবে শিক্ষা বোর্ডগুলো এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ২৬শে জুন ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০২২'-এর জাতীয় পর্যায়ে সেরা মেধাবীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রীর চার প্রস্তাব পেশ

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৬ই জুন ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের শিক্ষামন্ত্রীদের দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগ দেন। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৩টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি চার দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে কার্যকর ও রূপান্তরিত শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে সর্বজনীন সম্পদ হিসেবে সামাজিক ও উন্নয়ন অংশীদারদের কার্যকর সহায়তা কৌশল নির্ধারণের পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা অর্জন এবং ডিজিটাল শিক্ষা সহজলভ্য করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

এসো শিখি প্রকল্পের উদ্বোধন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউএসএআইডি'র যৌথ উদ্যোগে ৭ই জুন হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'এসো শিখি' প্রকল্প উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আমিনুল ইসলাম খান এ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। প্রকল্প ব্যয় ৩৮ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০ হাজার শিক্ষককে মাতৃভাষার মাধ্যমে কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতির সক্ষমতা অর্জনে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগের আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। উভয় দেশের বাণিজ্য ক্রমেই বাড়ছে। অস্ট্রেলিয়ার বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, কৃষি ও বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের অনেক চাহিদা রয়েছে। এ বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগও রয়েছে। ৮ই জুন ২০২২ ঢাকায় সরকারি বাসভবনের অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার জেরেমে ব্রুয়ার (Jeremy Bruer)-এর সঙ্গে বৈঠকের সময় বাণিজ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এ মুহূর্তে বিনিয়োগের জন্য খুবই আকর্ষণীয় স্থান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একশটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। এখানে বিনিয়োগ করলে অস্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগকারীগণ লাভবান হবেন। বাংলাদেশ সরকার এ মুহূর্তে বিনিয়োগকারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। অস্ট্রেলিয়া এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

ঢাকায় নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার জেরেমে ব্রুয়ার বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। বাংলাদেশের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী। বাংলাদেশে এনার্জি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তৈরি পোশাক সেক্টরে বিনিয়োগ বাংলাদেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সঙ্গে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীগণ উভয় দেশ সফর করে বিনিয়োগের সেক্টর নির্বাচন করতে পারে।

ব্যাবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে ফিনিস চেম্বার গঠন করার আগ্রহ

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, ফিনল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাবসাবাণিজ্য দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের টেলিকম সেক্টর, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত, ডিজিটাল হেলথ সেক্টর, ইন্টারনেট কমিউনিকেশন টেকনোলজি সেক্টরে বিনিয়োগ ফিনল্যান্ডের জন্য লাভজনক হবে। বাংলাদেশ ফিনল্যান্ডের বিনিয়োগ প্রত্যাশা করছে। ফিনল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যাবসাবাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হতে পারে। বাংলাদেশ এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত। ফিনল্যান্ড এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ব্যাবসাবাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে ফিনিস চেম্বার গঠনে বাংলাদেশ সহযোগিতা প্রদান করবে। ৮ই জুন ২০২২ ঢাকায় সরকারি বাসভবনের অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত (নন-রেসিডেন্স, নিউ দিল্লিভিত্তিক) ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রিতা কউকরু রোনডে (Rita Koukku-Ronde)-এর সঙ্গে বৈঠকের সময় বাণিজ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ঢাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত নন-রেসিডেন্স, নিউ দিল্লিভিত্তিক ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রিতা কউককু রোনডে বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে ফিনল্যান্ড খুশি। বাংলাদেশ দক্ষতার সঙ্গে সফলভাবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ফিনল্যান্ড ব্যাবসাবাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বাড়াতে চায়। এজন্য ব্যবসায়ীদের একটি ফিনিস চেম্বার গঠন করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে উভয় দেশের ব্যাবসাবাণিজ্য বৃদ্ধি করা সহজ হবে। বাংলাদেশের টেলিকম সেক্টর, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত, ডিজিটাল হেলথ সেক্টর, ইন্টারনেট কমিউনিকেশন টেকনোলজি সেক্টরে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। ফিনল্যান্ড এ সকল সেক্টরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে প্রথম নারী অর্থসচিব

দেশের প্রথম নারী অর্থসচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন। ১৬ই জুন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন জারি করে। বিসিএস নবম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের

কর্মকর্তা ফাতিমা ইয়াসমিন ইআরডি সচিব হওয়ার আগে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১৯৯১ সালে চাকরিতে যোগ দেন। উল্লেখ্য, দেশের প্রথম নারী ইআরডি সচিবও ফাতিমা ইয়াসমিন। ফাতিমা ইয়াসমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) থেকে ব্যাবসায় প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতিতেও স্নাতকোত্তর করেছেন তিনি। এছাড়া, ফাতিমা ইয়াসমিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার্স ইউনিভার্সিটিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের হুবার্ট এইচ. হামফ্রে পাবলিক পলিসি ফেলো ছিলেন।

স্বাস্থ্য গবেষণা অনুদান পেলেন ১০ নারী

নতুন প্রজন্মের নারী গবেষক ও বিজ্ঞানী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবারই প্রথম দেশের ১০ জন নারী গবেষককে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের অনুদান। আর এ উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে 'বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানীদের জন্য মুজিব শতবর্ষ স্বাস্থ্য গবেষণা অনুদান'। ১৪ই জুন আইসিডিডিআরবিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য দেওয়া হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও আইসিডিডিআরবির ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংস্থাটি এই অনুদান দিয়েছে। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানে নারীদের অবস্থান নিয়ে বিজ্ঞানী ফেরদৌসী কাদরী বলেন, বিজ্ঞানী পরিচয় শুধু বিজ্ঞানী হিসেবেই, এখানে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। এই পুরস্কার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি বড়ো পদক্ষেপ।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

৬৪টি জেলায় এক লাখ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ

সরকার দেশের ৬৪টি জেলায় ১ লাখ ৩৩০ দশমিক ৫৪০ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দিয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ বরাদ্দ দেয়। বরাদ্দকৃত এই চাল ৪৯২টি উপজেলার ৮৭ লাখ ৭৯ হাজার ২০৩টি ভিজিএফ কার্ডধারী এবং ৩২৯টি পৌরসভার ১২ লাখ ৫৩ হাজার ৮৫১টি ভিজিএফ কার্ডের বিপরীতে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। সরকারের পক্ষ থেকে দুস্থ, অতিদরিদ্র ব্যক্তি বা পরিবারের মাঝে এ সহায়তা করতে বলা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুস্থ ও অতিদরিদ্র পরিবারকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান ২রা জুলাই ২০২২ সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় বিভিন্ন এলাকায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর উপহার পাচ্ছেন আরও ২৬ হাজার পরিবার

ভূমিহীন ও গৃহহীনদের ভূমিসহ ঘর দেওয়ার কর্মসূচিতে আরও ২৬ হাজার ২২৯টি ঘর দেওয়া হচ্ছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে ঘরগুলো দেওয়া হবে। ২১শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী এসব ঘর হস্তান্তর করবেন। ১৮ই জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সিনিয়র সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এসব তথ্য জানান।

৫২টি উপজেলার উপকারভোগীরা এসব ঘরে উঠবেন। এরই মধ্যে সব আয়োজন সম্পন্ন করেছে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন। সরকার আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫৩ হাজার ৩৩০টি ঘর দিয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ৬৭ হাজার ৮০০টি ঘর দেওয়ার কাজ চলছে। এরই মধ্যে ৩২ হাজার ৯০৪টি ঘর দেওয়া হয়েছে। ২১শে জুলাই ২৬ হাজার ২২৯টি দেওয়া হবে। পাশাপাশি ৮ হাজার ৬৬৭টি ঘর নির্মাণাধীন রয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ ফল উৎপাদনে বিশ্বে সফলতার উদাহরণ

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বাংলাদেশ ফল উৎপাদনে বিশ্বে সফলতার উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে বিশ্বে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হারের রেকর্ড বাংলাদেশের, বছরে সাড়ে ১১ শতাংশ হারে ফল উৎপাদন বাড়ছে। কাঁঠাল উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়, আমে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, পেঁপেতে ১৪তম

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ১৬ই জুন ২০২২ ঢাকায় খামার বাড়িতে জাতীয় ফল মেলার উদ্‌বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন– পিআইডি

স্থানে আছে বাংলাদেশ। আর মৌসুমি ফল উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের তালিকায় নাম লিখিয়েছে বাংলাদেশ। নিত্যনতুন ফল চাষের দিক থেকেও বাংলাদেশ সফলতা পেয়েছে। ২০ বছর আগে আম আর কাঁঠাল ছিল এই দেশের প্রধান ফল। এখন বাংলাদেশে ৭২ প্রজাতির ফলের চাষ হচ্ছে, যা আগে হতো ৫৬ প্রজাতির। ১৩ই জুন সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘জাতীয় ফল মেলা ২০২২’ উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, ২০০৮-২০০৯ সালে দেশে ফলের উৎপাদন ছিল প্রায় এক কোটি টন, আর বর্তমানে ফলের উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ১ কোটি ২২ লাখ টন। বিগত ১২ বছরে ফলের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি ২২ শতাংশ।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার এখন সকল মানুষের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করতে কাজ করছে। এক্ষেত্রে ফল ও ফলদ বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের পুষ্টিচাহিদা পূরণে ফলের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি করতে হবে তেমনি নিরাপদ ফল চাষে গুরুত্ব দিতে হবে। একইসঙ্গে ফলমূলকে পচনের (২৫-৪০% হার) হাত থেকে বাঁচাতে আমাদেরকে সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাত সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। এসব বিষয়ে ফলের উৎপাদনকারী বা চাষি, পরিবহণকারী, প্রক্রিয়াজাতকারী, ভোক্তাসহ সকলের সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজন। এলক্ষ্যেই কৃষি মন্ত্রণালয় জাতীয় ফল মেলার আয়োজন করে থাকে। কৃষিমন্ত্রী জানান, গত দুই বছর করোনা মহামারির কারণে জাতীয় ফল মেলার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এ বছর রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ চত্বরে আগামী ১৬ই জুন থেকে জাতীয় ফল মেলা শুরু হবে। মেলা চলবে ১৮ তারিখ পর্যন্ত। এবারের প্রতিপাদ্য–‘বছরব্যাপী ফল চাষে, অর্থ পুষ্টি দুই-ই আসে’।

ভোজ্যতেলের চাহিদার ৪০ ভাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা হবে

দেশে ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে তিন বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ধানের উৎপাদন না কমিয়েই আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ১০ লাখ টন তেল উৎপাদন করা হবে, যা চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ। এর ফলে তেল আমদানিতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। ৭ই জুন সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক সভায় সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, দেশে ভোজ্যতেলের চাহিদার প্রায় ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এ বছর দেশে ভোজ্যতেল নিয়ে সংকট চলছে। অনেক বেশি দাম দিয়ে বিদেশ থেকে তেল আমদানি করতে হচ্ছে। এতে একদিকে ভোক্তাদের কষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও চাপ পড়ছে। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমাতে আমরা তিন বছর মেয়াদি এক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের মধ্যে সরিষা, তিল, বাদাম, সয়াবিন, সূর্যমুখীসহ তেলজাতীয় ফসলের আবাদ তিনগুণ বৃদ্ধি করে বর্তমানের ৮ লাখ ৬০ হেক্টর জমি থেকে ২৩ লাখ ৬০ হাজার হেক্টরে উন্নীত করা হবে। তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বর্তমানের ১২ লাখ টন থেকে ২৯ লাখ টনে এবং তেলের উৎপাদন বর্তমানের ৩ লাখ টন থেকে ১০ লাখ টনে উন্নীত করা হবে।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে রয়েছে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী সরকারি, বেসরকারি ও জনগণ পর্যায়ে সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ বিষয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনেপ-এর উদ্যোগেই ১৯৭২ সাল থেকে সারা বিশ্বে প্রতিবছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে আসছে। এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য– Only one Earth: Living Sustainably in Harmony with Nature.

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রতিপাদ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব

পরিবেশ দিবস ২০২২ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে নানা উপাদান গ্রহণ করেই আমরা বেঁচে থাকি। কাজেই প্রকৃতি ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে পৃথিবী তথা আমাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে আমাদেরকে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। আওয়ামী লীগ সরকার ইতোমধ্যে জাতিসংঘের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার অংশ হিসেবে Updated Nationally Determined Contribution (UNDC) এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan) গ্রহণ করেছে। এছাড়াও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য 'Mujib Climate Prosperity Plan' প্রস্তুত করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিপথে জলবায়ু বিপদাপন্নতা থেকে জলবায়ু সহিষ্ণুতা এবং তা থেকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কলেরার টিকা প্রদান

রাজধানীর পাঁচটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ২৬শে জুন থেকে ২রা জুলাই পর্যন্ত কলেরার টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। ডায়রিয়া ও কলেরা প্রতিরোধে সরকারের নেওয়া এই টিকা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি)। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এ তথ্য জানিয়েছে।

২৬শে জুন সকাল থেকে রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, সবুজবাগ, মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও দক্ষিণখান এলাকায় এক বছরের বেশি বয়সের সকল মানুষকে এ টিকা খাওয়ানো হয়েছে। তবে গর্ভবতী মাকে এ টিকা খাওয়ানো হয়নি। ১৪ দিন পর এ টিকার দ্বিতীয় ডোজ খাওয়ানো হবে। কলেরার টিকা প্রদান ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

নিবন্ধনহীন হাসপাতাল ও ক্লিনিক বন্ধ করা হবে

স্বাস্থ্য খাতে স্বচ্ছতা আনতে ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে নিবন্ধনহীন হাসপাতাল ও ক্লিনিক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১লা জুন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় স্বাস্থ্য ও কল্যাণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ তথ্য জানান।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার আছে প্রায় ১১ হাজার। এর অনেকগুলোর মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যেসব প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নেই, সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। যারা মানসম্মত সেবা দিতে পারছে না, তাদের সতর্ক করা হবে। কাউকে সময় বেঁধে দেওয়া হবে না।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানান, স্বাধীনতার পর পর আমাদের

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ১৫ই জুন ২০২২ ঢাকা শিশু হাসপাতালে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন উদ্‌বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা ছিল ৫/৬ হাজার, এখন সেটা ৬০ হাজারের বেশি। স্বাধীনতার সময় মেডিকেল কলেজ ছিল আটটি, এখন ১১০টি। আগে কোনো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, এখন ৫টি।

৭ দিনে প্রায় ১ কোটি বুস্টার ডোজ প্রদান

৭ দিনে প্রায় ১ কোটি মানুষকে বুস্টার ডোজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সারা দেশে বুস্টার ডোজের বিশেষ কার্যক্রম শুরু হয় ৪ঠা জুন। চলে ১০ই জুন পর্যন্ত। এর মধ্য দিয়ে করোনার টিকা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান আরও দৃঢ় হবে বলে মনে করছে স্বাস্থ্য বিভাগ। টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, সারা দেশের নির্ধারিত করোনা টিকা কেন্দ্রে এ টিকা প্রদান করা হয়। করোনার টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার চার মাস পার করেছেন, এমন ব্যক্তিরাই বুস্টার ডোজ নিয়েছেন।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

রাজধানীতে নতুন তিন রুট

এ বছরের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে বাস রুট রেশনাইজেশনের আওতায় 'ঢাকা নগর পরিবহণ'-এ চালু হচ্ছে নতুন আরও তিনটি রুট। ২২, ২৩ এবং ২৬ নম্বর-এ রুটগুলোতে নতুন বাস দিয়ে যাত্রা শুরু হবে। এ সময়ের মধ্যে বাস-বে, যাত্রী ছাউনিসহ সব অবকাঠামোগুলো উন্নয়ন করা হবে। ২১শে জুন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) নগর ভবনের বুড়িগঙ্গা হলে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির ২৩তম সভা শেষে এ তথ্য জানান কমিটির সভাপতি ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। এছাড়া নগর পরিবহণের আওতায় যেসব বাস চলবে তারা আবেদন করেছে। এসব রুটে বাসগুলো চলাচলের জন্য ২২ নম্বর রুটে ৫৪টি ও ২৩ নম্বর রুটে ১০০টি আবেদন পড়েছে। অন্যদিকে ২৬ নম্বর রুটে বিআরটিসির নতুন ৫০টি ডাবল ডেকার বাস পরিচালনা করা হবে। সব মিলিয়ে নতুন এই তিন রুটে ২০০টি বাস দিয়ে কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কমিটির সভাপতি ও দক্ষিণ সিটির মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের সভাপতিত্বে বৈঠকে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামসহ কমিটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জানা

গেছে, নতুন চালু হতে যাওয়া ২২ নম্বর রুটটি হলো– ঘাটারচর থেকে মোহাম্মদপুর টাউন হল, শাহবাগ, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ী, কোনাপাড়া হয়ে ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার পর্যন্ত। অন্যদিকে ২৩ নম্বর রুট হচ্ছে– ঘাটারচর থেকে শ্যামলী, কলাবাগান, শাহবাগ, মৎস ভবন, দৈনিক বাংলা, শনির আখড়া, সাইনবোর্ড, চিটাগাং রোড পর্যন্ত। ২৬ নম্বর রুট হলো– ঘাটারচর থেকে বছিলা, মোহাম্মদপুর টাউন হল, নিউমার্কেট, পোস্তগোলা হয়ে কদমতলী পর্যন্ত।

বিআরটিসি বাসের ঈদ স্পেশাল সার্ভিস

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ করপোরেশন (বিআরটিসি) ঈদুল আজহা ২০২২ উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের সহজ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে ৪ঠা জুলাই 'ঈদ স্পেশাল সার্ভিস'-এর আয়োজন করে। ১লা জুলাই থেকে বিআরটিসির সংশ্লিষ্ট ডিপো থেকে অগ্রিম টিকিট বিক্রয় শুরু হয় এবং ১২ই জুলাই পর্যন্ত ঈদ সার্ভিসের বাস চলাচল করে। ঢাকায় মতিঝিল, জোয়ারসাহারা, কল্যাণপুর, গাবতলী, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, যাত্রাবাড়ী, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো (চাষাড়া) থেকে নিম্নবর্ণিত রুটসমূহের (ঢাকা থেকে) অগ্রিম টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

বিদ্যুৎ : বিশেষ প্রতিবেদন

গ্যাস-বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে আহ্বান

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, গ্যাস-বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে হবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করে তিনি ৫ই জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর প্রভাব সব জায়গাতে পড়েছে। কোভিড-১৯-এর ধাক্কা যখন সবাই কাটিয়ে উঠছিল তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি সারা বিশ্বকেই গভীর এক সংকটে ফেলেছে। এই সংকট শুধু উন্নয়নশীল দেশেই না, অনেক উন্নত দেশেও এর আঁচ লেগেছে। যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি মার্কেট চরম অস্থিতিশীল করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক খাদ্যপণ্যের বাজারও বেসামাল। বৈশ্বিক এই সংকট আমাদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছে।

আপনারা জানেন যে, সম্প্রতি বাংলাদেশ ৫২ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানির অনন্য মাইলফলক অর্জন করেছে। অর্থাৎ গত একযুগে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে আমাদের শিল্পায়ন অতীতের সকল সময়কে ছাড়িয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে 'দিন বদলের ইশতাহারে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিবেন। সেই রূপকল্প আমরা বাস্তবায়ন করেছি। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুতের কোনো বিকল্প নাই। আমরা সে লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যুদ্ধের কারণে হঠাৎ করেই কিছুটা ছন্দপতন সব জায়গাতেই।

সরকারের বিবিধ পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিজস্ব জ্বালানির অনুসন্ধান, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান কূপগুলোতে আরও গভীরে খনন করে গ্যাসের অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছে। এরই মধ্যে আগামী ৩ বছরের একটা আপগ্রেডেশন, ওয়ার্কওভারের স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে করে ৪৬টি কূপ থেকে দৈনিক ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস নতুন করে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে পারে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিদ্যুৎ খাতের ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। এই সংকটকালীন সময়েও আপনাদেরকে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিশ্বাস রাখতে বলব। এই সংকট আমরা সবাই মিলেই পার করব। এই পরিস্থিতিতে সবার কাছে একটাই অনুরোধ, আসুন আমরা সবাই গ্যাস-বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হই।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

পদ্মা সেতুর ফলক উন্মোচন

পদ্মা সেতুর ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটল দেশবাসীর। ২৫শে জুন মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে এ ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর হাতেই ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের ২১ জেলার মানুষের স্বপ্নের এ মেগা প্রকল্পের।

২৬শে জুন থেকে পদ্মা সেতু দিয়ে যান চলাচল শুরু হয়। ২০১৪ সালের নভেম্বরে নির্মাণকাজ শুরু হয়। দুই স্তরবিশিষ্ট স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাসের এ সেতুর ওপরের স্তরে চার লেনের সড়ক পথ এবং নীচের স্তরে একটি একক রেলপথ রয়েছে। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর অববাহিকায় ৪২টি পিলার ও ১৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৪১টি স্প্যানের মাধ্যমে মূল অবকাঠামো তৈরি করা হয়। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। পদ্মা সেতু নির্মাণে খরচ হয়েছে ৩০ হাজার কোটি টাকা। এসব খরচের মধ্যে রয়েছে সেতুর অবকাঠামো তৈরি, নদীশাসন, সংযোগ সড়ক, ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশ, বেতন-ভাতা ইত্যাদি। বাংলাদেশের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সেতু বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী, সেতু নির্মাণে ২৯ হাজার ৮৯৩ কোটি টাকা ঋণ দেয় সরকার। ১ শতাংশ সুদ হারে ৩৫ বছরের মধ্যে সেটি পরিশোধ করবে সেতু কর্তৃপক্ষ। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার স্বপ্নের কাঠামো নির্মাণের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড।

মেট্রোরেলের ৬টি কোচ ও ২টি ইঞ্জিন মোংলা বন্দরে

জাপানের কোবে বন্দর থেকে মেট্রোরেলের দশম চালানের ৬টি কোচ, ২টি ইঞ্জিন ও ৪৮টি প্যাকেজ মেশিনারি পণ্য নিয়ে ছেড়ে আসা বিদেশি জাহাজ এমভি এসপিএম ব্যাংকক মোংলা বন্দরের ৭ নম্বর জেটিতে ভিড়েছে। বিদেশি জাহাজটির স্থানীয় শিপিং এজেন্ট এনশিয়েন্ট স্টিম শিপ কোম্পানির ব্যবস্থাপক মো. ওয়াহিদুজ্জামান জানান, ৮ই জুন কোচ ও ২টি ইঞ্জিনসহ বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি পণ্যের ৪৮টি প্যাকেজ নিয়ে জাপান থেকে গত ৩রা জুন ছেড়ে আসা এসপিএম ব্যাংকক জাহাজ মোংলা বন্দরে ভিড়েছে। জাহাজ থেকে সরাসরি বার্জে (নৌযান) নামানো এসব মালামাল নদী পথেই ঢাকার উত্তরার দিয়াবাড়ী ডিপোতে নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত মোংলা বন্দর দিয়ে মেট্রোরেলের ৬২টি কোচ ও ৩০টি ইঞ্জিন এসেছে। আগামী আগস্টে আরও ১২টি কোচ-ইঞ্জিন আসবে বলেও জানান তিনি।

প্রতিবেদনঃ জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থানঃ বিশেষ প্রতিবেদন

‘কর্মসংস্থান অধিদপ্তর’ গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ৯ই জুন ২০২২ জাতীয় সংসদে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় বলেন, দেশের বেকার জনসংখ্যার জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরির জন্য ‘কর্মসংস্থান অধিদপ্তর’ গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, শিশুশ্রম নির্মূল এবং নারী শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের কার্যক্রম আরও বেগবান করা হবে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের শ্রম খাত সম্পর্কিত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২০২৬ অনুযায়ী কারখানাসমূহের ঝুঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও শ্রম পরিদর্শন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে কারখানা পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দেশের কর্মক্ষম শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেন, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়লে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত হবে, যা তার জীবনমানের উন্নতি ঘটাবে। এলক্ষ্যে সরকার দক্ষতার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। চলমান ও ভবিষ্যতের শিল্প-বাণিজ্যের চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে শ্রমিকের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে সরকার ‘স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)’-এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি, আন্তর্জাতিক সনদ প্রদান ইত্যাদি বিষয়েও কার্যক্রম পরিচালনা করে এসইআইপি প্রকল্প দেশের মানবসম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে শিল্প খাতে নিয়োজিত জনশক্তির যুগোপযোগী দক্ষতা নিশ্চিত করতে অধিকতর ফলাফলভিত্তিক একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে এবং যার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত ‘জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল’-এর কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু করার জন্য স্থায়ী জনবল নিয়োগ শুরু হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডি) জাতীয় দক্ষতা পোর্টাল বিনির্মাণ ও জাতীয় দক্ষতা নীতি প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল তার বাজেট বক্তৃতায় বলেন, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮ লাখ ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার এবং ৫ লাখ ২০ হাজার জনকে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, আগামীতে অভিবাসনে পিছিয়ে পড়া দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সমগ্র দেশ থেকে অধিক হারে অভিবাসনে উৎসাহী করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উপজেলা পর্যায়ে একশ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকাজ শুরু করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

প্রতিবেদনঃ ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় নৃত্যনাট্য উৎসব ২০২২-এর উদ্‌বোধন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা মিলনায়তনে ২৭শে জুন শুরু হয় ‘জাতীয় নৃত্যনাট্য উৎসব ২০২২’। একাডেমির আয়োজন বিভাগ এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির সচিব মো. আছাদুজ্জামান। এ নৃত্যনাট্য উৎসবে দেশের প্রতিশ্রুতিশীল নৃত্যশিল্পীরা চারটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সামিনা হোসেন প্রেমার পরিচালনায়

নৃত্যদল ভাবনা পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভানুসিংহের পদাবলি’ নৃত্যনাট্য। এরপর মিনু হকের পরিচালনায় পল্লবী ডান্স সেন্টার পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শাপমোচন’ নৃত্যনাট্য। এম আর ওয়াসেকের পরিচালনায় নন্দন কলা কেন্দ্র পরিবেশন করে কবি দ্বিজ কানাইয়ের ‘মহুয়া’ নৃত্যনাট্য এবং ফারহানা চৌধুরী বেবির পরিচালনায় বাংলাদেশ একাডেমি অব ফাইন আর্টস পরিবেশন করে ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ নৃত্যনাট্য। নাচের মুদ্রার শৈল্পিকতার সঙ্গে তাল, লয় ও ছন্দের ঝংকারে মুখরিত ছিল মিলনায়তন। পরিবেশনার পরতে পরতে ছিল নন্দনতত্ত্বের সুনিপুণ ছোঁয়া। নাচের সঙ্গে সুরের মূর্ছনায় বিমোহিত ছিল আগত শিল্পরসিক দর্শক-শ্রোতারা।

পহেলা আষাঢ়ে বর্ষবরণ উৎসব

বাংলাদেশে বর্ষাকালকে বরণ করে নেওয়ার জন্য দিনব্যাপী পালিত হয় বর্ষা উৎসব। বাংলা বর্ষপঞ্জির তৃতীয় মাস আষাঢ়ের প্রথম দিন বর্ষ উৎসব পালিত হয়। এ দিনটিতে নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি, নাটক, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পুতল নাচ, ইলিশ উৎসব ইত্যাদি নানা আয়োজনের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় বর্ষা উৎসব। বর্ষাকালের প্রথম দিনটিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য নারীরা ঐতিহ্যবাহী নীল শাড়িও পরিধান করেন।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

পুরস্কার পেল চলচ্চিত্র *গায়েব*

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত তিন মিনিটের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা ও উৎসব ২০২২-এর উন্মুক্ত বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে মো. আবিদ মল্লিক পরিচালিত ও মো. আসাদুজ্জামান সকাল প্রযোজিত চলচ্চিত্র *গায়েব*। *গায়েব* চলচ্চিত্রটি এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে এ পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

গায়েব চলচ্চিত্রটির ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার হিসেবে ছিলেন অমিতাভ রেজা চৌধুরী। এতে অভিনয় করেছেন কামরুজ্জামান তপু, মিতু রহমান, মুনতাহা অ্যামেলিয়া প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে *ছিটমহল*

পরিচালক এইচ আর হাবিব এবং কমন হোম এটাচারের প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্র *ছিটমহল*। এ চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয় ২৭শে জুলাই থেকে শুরু হওয়া ‘লিফট অব গ্লোবাল নেটওয়ার্ক’ নামের ইংল্যান্ডে একটি আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। এ চলচ্চিত্রতে অভিনয় করেছেন– পিয়া জান্নাতুল, আরমান পারভেজ মুরাদ, মৌসুমী হামিদ, ডন হক, আনোয়ারুল আলম সজল, শিমুল খান প্রমুখ।

আমেরিকায় সিয়াম-পূজার চলচ্চিত্র *শান*

আমেরিকার বিখ্যাত সব থিয়েটারে ২৪শে জুন ফিলম্যান এন্টারটেইনমেন্ট প্রযোজিত এবং এম এ রাহিম পরিচালিত তারকাবহুল চলচ্চিত্র *শান* মুক্তি পায়। আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত

এএসসি রিগ্যাল, সিনেমার্ক, হারকিন্স, শোকেইস চেইনে ২০টি স্টেটের বিখ্যাত এবং ৫৯টি মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তি পায় চলচ্চিত্রটি। সত্য ঘটনা অবলম্বনে চলচ্চিত্রটির গল্প সাজিয়েছেন আজাদ খান। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন আজাদ খান ও নাজিম উদ দৌলা।

যুক্তরাষ্ট্রে *গলুই*

ঈদুল আজহায় শাকিব খান ও পূজা চেরির *গলুই* চলচ্চিত্র যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শন করা হয়। উত্তর আমেরিকার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বায়োস্কোপ ফিল্মস *গলুই* চলচ্চিত্রটি সেখানে পরিবেশন করে। ৮ই জুলাই থেকে আমেরিকার ২৪টি স্টেটে, ৫৮টি সিটিতে ১০০-এর অধিক সিনেমা হলে প্রদর্শিত হয় চলচ্চিত্রটি।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মাদককে 'না' বলো

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মাদক নির্মূল করার জন্য আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাদকের চাহিদা শিগগিরই অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন তিনি।

২৬শে জুন ‘মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস’ উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি একথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসার প্রয়োজন। এজন্য আমাদের সরকার বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত বেসরকারি ও পরামর্শ কেন্দ্রগুলোকে সরকারি অনুদান দেওয়ার পাশাপাশি তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা বাড়াতে বিদ্যমান সরকারি কেন্দ্রগুলোতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া ঢাকার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রটি ২৫০ শয্যায় উন্নীত করাসহ ঢাকার বাইরে সাতটি বিভাগে দুইশ শয্যা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

জুনে ১৩১ কোটি টাকার চোরাচালান পণ্য-মাদক জব্দ বিজিবির

জুন মাসে অভিযান চালিয়ে ১৩১ কোটি ৫৮ লাখ ৮৭ হাজার টাকার চোরাচালান পণ্য ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। দেশের সীমান্ত এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ধরনের চোরাচালান পণ্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য জব্দ করে বিজিবি। ৩রা জুলাই বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলাম এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে ১১ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৬ ইয়াবা ট্যাবলেট, ৫ কেজি ৩৫০ গ্রাম ক্রিস্টাল মেথ আইস, ২৯ হাজার ৮৭৬ বোতল ফেনসিডিল, ১১ হাজার ৬৬৭ বোতল বিদেশি মদ, ১২৭ লিটার বাংলা মদ, ২ হাজার ৪৮২ ক্যান বিয়ার, ২ হাজার ৯৪৯ কেজি গাঁজা, ৮ কেজি ৩৯৯ গ্রাম হেরোইন, ৩৬ হাজার ৫৭৩টি ইনজেকশন, ৫ হাজার ৪০০টি ইস্কাফ সিরাপ, ৫২১ বোতল এমকেডিল বা কফিডিল, ৮ হাজার ২২১টি অ্যানেগ্রো বা সেনেগ্রো ট্যাবলেট, ৯২ হাজার ৪০৬টি বিভিন্ন প্রকার ওষুধ ও ৯৩ হাজার ১১১টি অন্যান্য ট্যাবলেট।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

বর্তমান সরকারের আমলে পার্বত্য এলাকায় উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে বর্তমান সরকার অত্যন্ত আন্তরিক, আর এই সরকারের আমলে পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে ব্রিজ, কালভার্ট ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ২রা জুলাই পার্বত্য বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এসময় মন্ত্রী স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে লামা উপজেলার মাতামুহুরী নদীর উপর রুপসীপাড়া-শিলেরতোয়া সড়কে ১৮৪ মিটার আরসিসি গার্ডার ব্রিজ উদ্‌বোধন করেন। গজালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নে প্রায় ১৫ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়াও গজালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের বাসিন্দাদের মাঝে ৬২৫টি সোলার হোম সিস্টেম, ২০ বান ঢেউটিন, ৭০ জনকে কৃষি প্রণোদনা এবং ২০টি সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ক্রীড়াসামগ্রী প্রদান করেন পার্বত্যমন্ত্রী।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারের কার্যক্রম

সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। ২রা জুলাই নওগাঁর পোরশা উপজেলার সরাইগাছী মাঠে কারিতাসের সুবর্ণ জয়ন্তী ও সিধু কানু দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য রক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর। তাদের জীবনমানের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। কারিতাস ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। এসময় মন্ত্রী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমস্যাসমূহের কার্যকর সমাধানে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২রা জুলাই নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদপত্র বিতরণ করেন। এসময় পরিবারকে সবচেয়ে বড়ো

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, শিশুদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে পরিবারকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিশুদের বেড়ে ওঠার জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপচারিতা ও মতবিনিময়ের ব্যাপারে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

ঢাবিতে খুদে বিজ্ঞানীদের মেলা

'বিজ্ঞান হোক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার'– স্লোগানকে সামনে রেখে ২রা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান মেলা। পাঁচজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী– জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস ও জামাল নজরুল ইসলাম স্মরণে এ আয়োজন করে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ। ৩টি বিভাগের ৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন রকম আবিষ্কারের প্রজেক্ট উপস্থাপন করে খুদে বিজ্ঞানীরা। এছাড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা ছবিতে ফুটিয়ে তুলে পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয়ের ভয়ংকর সব

চিত্র। আরও ছিল রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা। বিচার-বিবেচনা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে শেষ হয় বিজ্ঞান মেলার আয়োজন।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিবন্ধীদের ভাতা বাড়ল ১০০ টাকা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাসিক ভাতা ও আওতা দুটোই বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে বয়স্ক, বিধবাসহ অন্যান্য উপকারভোগীর ভাতা না বাড়লেও সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ৯ই জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে বাজেটের ঘোষণায় সামাজিক সুরক্ষা ইস্যুতে সরকারের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানান।

বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাসিক ভাতা নির্ধারিত আছে ৭৫০ টাকা। প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, নতুন বাজেটে এটি আরও ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা করা হয়েছে। এখন সারা দেশে ২০ লাখ আট হাজার প্রতিবন্ধী সরকার থেকে নিয়মিত নগদ মাসিক ভাতা পাচ্ছে। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নতুন আরও ৩ লাখ ৫৭ হাজার জনকে যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দেশে মোট ২৩ লাখ ৬৫ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আসছে। আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ খাতে ২ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তব্যে দাবি করেন, ভাতা কর্মসূচির বাইরেও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উপকারভোগী ছিল ১ লাখ এবং এদের পেছনে বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৯৫ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। এছাড়া দেশের অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় 'বঙ্গবন্ধু প্রতিবন্ধী সুরক্ষা বিমা' চলতি বছরের জাতীয় বিমা দিবসে চালু করার কথা জানান অর্থমন্ত্রী।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা পেলেন ৬৬ ক্রীড়াবিদ

বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ৬৬ জন ক্রীড়াবিদ ও ২২ জন কোচ-কর্মকর্তাকে সংবর্ধনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ক্রীড়াবিদদের মধ্যে ২৫ জন পুরুষ ফুটবলার, ২৩ জন নারী ফুটবলার এবং ১৮ জন প্রতিবন্ধী ক্রিকেটার রয়েছেন। ১৯শে জুন সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০ সালে মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত দুই ম্যাচের আন্তর্জাতিক ফুটবল সিরিজে নেপালের বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জয়ের জন্য জাতীয় ফুটবল দল, ভারতকে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় নারী ফুটবল দল এবং

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে জুন ২০২২ তাঁর কার্যালয়ে দেশের কৃতি ক্রীড়াবিদ, সংগঠক ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে সংবর্ধনা ও আর্থিক সম্মাননা প্রদান করেন– পিআইডি

গত বছর নভেম্বরে কক্সবাজারে বঙ্গবন্ধু ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ দলের সদস্যদের এই সংবর্ধনা দেন প্রধানমন্ত্রী। পুরস্কার হিসেবে ৬৬ ক্রীড়াবিদকে প্রধানমন্ত্রী ৫ লাখ টাকা করে উপহার দিয়েছেন। এছাড়া পুরুষ ফুটবল দলের ৮ কোচ-কর্মকর্তা, নারী ফুটবল দলের ১০ কোচ-কর্মকর্তা এবং ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেট দলের ৪ কর্মকর্তাকে ২ লাখ টাকা করে উপহার দিয়েছেন ক্রীড়ামোদী প্রধানমন্ত্রী।

হকি র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের চার ধাপ উন্নতি

সদ্য প্রকাশিত আন্তর্জাতিক হকি র‍্যাংকিংয়ে চার ধাপ এগিয়ে ৩১তম স্থান থেকে ২৭তম স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় এশিয়া কাপ হকি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছে বাংলাদেশ। তাদের সামনে রয়েছে পঞ্চম স্থান থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করার সুযোগ। কিন্তু বড়ো একটি বাঁধা রয়েছে সামনে, শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতে হবে লাল-সবুজ জার্সিধারীদের। তাদের বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে নিতে পারলে টুর্নামেন্ট শিরোপা আরও সহজ হয়ে যাবে বাংলাদেশের জন্য।

রাগবিতে তিনে তিন বাংলাদেশ

প্রথমবারের মতো নিজেদের মাঠে আন্তর্জাতিক রাগবি সিরিজ আয়োজন সফল হলো। প্রথমবারের মতো ফিফটিন-এ-সাইড ম্যাচ খেলল বাংলাদেশ। সব কিছুই বাংলাদেশ রাঙিয়ে রাখল দুর্দান্তভাবে। সেভেন-এ-সাইডের দুই ম্যাচের পর ফিফটিন-এ-সাইড ম্যাচেও নেপালকে উড়িয়ে দিলো লাল-সবুজ জার্সিধারীরা।

বনানী আর্মি স্টেডিয়ামে ২২শে জুন ফিফটিন-এ-সাইডের একমাত্র ম্যাচে নেপালকে ৩১-৭ পয়েন্টে হারিয়েছে বাংলাদেশ। জয়ী দলের অধিনায়ক নাদিম মাহমুদ সর্বোচ্চ ২১ পয়েন্ট এবং মিলন ও মেহেদি পাঁচ পয়েন্ট করে অর্জন করেন। তিন ম্যাচের সিরিজ ৩-০তে জিতে বাজিমাত করল বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব

গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই

উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

চলে গেলেন অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদ

আফরোজা রুমা

মঞ্চ, টেলিভিশন, নাটক ও চলচ্চিত্রের গুণী অভিনয় শিল্পী শর্মিলী আহমেদ চলে গেলেন না ফেরার দেশে। এই অভিনেত্রী ক্যানসারে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ৮ই জুলাই রাজধানীর উত্তরায় নিজ বাসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শর্মিলী আহমেদ ১৯৪৭ সালের ৮ই মে মুর্শিদাবাদের বেলুর চাক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী পিএন গার্লস হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। শর্মিলী আহমেদের প্রকৃত নাম মাজেদা মল্লিক। চলচ্চিত্রে ক্যারিয়ার শুরু করার পর তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় শর্মিলী আহমেদ। রাজশাহী বেতারের শিল্পী ছিলেন তিনি।

১৯৬২ সালে রেডিওতে এবং ১৯৬৪ সালে চলচ্চিত্রে তিনি ক্যারিয়ার শুরু করেন। এই অভিনেত্রী অভিনয় শুরু করেন মাত্র চার বছর বয়স থেকে। বিটিভিতে তাঁর প্রথম ধারাবাহিক নাটক *দম্পতি*।

১৯৭৬ সালে মোহাম্মদ মহসিন পরিচালিত *আগুন* নাটকে তিনি প্রথমবারের মতো মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। মূলত এরপর থেকে নাটক ও সিনেমায় শর্মিলী আহমেদ হয়ে ওঠেন তারকাদের অলিখিত মা।

ষাটের দশকে চলচ্চিত্রাঙ্গনে নাম লেখান শর্মিলী। সুভাষ দত্তের *আলিঙ্গন*, *আয়না* ও *অবশিষ্ট* এবং *আবির্ভাব* চলচ্চিত্র দিয়ে পরিচিত হয়ে ওঠেন। শর্মিলী আহমেদের স্বামী রকিবউদ্দিন আহমেদও ছিলেন একজন চলচ্চিত্র পরিচালক। তাঁর নির্মিত *পলাতক* ছবিতে অভিনয় করেন শর্মিলী আহমেদ। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে আরও কিছু উর্দু চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেন। স্বাধীনতার পর *রূপালী সৈকত*, *আগুন*, *দহন*-এর মতো জনপ্রিয় সব চলচ্চিত্রে ছিল তাঁর সরব উপস্থিতি।

এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০টি নাটক ও ১৫০টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি। অভিনয় জীবনে মঞ্চ, টিভি ও চলচ্চিত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। মন জয় করেছিলেন সাবলীল অভিনয় দিয়ে। অভিনয় জীবনে মায়ের চরিত্রে এত বেশি অভিনয় করেছেন যে বিনোদন অঙ্গনে তিনি সবার কাছে ‘মা’ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। সবাই তাঁকে ‘শর্মিলী মা’ বলেই ডাকতেন।

ক্যারিয়ারের শুরুতে তিনি ছিলেন ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী। পরবর্তীকালে ছোটো পর্দার মা, দাদি কিংবা ভাবির চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মনে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছিলেন। অভিনেত্রী ও মা দুই জায়গাতেই সফল ছিলেন শর্মিলী আহমেদ। শুটিংয়ে যেমন তিনি সময় দিয়েছেন, তেমনি পরিবারের প্রতিটি কাজের দিকে খেয়াল রেখেছেন।

বহুমাত্রিক অভিনেত্রী শর্মিলী আহমেদ তাঁর অভিনয় নিপুণতায় দর্শকের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। আর তারই ধারাবাহিকতায় তিনি পেয়েছেন পুরস্কার ও সম্মাননা। ২০১৮ সালে সিয়াম আহমেদ ও পূজা চেরি অভিনীত *দহন* সিনেমাটির জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্র অভিনেত্রী বিভাগে পেয়েছিলেন ‘বাচসাস’ পুরস্কার। পেয়েছেন আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা।

মঞ্চ, টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের বরেণ্য অভিনয়শিল্পী শর্মিলী আহমেদের জানাজা রাজধানীর উত্তরা ১১ নম্বর সেক্টর মসজিদ প্রাঙ্গণে জুমার নামাজের পর অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আসর বনানী কবরস্থানে স্বামীর কবরের পাশে শর্মিলী আহমেদকে সমাহিত করা হয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 01, July 2022, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

জুলাই ২০২২ ■ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৯

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা/ছড়া, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা/ছড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতা/ছড়ার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা/ছড়া পাঠাতে হবে। কবিতা কিংবা ছড়াগুচ্ছ কোন বিভাগের জন্য লেখা– তা স্পষ্ট করতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৮ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd